মনের মতো সালাত

ড. খালিদ আবূ শাদী

ডা. শামসুল আরেফীন

অনুবাদ: আহমাদ ইউসুফ শরীফ

সন্দীপন

মনের মতো সালাত

মূল

ড. খালিদ আবূ শাদী

অনুবাদ

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

সম্পাদনা ও সংযোজন

ডা. শামসুল আরেফীন
আহমাদ ইউসুফ শরীফ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

প্রকাশক : সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড
৩৪, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৪০৮ ৩০০ ১০০, ০১৭১১ ০৬৯ ০৫৯, ০২-৪৭১১১৯৪০
sondiponprokashon@gmail.com
www.facebook.com/sondiponbd
www.sondipon.com

মনের মতো সালাত

গ্রন্থস্বত্ব ©সংরক্ষিত ২০২১

ISBN: 978-984-95895-2-5

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২১
অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

মূল্য : ২৭৫৳
USD: 7

পৃষ্ঠাসজ্জা
ডা. শামসুল আরেফীন

বানান
আসাদুল্লাহ আল গালিব

সূচিপত্র

৯ সম্পাদকের ডেস্ক
১৬ প্রারম্ভিকা
২০ ইসতিগফার
২২ মধু আহরণের নির্দেশিকা
১. সালাতের স্থিরতা সালাতের আগেই | ২২
২. আযানের সুযোগটি কাজে লাগান | ২৩
৩. উপযুক্ত স্থান ও সময় | ২৪
৪. বৈচিত্র্য: ধরে রাখে মনকে | ২৫
৫. সালাতে কুরআন: হোক অল্প, কিন্তু যথাযথ | ২৭
৬. দ্রুত, না ধীর: বেছে নিন | ২৭
৭. নিশুতি রাতে একান্তে | ২৮
৮. ঈমান বাড়ান, খুশুও বাড়বে | ২৯
৯. উৎসাহ ও উদ্যমের পারদ ঊর্ধ্বমুখী রাখুন | ৩২
১০. আসবে জোয়ার-ভাটা | ৩২
১১. সালাতের জন্য অবসর 'করে' নিন | ৩৩
৩৫ ওযু: দরোজার চাবি
৪০ সালাত: দাসত্বের মহিমা
মাসজিদে গমন | ৪০
কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো | ৪২
সানা পাঠ | ৪৭
ইসতিআযাহ | ৫১
৫৪ রুকুতে নতশিরে
রুকুর তাসবীহ | ৫৬
রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো | ৬৭

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

সিজদায় জরুরি হয়টি বিষয় | ৭২
সিজদার যিকর ও দুআ | ৮১
আলোকস্মৃতি: সালাফদের সিজদাহ | ৮৬
দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময় | ৮৮
একই কাজের পুনরাবৃত্তি | ৯২

৯৪ সালাতের প্রাণ: খুযু ও খুশু
খুযু: দেহের স্থিরতা | ৯৬
খুশু: অন্তরের স্থিরতা | ৯৭
একটি সুস্পষ্ট হাদীস | ৯৮
সালাতে মনযোগী হওয়ার মূলমন্ত্র | ৯৯

১০২ কালামুল্লাহ'র মায়ায়
তিলাওয়াত | ১০২
সূরা ফাতিহা | ১০৫
আমীন পাঠ | ১৩৫

১৩৭ ধ্যানমগ্ন বৈঠক
তাশাহহুদ-তাহিয়্যাত | ১৩৭
দরূদে ইবরাহীম | ১৪৩
দরূদ পরবর্তী দুআ | ১৫০
সালাম ফিরানো | ১৫৩

১৫৪ বৃষ্টি শেষে

১৫৮ সালাতের নির্যাস
এক নজরে সালাত | ১৬০
আলোকস্মৃতি: সালাফদের সালাত | ১৬৮

১৭২ আমি সালাত বলছি

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

সম্পাদকের ডেস্ক

ভিন্ন মাত্রায় সালাতের অনুভব

মানুষ কী?—এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারলে 'মানুষের সমস্যাগুলো কী কী' তা বুঝাও সম্ভব না, সমাধান কী হবে, তা-ও বাতলানো সম্ভব না। মানুষ কী?—এই প্রশ্নের উত্তর যদি অসম্পূর্ণ-আংশিক-একপেশে হয়, তাহলে যত সমাধানই আপনি খাড়া করবেন সবই হবে অপূর্ণ-আংশিক-একপেশে, যা কখনও কিছুটার সমাধান করবে, কখনও সমস্যাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে।

রেনেসাঁ-এনলাইটেনমেন্ট-মডার্নিটি প্রভৃতি ধাপ পেরিয়ে গত ৭০০ বছরে ইউরোপ তার চিন্তার অভিযাত্রায় আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, তা হলো—বস্তুবাদ। মানুষ-প্রকৃতি-বিশ্ব-জ্ঞান-মন ইত্যাদি সকল প্রশ্নের বস্তুবাদী সংজ্ঞাকে ভিত্তি ধরে নেয়া হয়েছে; কেননা বস্তু স্পষ্ট-সহজ-বোধগম্য। আর বস্তুর বাইরে সকল কিছুর অস্তিত্বকে হয় অস্বীকার করা হয়েছে, বা অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, আধুনিক দর্শন, ইতিহাসবাদ (historicism)—সবই বস্তুবাদের সন্তান। তবে ইউরোপকে একতরফা দোষ দেয়া যায় না, ইউরোপ সাধে পরেনি বস্তুবাদের চশমা। হাজার বছর ধরে জোর করে পরিয়ে রাখা ভাববাদের ঠুলি ইউরোপকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। মানব প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক দমন, যাবতীয় ভোগ পরিত্যাগ, বস্তুগত পরিবর্তনের চেষ্টা ছেড়ে দুঃখকে বরণ, রোগ-ধ্বংস-কষ্টকে প্রায়শ্চিত্ত ভেবে আত্মিক মুক্তির সন্ধান, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে জোর করে অস্বীকার—পৌলীয় খৃষ্টবাদের ইত্যাকার ভাববাদী অত্যাচার কাঁহাতক সইবে ইউরোপ? উলটোদিকে চার্চ নিজে ভোগ-বিলাসিতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে—ফ্রান্স-জার্মানি-ইটালির এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক চার্চ[১], পাদ্রীরা বিক্রি করছে বেহেশতের সার্টিফিকেট[২], মঠবাসী সাধুদের যৌনলীলা

---

[১] Will Durant, The Story Of Civilization, p১৭

চাউর হয়ে গেছে।[৩] মানুষের ওপর এই কঠিন জীবনদর্শন চাপিয়ে দিয়ে গুটিকয়েক লোকের সীমাহীন ভোগ-বিলাসিতা-অত্যাচার ইউরোপ আর মেনে নেয়নি।

আর যাতে কোনোদিন এই ভাববাদী দুঃশাসন ফিরে না আসে, সেজন্য 'বস্তুবাদের চরমপন্থা'য় অবস্থান নিয়েছে ইউরোপ। এই অবস্থানেরই ফলাফল আজকের নৈতিকতায় লিবারেলিজম, নারী-দর্শনে নারীবাদ, সফলতার সংজ্ঞায় ভোগবাদ, অর্থক্ষেত্রে পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রনীতিতে গণতন্ত্র, সমরনীতিতে রেজিমেন্ট সিস্টেম, ব্যক্তিনীতিতে ক্যারিয়ারিজম, জ্ঞানতত্ত্বে প্রকৃতিবাদ, আধ্যাত্মিকতায় দেশপ্রেম, প্রেরণায় জাতীয়তাবাদ। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে একসময় ভাববাদ (পৌলীয় খৃষ্টবাদ) রাজত্ব করেছে। এই প্রতিটি জায়গা থেকে ভাববাদ-কে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে ইউরোপ বদ্ধপরিকর। মানুষের চরম ভাববাদী সংজ্ঞা হটিয়ে এখন মানুষের চরম বস্তুবাদী সংজ্ঞা। অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা ও অনুসিদ্ধান্তে আগেও মানবতা ধুঁকেছে, এখনও ধুঁকছে। ভাববাদের যুগে জমিদার-যাজকদের অত্যাচারে প্রজারা ভুগেছে। বস্তুবাদের যুগে উন্নত বিশ্বের প্রজাদের ভোগা শেষ শিল্পবিপ্লবের পর পর, এখন ফার্স্ট-ওয়ার্ল্ডের কাছে ভুগছে থার্ড-ওয়ার্ল্ড।[৪] যেন বিশ্বায়নের গ্লোবাল-ভিলেজে সামন্তরাজা উন্নতবিশ্ব আর প্রজা উন্নয়নশীল-অনুন্নতরা। কিছু বদলায়নি, মানবজাতি সমাধান পায়নি। ট্রায়াল-এরর করে, নিজেদের মধ্যযুগীয় অভিজ্ঞতাকে পুরো দুনিয়ায় জেনারেলাইজেশন করে, ব্যবসার খাতিরে সব নৈতিক সংস্কার ভেঙে দিয়ে যে সভ্যতা বস্তুবাদ দিয়েছে, তা—

- ➡ টিকা দেয়া সমকামীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ৪০ হাজার নতুন এইডস রোগী তৈরি করছে।[৫]
- ➡ ৪ কোটি মডার্ন স্লেভ (দাস) বানিয়ে রেখেছে।[৬]
- ➡ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিবছর ২০ লক্ষ কিশোরীকে পাচার করছে ইউরোপ-আমেরিকায়।[৭]
- ➡ মাদকের থাবায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে।[৮]

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

করে দিয়। Bandler, Gerhard. "Martin Luther: Theology and Revolution." Trans., Foster Jr., Claude R. New York: Oxford University Press, ১৯৯১.

[৩] ইরাসমাস (১৪৬৬ খৃ.) এর সূত্রে Cambridge Modern History.

[৪] Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism

[৫] ইউরোপের ১,৭৭,১৯৯ জন গে-পুরুষের ১৪% এন্টি-রেট্রোভাইরাল প্রোফাইলাক্সিস নিচ্ছে। মে, সেগবিয়ানদের জন্য আলাদা কেয়ার আলাদা ডিস্পেন্সারি করার পরও বছরে ৩০-৪০ হাজার এইডস কেইস সমকামীদের ভিতর থেকে।

TECHNICAL REPORT, EMIS-২০১৭ The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey, Key findings from ৫০ countries.

[৬] The Global Slavery Index ২০১৮, Walk Free Foundation.

[৭] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council

[৮] United Nations Office on Drugs and Crime এর ২০১৪ সালের হিসাব, WORLD DRUG REPORT 2017

- ➡ সাড়ে ৮১ কোটি মানুষ না খেয়ে আছে, আর ওদিকে মঙ্গলগ্রহ জয় করা হচ্ছে।[৯]
- ➡ আধ্যাত্মিকতাহীন জীবনে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন, বছরে ৮ লাখ মানুষ হতাশায় আত্মহত্যা করছে।[১০]
- ➡ অস্ত্রব্যবসায়ীদের মুনাফা পৌঁছাতে পৃথিবীর কোণায় কোণায় গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, ৬ কোটি ৯০ লাখ শরনার্থীকে[১১] চুকাতে হচ্ছে সে মূল্য।
- ➡ বস্তুবাদ চাপিয়ে দিতে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণ[১২] নেওয়া আমেরিকার জন্য বৈধ করে দিয়েছে পৃথিবী।

কেন? সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা মানুষের সংজ্ঞায়। 'মানুষ স্বার্থপর ও বদ, যৌনতা ও অর্থতাড়িত উন্নত পশু' এই বস্তুবাদী সংজ্ঞার ওপর রাষ্ট্র দাঁড় করালে তা হবে 'পশুদেরই রাষ্ট্র', সমাজের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'যৌনস্বাধীন স্বার্থপরের সমাজ', বাজারের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'দয়ামায়াহীন মুনাফালোভীদের বাজার'। মানুষ বস্তু (দেহ) ও অবস্তুর (আত্মা) সমন্বয়। দুটো মিলেই মানুষ। বলা হচ্ছে—ব্রেইনে ডোপামিন নামক কেমিক্যালের বান, আর তার প্রতিক্রিয়ায় চোখ-মুখের পেশীর সংকোচন—এটাই হাসি-আনন্দ; এর বাইরে আর কিছু নেই। তাহলে এই আনন্দ'বোধ'-টা কী? এটা তো কেমিক্যালও না, পেশীও না। এই অনুভূতি'বোধ'টা করল কে? ঠিক ২:০০ টায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগকারী সোবহান সাহেবের দেহ তো দেহই আছে। ১:৫৯ মিনিটে কী ছিল তার দেহে, যা ২:০১ মিনিটে আর নেই? কোষগুলো সবই তো তখনো সজীব। বস্তুবাদী পশ্চিমের জবাব হলো—এই বোধ, এই চেতনা, এই ভাব বলে আলাদা কিছু নেই। এগুলো এই ব্রেইন-কেমিক্যালেরই অংশ। হয় না, হিসেব মেলে না। মানুষের বোধ, অনুভব, শিল্প, ধর্মবোধ, শখ, বিবেক—এসবকে কেমিক্যাল বলে দিয়ে দায় এড়ানো যায়, কিন্তু সমাধান মেলে না।

১৪০০ বছর আগে সকল বস্তু-অবস্তুর কারিগর বলে দিয়েছিলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

" আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি 'মধ্যপন্থী জাতি', যাতে তোমরা

[৯] Bukar Tijani, FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Africa-র মতে The number of people suffering from chronic undernourishment in sub-Saharan Africa has increased, FAO

[১০] Suicide in the world : Global Health Estimates, World Health Organization 2019

[১১] UN High Commissioner For Refugees এর সাইট How many refugees are there around the world?

[১২] Nicolas J.S. Davies (২০১৮) How Many People Has the U.S. Killed in its Post-৯/১১ Wars? Part ১-২-৩, Consortiumnews.

মানুষের জন্য সাক্ষী হও, আর তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন রাসূল...।[১৩]

অর্থাৎ, সকল চরমপন্থী মতাদর্শ ও চরমপন্থী জাতির মাঝে তোমরা হচ্ছো মধ্যপন্থী। তোমাদেরকে নমুনা করে অপরাপর জাতিকে/মতাবলম্বীদের বিচার হবে। আর তোমাদের বিচার হবে রাসূলকে মাপকাঠি রেখে। আদর্শগতভাবে অতিভাববাদী খ্রিষ্টধর্ম আর অতিবস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার ঠিক মাঝখানে অবস্থান ইসলামের। আল্লাহ যেন মুমিনদের সম্বোধন করেছেন 'মধ্যপন্থী' উম্মাহ হিসেবে। ইসলামে আধ্যাত্মিকতা জগৎ-মায়া-দুনিয়াকে ত্যাগ করে নয়, এগুলোকে সাথে নিয়ে এগুলোর ভেতরেই আধ্যাত্মিকতা। ইসলাম হলো সেই জীবনপদ্ধতি বা জীবনদর্শন (দ্বীন), যা খোদ স্রষ্টা দিয়েছেন। 'বানালেনই যিনি, তিনিই কি জানবেন না?' যে, মানুষকে কোন উপাদানে বানিয়েছি। বস্তু-অবস্তু, দেহ-আত্মা, ফিতরাত-নৈতিকতা, সমষ্টি-ব্যষ্টি, বায়োলজি-সাইকোলজি, সোশিওবায়োলজি-সোশ্যাল সাইকোলজি-ইকোলজি সকল বিষয় ব্যালেন্স করে সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বোচ্চ কল্যাণদাত্রী জীবনপথ 'সীরাতুল মুস্তাকীম' দেয়া হয়েছে।

- হেরা গুহায় ধ্যান, কিন্তু মক্কার বাজারে-মেলায় মেহনত।
- পড়তেন সালাত, কিন্তু জামাআতে।
- সারাদিন সিয়াম, সন্ধ্যার পর খাওয়া-সহবাস। 'আমি সিয়ামও থাকি, পানাহারও করি। রাত জেগে সালাত পড়ি, আবার কিছু অংশ ঘুমাইও। বিয়েশাদীও করি। শুনে রাখো, এগুলো আমার সুন্নাহ, আমার পথ। যে আমার পথ পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[১৪]
- 'আমার উম্মাতের বৈরাগ্য হলো জিহাদ।'[১৫]
- 'রোগাক্রান্ত উট রেখো না সুস্থ উটের সাথে।[১৬] মহামারি এলাকায় যাবে না, সে এলাকা থেকে বেরোবে না।[১৭] ভরসা করো, মহামারিতে মৃত শহীদ'।[১৮]

বস্তুকে বস্তু দ্বারা, অবস্তুকে অবস্তু দ্বারা খোরাক দাও। ওষুধও খাও, তাওয়াক্কুলও করো। শুধু বস্তুর পেছনে ছুটলে অবস্তু পেরেশান হয়, শুধু অবস্তুর পেছনে ছুটলে বস্তু কষ্ট পায়। 'নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস কোরো না। নিজের ওপর রহম করো'। মায়া ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। মায়ার যথার্থ লালনেই চূড়ান্ত মুক্তি।

[১৩] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩।
[১৪] বুখারি, ৫০৬৩।
[১৫] মুসনাদু আহমাদ, ৩/২৬৬।
[১৬] সুনানু আবি দাউদ, ৩৯১১; সুনানুল কুবরা, বাইহাকি, ১৪২৪০।
[১৭] বুখারি, ৫৭২৮।
[১৮] সুনানু আবি দাউদ, ৩১১১।

- মায়ের পায়ের নিচেই জান্নাত।
- পিতা জান্নাতের দরোজা।
- শ্রেষ্ঠ মুমিন যার ব্যবহার ভালো, তার ব্যবহারই ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়া লোকমা শ্রেষ্ঠ সদাকাহ।
- কন্যা সন্তান লালনে জান্নাতের ওয়াদা।
- উত্তম সন্তান সদাকায়ে জারিয়া।
- প্রতিবেশীর হক এতো বেশি বলা হয়েছে, নবিজি আশঙ্কা করেছেন যে, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ না বানিয়ে দেয়া হয়।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামী।

বস্তু বুঝা সহজ, করা সহজ, চোখ খুলে রেখেই বুঝা যায়, জানা যায়। চতুষ্পদ জন্তুও বস্তু বোঝে, পাতা দেখে ছাগল এগিয়ে আসে, নরম তোষক দেখলে বিড়াল গড়িয়ে নেয়, ধোঁয়ায় মৌমাছি চাক ছেড়ে দেয়। অবস্তু বুঝতে হলে একটু চোখ বুজতে হয়, কল্পনাশক্তি, অনুভবশক্তিকে, বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয়। চর্চা করে বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করতে হয়, হৃদয়াস্ত্রে ধার দিতে হয়, অনুভূতিকে চোখা করতে হয়। বস্তু বুঝতে আলাদা মেহনতের প্রয়োজন নেই। দেহ-আত্মার সম্মিলনে আত্মা-ই নিরন্তর চর্চার বিষয়। মানুষ বস্তুর দিকে ধাবিত হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। চর্চা না হলে, নিজের খোরাক না পেলে ওদিকে বস্তুর খাঁচায় আটকা পড়ে ছটফট করতে থাকে আত্মা। ধনদৌলত, মানসম্মান, ভোগবিলাসের সব বস্তু থাকা সত্ত্বেও জীবন হয়ে পড়ে একাকী, সংকীর্ণ, পেরেশান, অস্থির। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> *"মহাপবিত্র আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদাতের জন্য অবসর হয়ে নাও। আমি তোমার অন্তরকে ধনী করে দেব, আর তোমার অভাব দূর করে দেব। আর যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর ব্যস্ততা দিয়ে পেরেশান করে দেব, অভাবও দূর করব না।"*[১৯]

আত্মা বস্তুজগতের বাইরের বিষয়, স্রষ্টাও বস্তুজগতের বাইরের বিষয়। আত্মা আল্লাহর আদেশ। এর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, শরীরের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। দেহের জন্য যেমন লাগে বস্তু (খাবার-পানি-ওষুধ-বিশ্রাম), আত্মার খোরাক হল অবস্তু আল্লাহর সাথে সংযোগ। أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (নিশ্চয়ই কেবল আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়)।[২০] সালাত হলো আত্মার প্রধান চর্চা। মালিকের সাথে আত্মার সংযোগ। আল্লাহর সাথে তাঁর আদেশের (রূহ) এই সংযোগ অপরিত্যাজ্য, আবশ্যক, অবিকল্প।

[১৯] ইবনু মাজাহ, ৪১০৭; তিরমিযি, ২৪৬৬; সহীহাহ, ১৩৫৯।
[২০] সূরা রা'দ, ১৩ : ২৮।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (নিশ্চয়ই আমিই, আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার দাসত্ব করো। আমার স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো।) আর এই স্মরণের চর্চাকে প্রাত্যহিক জীবনে অনিবার্য করে তোলা চাই। অন্তর-বাহির, সালাতের সময়টুকু এবং তার বাইরে বাকি সময়, নিজের জীবন-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ। সালাত যেন মনপ্রাণ ছেয়ে থাকে ২৪ ঘণ্টা, বস্তুর মাঝে থেকেই যেন জারি থাকে আত্মার চর্চা। সালাতের শিক্ষা, আল্লাহর সাথে সংযোগের অনুভব, জবাবদিহিতার দায়বোধ যেন তাড়িয়ে ফেরে দিনমান। সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পেয়ে দেহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বাজার-মানবীয় কাজকর্ম ইত্যাদি বস্তু যেন চালিত হয় আত্মার শুদ্ধতা দ্বারা। ঐচ্ছিক করে দিলে বস্তুর প্রভাবে কেউই এদিকে ফিরবে না। বস্তুবাদ যে আত্মাহীন মানুষের সংজ্ঞা দেয়, তার থেকে বেরোনো আধ্যাত্মিকতাহীন পরিবার, আধ্যাত্মিকতাহীন সমাজ, আধ্যাত্মিকতাহীন রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিকতাহীন বাজারে সমস্যার অন্ত নেই। কেননা মানুষের একটা উপাদানকেই গোনায় ধরা হয়নি। যেন, মোবাইলের বাইরে ময়লা হয়েছে দেখা যাচ্ছে, তাই সমাধান হলো আস্থা করে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোও। কিন্তু ভেতরে যে অদেখা আরও উপাদান আছে, যা পানি লাগলে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং পানি দিয়ে ধোয়াটা অসম্পূর্ণ সমাধান, এবং ক্ষতিকরও। আজ মানবজীবনেরও একই হাল।

এজন্য পুরো ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও জীবনাদর্শের কেন্দ্রীয় বিধান হলো সালাত। সালাত ছাড়া দীনের আর কোনো অর্থ থাকে না। সালাত ত্যাগ ব্যক্তিকে কুফর-শিরকে পৌঁছে দেয়।[২১] ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ। যার সালাত নেই, তার দীন নেই। দীনের ক্ষেত্রে সালাতের মর্যাদা এমন, যেমন শরীরের জন্য মাথা।[২২] হাশরে সর্বপ্রথম হিসেব হবে সালাতের। ঈমানের (সত্তায়ন) দরুন পরকালে উপকৃত হলেও উভয় জাহানে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে। হাইয়্যা আলাল ফালাহ—কল্যাণের দিকে ডাকা হতো তাকে দুনিয়াতে। সালাত ছেড়ে দিয়ে আত্মাকে খোরাকবঞ্চিত করলে তার ক্ষতি-অকল্যাণ বস্তুগত ক্ষেত্রে এতো বেশি যে, 'যার এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার-পরিজন, মাল-দৌলত সব ছিনিয়ে নেয়া হলো।'[২৩]

তবে আফসোসের বিষয়, যে সালাত আমাদেরকে আত্মার চর্চা করাবে, সে নিজেই আজ বস্তুর খাঁচায় আটকা। বস্তুদেহের ওঠবস, ভেতরে বস্তুদুনিয়ার চিন্তা। কোথায় গেল সেই সংযোগ, সেই আত্মার চর্চা, সেই স্মরণ? হাদীসের সহীহ-যঈফ যাচাই পর্যন্ত গিয়ে কেন

[২১] মুসলিম, ২৪৭।

[২২] তাবারানি আওসাত। সহীহ, ১/২৪৮; হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন একক বর্ণনাকারী।

[২৩] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ।

আটকে গেছি আমরা? কালির অক্ষরের ভেতরে যে আত্মার অনুভব, দাওয়াতের মাঝে শ্রেফ সহীহ কথাটুকু জানিয়ে দেবার গভীরে যে উম্মাহর দরদ, সালাতের মতভেদের গহীনে যে আল্লাহর সাথে সংযোগ—এই আত্মিক বিষয়গুলো হয়ে গেছে গৌণ। অথচ উদ্দেশ্যই ছিল সেটা—বস্তুর নেশা কাটিয়ে আত্মাকে জাগানো ও জাগিয়ে রাখা। সালাত কেবল শেখার জিনিস না, এটা মনোযোগের সাথে চর্চার জিনিস, মেহনত করে বানানোর জিনিস। দাঈর দাওয়াতের জোর বাড়বে সালাত দ্বারা। এলোমেলো জীবন গোছানো হবে সালাতের দ্বারা। এই সংযোগ ছাড়া, সংযোগের অনুভূতি ছাড়া ইলম-সালাত-দাওয়াত সব নিষ্প্রাণ। দাওয়াতের পরিপূর্ণতা আসতেই পারে না 'আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভূতি' ছাড়া। আর সেই অনুভূতির প্রধানতম চর্চা হলো সালাত। আর এই সালাতের ব্যাপারেই আমাদের যত ঔদাসীন্য।

নিজেকে নিজে সময় দিন, সালাত বানান। সালাতের পেছনে সময় দেয়াকে বেকার ভাববেন না। বাসায় থেকে নিজের জন্য সময় বের করাই কঠিন। দিনের একটা অংশ মাসজিদে কাটান, হতে পারে ফজর থেকে ইশরাক, বা মাগরিব থেকে ইশা। মাঝে মাঝে নফল ইতিকাফে যান। অনুভূতি লাগবে ভাই, জান্নাত বিষয়ক সহীহ হাদীসের সাথে জান্নাতের অনুভূতিও চাই। আল্লাহর আলোচনার লেকচার এক জিনিস, আর আল্লাহর উপস্থিতির অনুভব আরেক জিনিস। জীবন বদলে যাবে একবার অনুভবে এলে।

ড. খালিদ আবু শাদীর 'সালাত' বইটা প্রকাশক মহোদয় দিয়েছিলেন সম্পাদনা করতে। সম্পাদনা করতে গিয়ে সালাতের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উন্নতি হয়েছে আমার। সম্পাদনার এক পর্যায়ে মনে হলো, সালাত নিয়ে আর কোনোদিন লেখা হবে কি না। এর চেয়ে যেখানে যা পেয়েছি, এক জীবনে যা কিছু শিখেছি আলিমদের মজলিসে-কেতাবপত্রে সব দিয়ে দিই পাঠকের সামনে। কোন কথা কার কাজে লেগে যায়, কে জানে। দাঈ মিশারী আল-খাররাজের কাজগুলো বিশেষ উপকারে এসেছে। একটা প্র্যাক্টিসবুক বলা যায় বইটিকে, সপ্তাহে একবার করে চোখ বুলাতেই হবে। একদম শেষে কিছু মূল পয়েন্ট আছে ঘরে টাঙানোর জন্য, যাতে চলতে ফিরতে চোখে পড়ে। আর অনুভব জাগানোর জন্য পুরো বই। আল্লাহ আমাদের ভুলগুলো মাফ করুন।

ডা. শামসুল আরেফীন
লেখক | চিকিৎসক | সম্পাদক
২৬ জুলাই ২০২১

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

প্রারম্ভিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ এবং মন্দ কর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো, এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[১]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[১] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১০২।

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস (ব্যক্তি) থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[২]

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহ ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[৩]

আর কতো!

হামদ, সানা ও মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কিছু বাণী উল্লেখের পর এবার মূল কথায় আসি। একটু ভেবে দেখুন তো, ক্ষুদ্র এই জীবনে সালাত নামক রণাঙ্গনে কতশত বার আপনাকে পরাস্ত করেছে বিতাড়িত শয়তান? কতবার সে সালাত থেকে আপনার মনোযোগ সরিয়ে দিগ্বিদিক নিয়ে গেছে? আর নিজের সঙ্গীসাথিদের কাছে নিজের বিজয়ের গল্প শুনিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে! ভাই আমার, কখনো কি নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করেছেন—

- কতবার সালাত শেষ হয়ে গিয়েছে, অথচ (মন কোথায় ছিল তা) আপনি টেরই পাননি?
- কতবার সালাতে মনোযোগ না থাকা-কে আপনি হালকা ভেবে উড়িয়ে দিয়েছেন?
- কতবার এমন হয়েছে যে, সালাত আদায় করাটা খুব কঠিন আর ক্লান্তিকর মনে হয়েছে?
- কতবার আপনি গাফলতির সাথে সালাতে দাঁড়িয়েছেন, আর রাজ্যের আলস্য আর উদাসীনতা দিয়ে নিজেই শয়তানকে স্বাগত জানিয়েছেন?

[২] সূরা নিসা, ৪ : ১।

[৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন, 'আমার চক্ষুর শীতলতা
সালাতে।'[৩] আপনি কি কখনো সেই স্বাদ আস্বাদন করেছেন? আপনার উত্তর
'না' হয়ে থাকে তবে আমার কামনা যে, আল্লাহ তাআলা এই বইটি আপনার
পৌঁছে দিক। তাঁরই অনুগ্রহে বইখানি হয়তো আপনাকে উদ্ধার করবে এই উদাসী
চক্রব্যূহ থেকে। হয়তো এই বইয়ের হাত ধরেই আসবে 'সালাতের প্রকৃ
উপভোগ'-এর প্রদীপ্ত এক মানসিক অভ্যুত্থান, ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠবে আপনার
ও অন্তর্দৃষ্টি। এই বইটি হয়তো আপনাকে ফিরিয়ে দেবে সালাতের সেই হারান
পুরোনো স্বাদ, যার মূর্ছনায় হারিয়ে যেতেন আমাদের সালাফগণ। আমাদের আ
অনুযায়ী আমল করে আমরা শয়তানকে কাঁদিয়ে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। আপনি দি
চান, আপনার সালাত দেখে রক্তক্ষরণ শুরু হোক চিরশত্রু শয়তানের হৃদয়ে। অ
আর দেরি না করে এক্ষুণি বাড়িয়ে দিন আপনার হাত।

প্রথমত বইটি আমি আমার নিজের জন্য রচনা করেছি, যাতে আমার নিজের স
ঠিক হয়। পাশাপাশি সেসব সালাত আদায়কারী ভাইবোনদের জন্যও, যারা অ
সালাত পড়ি ঠিকই, কিন্তু সালাতের উদ্দেশ্য অধরাই রয়ে যায়। আপনি দে
মাসজিদে মুসল্লিদের ব্যাপক ভিড়। বাস্তবতা হলো, আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ
সাথে সালাতের কিয়াম-রুকু-সিজদাহ আদায়কারীর সংখ্যা খুবই কম। সালাতের
স্বাদ নেয়ার আগ্রহ তো আরও কম, কেমন যেন দায়মুক্তির আগ্রহই বেশি ফলপ্র
উপভোগের চেয়ে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে
'মানুষের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হলো খুশু।'[৪]

এই হাদীসের বাস্তবতা ধরা পড়েছে উমর (রা.)-এর এক বাণীতে। তাঁর খিলাফতক
অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এখন তো হজ্জে আগমনকারী সওয়ারী দেখা
অনেক। কিন্তু প্রকৃত হাজী কম।' একজন খলীফাতুর রাশিদের সময়েই যদি এই অ
হয়, তা হলে আমাদের এই সময়ে তা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে? ভাবা যায়! এখন
ইবাদাতকারীর সংখ্যা ঠিকই বেড়ে চলেছে, কিন্তু খুশু, মানে ইবাদাতে নিবিড় একা
কমে যাচ্ছে। কমে গেছে, একেবারেই কমে গেছে।

যে আশায় বুক বেঁধেছি!

বক্ষ্যমাণ বইটি দ্বারা আমি যা আশা করছি, তা শুধু খুশু-ই না, বরং খুশুর চেয়ে অ

[৩] নাসায়ি, সুনানুল কুবরা, ৮২০৪; আনাস বিন মালিক (রা.) হতে; বাইহাকি, সুনানুল কুবরা, ১৩৪৫৪।
হাদিস সহীহ।

[৪] আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৭৭৫। আবুদ দারদা (রা.) হতে। মুনযিরী বলেন এর সনদ হাসান, হাইসামী
মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৩৬-এ একই কথা বলেছেন।

বেশি কিছু। বইটির মূল আলোচনা সালাত-কেন্দ্রিক হলেও সালাতের আগে ও পরের কিছু বিষয়েও আমি নজর রেখেছি, যার প্রভাবে সালাতও প্রভাবিত হয়। মোটাদাগে আমার গোপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটু তুলে ধরছি—

১. প্রত্যেক পাঠক যেন নিজের যাবতীয় ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ওপর মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, তাঁর আদেশ ও নিষেধের এক চুল ব্যত্যয় না ঘটে।

২. পাঠকের অন্তরে আত্মপ্রত্যয়ের বীজ বপন করতে চাই। কেউ আপনার বিষয়টি গুরুত্ব দিক বা না দিক, আপনার যেন প্রকৃত খুশু হাসিল হয়ে যায়। মনে রাখবেন, আপনার পরিচিত পরিবেশে হয়ত আপনি একাই খুশু হাসিলের জন্য সময় ব্যয় করছেন। দমে যাবেন না। আপনার মাসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র, গ্রাম কিংবা পুরো শহরে আপনিই হতে পারেন খুশু আদায়ের জন্য একমাত্র মেহনতকারী। আপনার আত্মপ্রত্যয় তখন আপনাকে নিজ লক্ষ্যে দৃঢ়পদ রাখবে। পুরো জগত একদিকে চলে গেলেও আপনি লক্ষ্য থেকে হটবেন না। চারপাশের অন্তরগুলোতে আঁধার ছেয়ে গেলেও ঝলমল করে আলো দেবে আপনার অন্তর।

৩. একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় ও বিনম্র জীবনযাপনের মাধ্যমে উম্মাহর পুনঃজাগরণে যুক্ত করতে চাই প্রত্যেক পাঠককে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, নিকলুষ অন্তরে সত্যিকারের দুআ ও চেষ্টার মাধ্যমে আসমানের দরোজায় কড়া নাড়া। যাতে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশ হতে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ কেটে যায়।

৪. সালাত কোনো সাধারণ আয়োজন বা আনুষ্ঠানিকতা নয় যে, দিনের মধ্যে এক বা একাধিক ঘন্টা তাতে ব্যয় করে দিলেই দায় সেরে গেল। বরং সালাতের উদ্দেশ্য সঠিক পদ্ধতিতে এবং নিয়ম মেনে সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় পালন করা, যা আপনার জীবন যাপনের মূলধারাকে শুধরে দেবে। জীবনের লক্ষ্যে এনে দেবে সঠিক পথের দিশা।

আশা করি বইটির পেছনে যে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, পাঠক তা ধরতে পেরেছেন। এবার দেখার বিষয় যে, পাঠক হিসেবে বইটিতে উল্লেখিত বিষয়গুলো আপনার ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আল্লাহ সকলকে কবুল করুন আমীন।

আপনার সালাত পরবর্তী দুআয় স্মরণপ্রত্যাশী
ড. খালিদ আবু শাদি

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

ইসতিগফার

বইটি পড়া শুরুর আগে প্রথমেই যে বিষয়টি জরুরি তা হলো, কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা...

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ سَهْوٍ سَهَوْنَاهُ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ إِلْجَاءٍ إِلَى غَيْرِكَ وَنَحْنُ فِي بَيْتِكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ خَاطِرٍ دُنْيَوِيٍّ شَغَلَنَا بِهِ وَنَحْنُ نَتَزَوَّدُ لِلْآخِرَةِ وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ تَعْظِيمٍ لِغَيْرِكَ خَالَجَ صُدُورَنَا وَنَحْنُ فِي قَبْضَتِكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَجَلَةٍ نَقَرْنَا بِهَا صَلَاتَنَا فِي غَفْلَةٍ، وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ خَطَرَتْ بِبَالِنَا وَنَحْنُ نُنَاجِيكَ

وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ ... وَمِنْ ... وَمِنْ ...

'হে আল্লাহ! আপনার সম্মুখে উপস্থিত থেকেও আমরা যেসব ভুল করেছি, তা হতে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার ঘরে বসে যতবার আমরা আপনি ব্যতীত অন্যের শরণাপন্ন হয়েছি, তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে এসে বিপরীতে যেসব পার্থিব বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার ক্ষমতার মুঠিতে থেকে আমাদের অন্তরে আপনি ব্যতীত অন্যদের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঠাঁই করে নিয়েছে, এর জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সালাতে উদাসীনতার সাথে তাড়াহুড়ো করে যেসব আওড়েছি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার দরবারে মুক্তি কামনা করেও আমরা যেসব নব্য লিপ্সা লালন করে বেড়িয়েছি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এমনি ভাবে অমুক (নিজ নিজ অপরাধ তুলে ধরে) অমুক বিষয় হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

হে রব! আমাদের অপরাধ এত বেশি যে, আমাদের কলম পর্যন্ত আপনার সাথে বারবার কৃত অপরাধ লিপিবদ্ধ করতে লজ্জাবোধ করছে! তদুপরি অধম বান্দা রহমান রবের মাগফিরাতের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি, যে করুণাধারা আমাদের গুনাহের-কালিমায়-মলিন-অন্তর, উদাসীনতার-নির্বুদ্ধিতায়-লিপ্ত-বোধ আর পার্থিব-দুশ্চিন্তায়-ক্লান্ত-চিত্তকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে। আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হিদায়াতের

সেই প্রতীক্ষিত পরশপাথর ঘিরে, যার স্পর্শ জ্বলন্ত অঙ্গারকে রূপান্তর করবে স্নিগ্ধ আলোর মশালে। জড়িয়ে নেবে পবিত্রতার অপার্থিব আবেশে। হে আমার মাওলা! আপনি কি আমার দুর্বলতার প্রতি দয়া করবেন? সহানুভূতি দেখাবেন? দেবেন আমাকে আমার দুহাত ভরে?

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

মধু আহরণের নির্দেশিকা

এই পৃষ্ঠা কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একে আপনি সালাতের একরকম 'সাধারণ নির্দেশিকা' বলতে পারেন। যে বিষয়গুলো আপনি ইতোমধ্যেই জানেন বা সামনে জানবেন, সেগুলোকে কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, সেটি এখানে আলোচনা করব আমরা। চলুন তবে কথা না বাড়িয়ে প্রবেশ করি আমাদের নির্দেশিকায়।

১. সালাতের স্থিরতা সালাতের আগেই

পুরো বইটি পড়ার পর সালাত সম্পর্কে আপনি যা কিছু জানবেন, সেগুলো আমলে বাস্তবায়নের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করবে। আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে: একদম তাড়াহুড়ো নয়, বরং যথেষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আমরা সালাত আদায় করব। আর (হাদীসের ভাষায়) সালাতের মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁকিবাজি নয়। সালাতের ভেতর তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা আপনার সালাতের খুশু তথা একাগ্রতা ছিনিয়ে নেবে। সালাত জীবনের সকল ক্ষেত্রে বারাকাহ'র চাবি; এর মাঝে এমন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপকার রয়েছে, যা কেবল সঠিকভাবে সালাত আদায়কারীগণই উপলব্ধি করতে পারেন। আপনি যথাযথভাবে সালাত আদায়ের আগ পর্যন্ত তা অনুভব করতে পারবেন না। সুতরাং অস্থিরমতি নয়, সুস্থির হোন। শরীরকে স্থির আর মনকে প্রশান্ত করে সালাত আদায় করুন। মনে রাখবেন, জীবনযাপনে প্রশান্তি-স্থিরতার দীক্ষাই কিন্তু সালাত আপনাকে দিতে চায়।

আর এই স্থিরতা শুধুমাত্র সালাতের ভেতরভাগেই নয়। বরং সালাতের সময় হওয়ার পর থেকে সালাতে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্তও, অর্থাৎ সালাতের আগের সময়টাতেও থাকা চাই। আযানের জওয়াব দেয়া, অপচয় না হয়—সেদিকে খেয়াল রেখে পরিপূর্ণ ওযু করা, দৌড় না দিয়ে শান্তভাবে মাসজিদে আসা, সময় থাকলে দু রাকআত সালাত পড়া—এসবই সালাতের পূর্বে স্থিরতার প্রয়োজন নির্দেশ করে। আবূ হুরায়রা ﷺ হতে

বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"সালাতের জন্য ইকামাত দেয়া হয়ে গেলে তোমরা তাড়াহুড়া করে সালাতে এসো না বরং ধীরস্থিরভাবে আসো। অতঃপর ইমামের সাথে যতটা সালাত পাও তা আদায় করো। আর যতটা না পাবে তা পূরণ করে নাও। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা (নিয়ত) করে আসে, তখন সে সালাতরত থাকে বলেই গণ্য হয়।"[১]

হাদীসের ভাষ্যমতে সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তিও সালাতরত ব্যক্তির সমতুল্য। সালাতের ভেতর যা কিছু পরিত্যাজ্য, সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণকালেও সেসব থেকে বিরত থাকাই উত্তম, যেহেতু আগের সময়টুকুতেও আমি যেন সালাতেই আছি। এই শান্ত প্রস্তুতির প্রভাব গিয়ে পড়বে আপনার সালাতে।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে এসে সালাতে দাঁড়াবেন না। এতে আপনার শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততার সাথে চিন্তাভাবনাও উচাটন করতে থাকে। আপনাকে গ্রাস করে নেবে বিক্ষিপ্ত সব ভাবনা। সালাত-পূর্ব সময়টাতে শারীরিক-মানসিকভাবে অস্থির থাকলে সালাতের ভেতরেও আপনি অস্থিরচিত্ত থাকবেন। আগের এই সময়টিতে খানিকটা ধীরতা-স্থিরতা বজায় রাখলে সালাতে গিয়ে যে অনুভূতি আপনি পাবেন, পড়িমরি করে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে তা চিন্তাই করা যায় না।

২. আযানের সুযোগটি কাজে লাগান

আযানের ধ্বনি কানে আসামাত্র সালাতের জন্য উঠে দাঁড়ান। প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করুন। এতে করে ঠিক আগের সময়টিতে পার্থিব চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে আখিরাতের ভাবনায় ডুব দেয়ার এক অপার্থিব সুযোগ আপনি পাচ্ছেন।

- আযানের সাথে সাথে আযানের জবাব দেয়া শুরু করুন। সম্ভব হলে আযানের পর আর নতুন করে কোনো ব্যস্ততায় জড়াবেন না।
- দ্রুত হাতের কাজ স্থগিত করে সালাতের অন্যান্য প্রস্তুতির পেছনে লেগে যান। প্রাকৃতিক প্রয়োজন, পাক পোশাক, ওযু এসব সেরে নিন এবং সালাতের স্থানে চলে যান।
- সময় থাকলে নফল সালাত বা দুআ-যিকরে মগ্ন হোন। আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ কবুল হয়।[২]

যে জিনিস ঠিক হলে আপনার জীবন গোছানো হয়ে যাবে, সকল সমস্যার সমাধান যে

---

[১] মুসলিম, ৬০২, মাস-সাজিদ; ইফাবা: ১২৩৫।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[২] সহীহ ইবনু খুযাইমা, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭; তিরমিযি, ৩৫৯৪।

জিনিস, তার জন্য সময় দিতে হবে বৈকি। এ তো রেস্টুরেন্ট না যে, ঢুকলাম আর অর্ডার করলাম। আমাদের ডেডিকেশনই আল্লাহ দেখতে চান। আমাদের চেষ্টাটুকু আল্লাহকে দেখালেই, আল্লাহ উত্তম বদলা দেবেন। সালাতকে সুন্দর করার জন্য আপনার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, তার বদলাস্বরূপ আল্লাহ আপনাকে সেই ফিলিংস উপহার দেবেন। আল্লাহ এটাই দেখবেন যে, আপনার চেষ্টা রয়েছে, বান্দা চেষ্টা করছে। এটাই আল্লাহর পদ্ধতি।

এই যে একটু আগেই এলেন সালাতের জন্য, এর ফলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের সুযোগ মিলবে আপনার।

এক, সালাতের জন্য অপেক্ষায় সালাতেরই সাওয়াব পেতে থাকবেন।

আর দুই, ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর ধরার সুযোগ পাবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> *"কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামাআতে সালাত আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়, জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি।"[৮]*

৩. উপযুক্ত স্থান ও সময়

উত্তম স্থানে উত্তম সময়ে সালাত আদায়ের স্বাদ অতুলনীয় এক অনুভূতি সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন, অন্য যেকোনো স্থানের তুলনায় মাসজিদে সালাত আদায় করলে মানসিক স্থিরতা ও পবিত্রতার এক অন্যরকম আবেশ ছুঁয়ে যায়। অতিরিক্ত কিছুটা আশারও সঞ্চার ঘটে সালাত কবুল হওয়ার ব্যাপারে, তাই না? বিশেষ করে পবিত্র কাবার সামনে কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা-ঘেঁষা মাসজিদে যদি সালাত আদায়ের সুযোগ মিলে যায়, তবে তো কথাই নেই।

এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ সময়ে সালাত আদায় করাও চমৎকার কিছু অনুভূতি এনে দেয়। যেমন, রমাদানের রাতে কিয়ামুল লাইলের আমেজ। কিংবা রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফরত অবস্থায় কিয়ামুল লাইল। রমাদান ও ইতিকাফের দিনগুলোতে নিবিষ্টচিত্তে সালাত ও অন্যান্য ইবাদাত হৃদয়গহীনে এক রত্নভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দেয়, যে গুপ্তধন এতকাল অচেনাই রয়ে গেছে। এই সময়টাতে আমরা তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তির পিছুটান (খাওয়া ইত্যাদি) থেকে মুক্ত হয়ে সহজেই ইবাদাতে ফোকাস করতে

---

[৮] তিরমিযি, ২৪১; সহীহাহ, ১৯৭৯।

পারি। আপনি লক্ষ করে দেখবেন, সালাত-সহ অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রেও কিছু বারাকাহপূর্ণ স্থান-কাল-পাত্র রয়েছে; যেখানে কিছুটা বেশি বারাকাহর অনুভূতি মেলে। দেখবেন, ওয়াক্তের শুরুতে সালাত আদায় করলে স্বাদ ও মনোযোগের সাথে পড়া হয়, অলসতা করে ওয়াক্তের শেষের দিকে পড়লে দায়সারা গোছের সালাত হয়। এমন সালাতকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুনাফিকের সালাত' বলেছেন।[৯] এজন্য পুরুষ আযান ও জামাআতের জন্য অপেক্ষা করবে, কিন্তু ঘরে নারীরা আযানের অপেক্ষা করবেন না, আউয়াল ওয়াক্তেই সালাত আদায় করবেন। উম্মু ফারওয়া ﵂ থেকে বর্ণিত: নবিজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।[১০] আর পুরুষের জন্য মাসজিদে জামাআতে সালাত আদায়ের সাওয়াব তো বলাই বাহুল্য। হাদীসে কোথাও ২৭ গুণ, কোথাও ২৫ বার ২ গুণ সাওয়াবের সুসংবাদ এসেছে। এরপরও আমরা এমন পাগলের অধম যে, নিজের ভালোও বুঝি না।

৪. বৈচিত্র্য: ধরে রাখে মনকে

একই কাজ বারবার করতে থাকলে একঘেয়েমি পেয়ে বসা খুবই স্বাভাবিক। খুব জলদি একঘেয়েমির কবলে পড়ে মানুষের মন। সালাতে একঘেয়েমি ভাব চলে আসার একটা অন্যতম কারণ হলো, আমরা নির্দিষ্ট কিছু দুআ ও যিকর-ই বুঝে-না বুঝে বারবার পাঠ করি। ফলে সালাতের ভেতর নির্লিপ্ততা জেঁকে বসে, উদাসীনতা পেয়ে বসে। সালাতের ভেতর যে খুশু তথা একাগ্রতা প্রয়োজন তা হারিয়ে যায়। মুখে তিলাওয়াত-তাসবীহ চলে, আর ওদিকে মন পড়ে থাকে দোকানে-অফিসে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সালাতের স্বাদই ভুলে গেছি।

এক্ষেত্রে আমরা যা করব, একঘেয়েমির অস্বস্তি থেকে সালাতকে হিফাযত করতে সালাতে পড়ার মাসনুন (সুন্নাহ-সম্মত) দুআ ও যিকর কয়েকটি করে শিখে নেবো। যেমন, রুকুতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকগুলো তাসবীহ পড়েছেন, যার মাঝে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা কেবল সেই একটাই জানি। উকবা বিন আমির ﵁ থেকে বর্ণিত,

> *"যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (অর্থাৎ তুমি তোমার মহান রবের নামে তাসবীহ পাঠ করো) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এটিকে রুকুর তাসবীহ বানিয়ে নাও। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ*

---

[৯] মুসলিম, ১৯৫-৬২২।

[১০] আবু দাউদ, ৪২৬; তিরমিযি, ১৭০।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

رَبِّكَ الْأَعْلَى নাযিল হলো তখন বললেন, তোমরা এটিকে তোমাদের সাজদার তাসবীহ বানিয়ে নাও।[১৯]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"তোমাদের কেউ যখন রুকু করে তখন সে যেন তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বলে। আর এটি হলো সর্বনিম্ন সংখ্যা। আর যখন সাজদাহ করবে তখন যেন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى তিনবার বলে। আর এটি হলো সর্বনিম্ন সংখ্যা।[২০]

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সালাতগুলোতে রুকু-সাজদায় নিম্নে তিনবার করে তাসবীহ তথা সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম ও সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়া সুন্নাত। কোনো কারণ ছাড়া এমনিতে পরিত্যাগ করা মাকরুহ। এর সাথে অন্যান্য তাসবীহগুলো ইমাম ও একাকী ফরয সালাত আদায়কারী পড়তে পারবেন। তবে ইমাম যেন এগুলো পড়তে গিয়ে সালাত দীর্ঘায়িত না করেন, নবিজির নিষেধ আছে; কেননা মুক্তাদিদের মাঝে রোগী-দুর্বল-শিশুরা থাকতে পারে। আর ইমামের পেছনে মুক্তাদীও পড়তে পারবেন, শর্ত হলো এগুলো পড়তে গিয়ে ইমামের অনুসরণ যেন না ছোটে, কেননা ইমামকে অনুসরণ ওয়াজিব। দেখা গেল ইমাম সিজদায় চলে গেছে, আপনি এখনও রুকুর তাসবীহ পড়ছেন, এমন যেন না হয়। তবে হানাফি ফকীহগণের মতে, এই অতিরিক্ত তাসবীহ ও দুআগুলো সুন্নাত-নফল সালাতের জন্য প্রযোজ্য। ফরয সালাতে পড়লে সমস্যা নেই, তবে ওপরের শর্তগুলো সাপেক্ষে।[২১]

সালাতে একটি দুআ-ই বারবার পড়ার দরুন শয়তান অবচেতন মনে আওড়ানোর বদ অভ্যাস গড়ে দেয়। এই নির্লিপ্ততা কেটে যাবে যদি একই রুকুতে একাধিক তাসবীহ পড়তে পারি; তাসবীহ পরিবর্তনের সময় ফিরে আসবে হারানো খেয়াল। সেই সাথে সব দুআ ও যিকরের অর্থের প্রতিও গভীর মনোযোগ দিন। এক রাকাআতেই সব দুআ-যিকর পড়ে ফেলতে হবে, এমন নয়। বরং কোন রাকাআতে কোন রুকনে মূল তাসবীহের সাথে অতিরিক্ত কী কী পড়বেন তা ঠিক করে নিন।[২২] কিছুটা বৈচিত্র্য এনে উপভোগ্য করে তুলুন, প্রাণবন্ত রাখুন আপনার সালাতকে।

...তে আপনার সালাত আরও সাদৃশ্যপূর্ণ হবে নবিজির মহিমান্বিত সালাতগুলোর

। সুনানু আবী দাউদ, ৮৬৯; ইবনু মাজাহ, ৮৮৭।

। সুনানু আবী দাউদ, ৮৮৬; তিরমিযি, ২৬১।

। মুফতি দানিয়াল মাহমুদ, রুকু-সাজদায় তাসবিহাত ও দুআ প্রসঙ্গে, islamask.net

যেমন নফল সালাতে রুকু-সিজদায় বিভিন্ন রকম তাসবীহ পড়া যায়। সিজদায় আরবিতে দুআ করা যায়। বৈঠকে দরুদের পরিবর্তে দুআ করা যায়।

...থে। প্রতিটি রাকাআতে, প্রতি মুহূর্তে নববি ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আপনার সালাতের ভেতর-বাহির। ইনশা আল্লাহ।

... সালাতে কুরআন: হোক অল্প, কিন্তু যথাযথ

...লাতে কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য দ্রুত কুরআন পাঠ করা নয়, না একবারেই ...শি বেশি পাঠ করে কুরআন খতম করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, আপনি সামর্থ্য ...নুযায়ী অল্প অল্প করে পাঠ করুন। যেটুকু পাঠ করছেন, তার অর্থ ও মর্ম জেনে পাঠ ...রুন। এই পদ্ধতি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আপনাকে বহুদূর নিয়ে যাবে। চেষ্টা করুন ...জ থেকেই।

...লাতে কুরআন আপনি অল্পই পড়ুন, কিন্তু যথাযথ মাখরাজ (উচ্চারণ) এর দিকে ...রুত্ব দিন। সঠিক মাখরাজে পড়ার চেষ্টা আপনাকে সচেতন করে রাখবে, সালাতে ...র রাখবে।

...ষ্টা করুন নতুন সূরা মুখস্ত করতে। একই সূরা দিয়ে পড়তে পড়তে নির্লিপ্ততা এসে ...তে। সপ্তাহে একটি-দুটি নতুন সূরা বা আয়াত মুখস্ত করুন। হতে পারে বড় সূরার ...থেকেই আপনার পছন্দের আয়াত। যেমন আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারার শেষ দুই ...আয়াত, সূরা আ-লি ইমরানের ২৭-২৮ নং আয়াত, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, ...রা কাহফের প্রথম দশ আয়াত, শেষ দশ আয়াত, সূরা মুমিনুনের প্রথম ১০ আয়াত। ...র্থও জেনে নিন। নতুন জিনিসের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে। নতুন মুখস্ত করা সূরাগুলো ...আপনার আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে সালাতে।

..., দ্রুত, না ধীর: বেছে নিন

...খন একাকী সালাত আদায় করছেন, তখন সালাতকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা ...রুন। তবে সালাতের ইমাম হিসেবে আবার তা করা ঠিক হবে না। আপনার মুসল্লিগণ ...দি দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত আদায়ে আগ্রহী না থাকে, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ...সালাতকে দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সালাত দীর্ঘায়িত না করাই সুন্নাত। ...জের ইখলাসেও ঘাটতি দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে।

...বে একাকী নফল সালাত আদায়ের সময় আপনি ইচ্ছামাফিক সালাতকে দীর্ঘায়িত ...রতে পারেন। রাহমাহ'র সরোবরে ডুব দিয়ে প্রশান্তি মেখে নিতে পারেন যতখুশি, ...তক্ষণ ইচ্ছে। আবার দিনের বেলার সালাতে এবং তার আগে পরে আপনার যে ...রিমাণ ব্যস্ততা থাকে, দিনের শেষে সন্ধ্যা পরবর্তী সালাতগুলোয় কিন্তু তা থাকে না। ...সময় আপনি ঘরে ফিরে ধীরেসুস্থে জামাআতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। সুন্নাত

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

আদায় করে ফরযের অপেক্ষায় বসতে পারেন। মোট কথা আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতি ওয়াক্তের সালাত থেকে সর্বোচ্চ উপকারিতা হাসিলের চেষ্টা করা, নিজের সালাতের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটানো।

৭. নিশুতি রাতে একান্তে

গভীর রাতে সালাত যেন একাগ্রতার পেয়ালায় তৃপ্ত চুমুক। রাতের সুনসান নীরবতায় মহান রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার যে স্বাদ, তার কি কোনো তুলনা হয়? থাকে না ব্যস্ততার কোনো পিছুটান। সকলের অলক্ষ্যে বলে ইখলাসের পারদও থাকে ঊর্ধ্বমুখী। আটপৌরে চিন্তার যাবতীয় বোঝামুক্ত হয়ে মনের রোখ থাকে কেবলই সান্নিধ্যের পানে, নৈকট্যের পিয়াসে। স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের নিকট সবচেয়ে প্রিয় এ সময়ের সালাত। তাই তো এই মাহেন্দ্রক্ষণে মহান রব স্বয়ং পৃথিবী-সংলগ্ন প্রথম আসমানে অবতরণ করেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের আরও নৈকট্যের অনুভূতি দেবার জন্য।[১৮]

নবিজির সালাতের বৈশিষ্ট্যই ছিল—দিনের সালাতে রুকু-সিজদাহ লম্বা, রাতের সালাতে কিরাআত লম্বা। সূরা মুযযাম্মিলে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে করেছেন ভালোবাসার আহ্বান—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا - أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا - وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

ভাবার্থ:

“ও চাদরাবৃত! রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকি সময় সালাতে দাঁড়াও। রাতের অর্ধেকটা (সালাতে দাঁড়াও) কিংবা অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা কমও হতে পারে। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর কুরআন পাঠ করো স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে। নিশ্চয়ই এক গুরুভার কালাম আমি তোমার ওপর নাযিল করতে যাচ্ছি (বিশ্বের বুকে যার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বভার অতি বড় কঠিন কাজ)। নিশ্চয়ই (তারই প্রস্তুতি হিসেবে) আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর এবং (কুরআন) স্পষ্ট উচ্চারণের বেশি অনুকূল হবে রাতে এই শয্যাত্যাগ। দিনের বেলায় তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে। কাজেই তুমি (রাতে) তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।

[১৮] বুখারি, ১১৪৫, সহিহ, তাহাজ্জুদ অধ্যায়; ইফাবা, ১০৭৯।

যেন আল্লাহ বলছেন, আমার হাবীব, আমি জানি সারাদিন তুমি ব্যস্ত থাকো। রাতের কিছু অংশ তুমি আমাকে দাও। তোমার নিজের জন্যই এই রাত্রিজাগরণ প্রয়োজন। পাঠক, এই মায়াভরা ডাকের অংশ কি আপনি পেতে চান না? আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“মহামহিম আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দেবো। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।

এই মমতামাখা আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আমরা তো আসলে নিজেকেই ফাঁকি দিচ্ছি, নিজেকেই বঞ্চিত করছি। তাহাজ্জুদের সালাতে আপনি চাইলে যত সূরা আপনার মুখস্ত সব একই রাকাআতে জোড়া দিয়ে দিয়ে পড়তে পারেন, সালাতের কিয়ামকে লম্বা করতে পারেন। প্রিয়জনের সাথে আলাপ এক লহমায় শেষ হয়ে যাক, চায় কোন বোকা?

৮. ঈমান বাড়ান, খুশুও বাড়বে

খুশু তথা ইবাদাতে একাগ্রতা ঈমানেরই অংশ। ঈমান যেমন বাড়ে-কমে, তার সাথে খুশুও বাড়ে-কমে। মূল ঘাপলাটা হলো ঈমান। আত্মা যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, ঈমান কমতে থাকে। কমতে কমতে অনেক সময় তা নেমে আসে শূন্যের কোঠায়। মানুষ তখন নানা সংশয় আর প্রবৃত্তির স্রোতে ডুবতে বসে। এজন্য সালাতে খুশুর অভাব বোধ করলেই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? নিচের অংশটুকু খুব ভালো করে বুঝার আছে। কেননা শুধু সালাত সম্পর্কেই নয়, আমাদের পুরো জীবন জুড়েই এই আলোচনাটা গুরুত্বপূর্ণ।

যেকোনো নেক আমলে আগ্রহ আসা, সালাতে মনোযোগ, দ্বীনি বই পাঠে আগ্রহ, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি—এ সব কিছু হলো ডালপালা। আর সবকিছুর শেকড় হলো ঈমান। আকীদা ও ঈমানের মাঝে একটু পার্থক্য আছে। আকীদা হলো বিশ্বাসের বিষয়বস্তু, এটা ধ্রুবক, এখানে কম-বেশি নেই। আর ঈমান হলো বিশ্বাসের গভীরতা। এই বিশ্বাসের গভীরতায় উঠানামার কারণে আমাদের আমলে কমবেশি হয়। সঠিক আকীদায় গভীর ঈমান—এটা কাম্য। আল্লাহ তাআলাও মুমিনের ঈমানের উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

"তুমি কি দেখো না, আল্লাহ কীভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? পবিত্র বাক্য পবিত্র বৃক্ষের মতো, যার শেকড় (জমিনে) সুদৃঢ় ও শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।[১৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেছেন, (كَلِمَةً طَيِّبَةً) হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেয়া আর (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) হলো মুমিন। [ইবনু কাসীর] এরপর (أَصْلُهَا ثَابِتٌ) এর অর্থ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুমিনের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শেকড় গভীরে প্রোথিত হলে সে ডালপালায় বেশি পুষ্টি সরবরাহ করতে পারবে। কিন্তু পরিচর্যার অভাবে সময়ের সাথে এই শেকড় শুকিয়ে আসতে থাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"ঈমান তোমাদের অন্তরে এমনিভাবে পুরোনো ও দুর্বল হয়ে যায়, যেভাবে কাপড় পুরোনো হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহর তাআলার নিকট দুআ করো যেন তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানকে তাজা রাখেন।[১৭]

কীভাবে ঈমানের পরিচর্যা করতে হবে সেটাও নবিজি আমাদের জানিয়ে গিয়েছিলেন। সাহাবাগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা আমল করতেন। যদিও আজ সেই মৌলিক আমলটি আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি।

- আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিজের ঈমানকে তাজা/নবায়ন করতে থাকবে।' কেউ প্রশ্ন করল, 'আমরা ঈমানকে কিভাবে তাজা/নবায়ন করব?' তিনি বললেন,

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র কথা বেশি বেশি বলো।' (আকছিরু মিন কওলি)।[১৮]

- আবূ যার ﷺ বলেন,

"উমর ﷺ তাঁর সঙ্গীদের মধ্য হতে এক-দুইজনের হাত ধরে বলতেন, চলো, আমরা ঈমান বর্ধন করি। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কথা আলোচনা করতেন।[১৯]

- আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ তার সঙ্গীকে (একজন মুসলিমকে) বললেন, 'এসো, আমরা কিছু সময় ঈমান আনি।' সে বলল, 'আমরা কি মুমিন নই?' তিনি বললেন,

"নিশ্চয়ই, কিন্তু এরপরও আল্লাহর কথা আলোচনা করব, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

- আবূদ দারদা ﷺ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ আমার হাত ধরে বলতেন,

[১৬] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৪।

[১৭] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/৪, হাদীসটি সহিহ।

[১৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২/৪১৫; তাবারানি, তারগীব।

[১৯] কানয, হায়াতুস সাহাবাহ, ১/২৮১।

'এসো, কিছু সময় ঈমানের আলোচনা করি'।' আমরা বসে আলোচনা করলাম। তারপর তিনি বললেন,

"এটাই ঈমানের মজলিস। কেননা অন্তর ফুটন্ত পাতিল অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল।[২০]

- মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন,

"এসো, আমাদের সঙ্গে বসো, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।[২১]

- আসওয়াদ ইবনু হেলাল ﷺ বলেন, আমরা মুআয ﷺ এর সহিত হাঁটছিলাম। তিনি বললেন,

"বসো, আমরা কিছু সময় ঈমান আনয়ন করি।[২২]

- আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ﷺ কোনো সাহাবির সাথে দেখা হলে বলতেন, 'এসো, কিছু সময় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান তাজা করি।' একবার এক ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করল। নবিজি ﷺ বললেন,

"আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহর ওপর রহমত বর্ষণ করুন, সে এমন মজলিস পছন্দ করছে, যার ওপর ফেরেশতাগণ গর্ববোধ করেন।[২৩]

বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শক্তি, ক্ষমতা আর বড়ত্বের কথা আলোচনা করা। অদৃশ্য জগতে বিশ্বাস দৃঢ় করার পদ্ধতিই এটা—বেশি বেশি আলোচনা করা। দেখুন মাক্কী সূরাগুলোতে কবর, হাশর, কিয়ামাতের বিভীষিকা, জান্নাত-জাহান্নামের কথা বেশি আলোচনা করেছেন আল্লাহ। সেই আয়াতগুলো মক্কার জীবনে ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে বেশি বেশি চর্চিত ও আলোচিত হয়েছে। এভাবেই সাহাবিদের ঈমানকে আল্লাহ পূর্ণতায় নিয়েছেন। ফলে মাদানী সূরাগুলোর যে হুকুম-আহকাম এসেছে, সেগুলো মেনে চলা তাঁদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতেও এই ঈমানী আলোচনার আমলটি তাঁরা গুরুত্বের সাথে করে গেছেন। 'ঈমানী মজলিসে ঈমানী আলোচনা'-ই সেই আমল যার দ্বারা সাহাবিরা 'সাহাবি' হয়েছেন, পাহাড়ের মত ঈমানওয়ালা হয়েছেন, আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে সব কিছুকে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন।

সুতরাং, মাসজিদে-বাসায়-কর্মস্থলে আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং গায়েবের বিষয়গু

[২০] কানয, হায়াতুস সাহাবাহ, ১/২৮১।

[২১] বুখারি; ঈমা, ১/১০।

[২২] আবু নুআইম, হায়াতুস সাহাবাহ, ১/২৮১।

[২৩] আহমাদ, আল-মুসনাদ, হায়াতুস সাহাবাহ, ১/২৮০।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

(মৃত্যু-কবর-হাশর-জান্নাত-জাহান্নাম) আলোচনা করাকে ওযীফা বানিয়ে নিন। স্ত্রীর সাথে, বন্ধুর সাথে, মহল্লার মুসল্লিদের সাথে, সহকর্মীর সাথে। একে প্রতিদিনের 'দৈনিক আমল' হিসেবে ফিরিয়ে আনুন। ঈমান বৃদ্ধি পাবার ফলাফল হিসেবে সালাতের খুশু ও স্বাদ বেড়ে যাবে। জীবনে নতুন নতুন সুন্নাহ যোগ হতে থাকবে। গুনাহের সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকবে। আমলের শ্যামল পত্রপল্লবে ছেয়ে যাবে আপনার জীবনবৃক্ষ।

৯. উৎসাহ ও উদ্যমের পারদ ঊর্ধ্বমুখী রাখুন

সালাতে নিবিড় একাগ্রতা এসে যাবার পর তা ধরে রাখার জিনিস। এই উৎসাহ ও উদ্যম প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করার চেষ্টা থাকবে আমাদের। Attacking is the best defence. আমরা ধরে রাখার চেষ্টা করব না, বরং বাড়ানোর চেষ্টায় লেগে থাকব; তাহলে ধরে রাখা নিয়ে ভাবতে হবে না। মনে রাখবেন বিতাড়িত শয়তান সর্বদা আপনার ঈমান-আমল ছিনিয়ে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। আপনি যদি সেগুলো বাঁচানোর পালটা হ্যাঁচকা টান না দেন, খুব শীঘ্রই আপনি সালাতের অপার্থিব স্বাদ হারিয়ে বসবেন। একসময় প্রিয় এই সালাত আপনার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সালাতে অলসতা ও ওয়াক্তের ব্যাপারে গড়িমসি করা যেন নিত্যকার রুটিন হয়ে যাবে। তাই এ ক্ষেত্রে আগাম সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো এমন পন্থা অবলম্বন করা, যাতে সালাতে একাগ্রতা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে, কমার কোনো অবকাশই না থাকে। এই মুহূর্তে আপনার সালাতে যে পরিমাণ খুশু রয়েছে, তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকার কোনো সুযোগ নেই। মোটামুটি মানের খুশু নয় বরং সর্বোচ্চ খুশু অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে সালাত আদায় করুন।

এজন্য করণীয় হলো: এক, ঈমানের পারদ ঊর্ধ্বমুখী রাখার জন্য প্রতিদিন ঈমানী দাওয়াহ ও আলোচনা করা। আর দুই, বিশেষ করে সালাতের দাওয়াহ করা। সালাতের ভেতর-বাহির, ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত-মুস্তাহাব, খুশু-খুযুর দাওয়াহ দেয়া। এই বইয়ে যা যা শিখব আমরা, সেগুলোর আলোচনা জারি রাখা।

১০. আসবে জোয়ার-ভাটা

প্রতিটি মানুষেরই সময়, স্বাস্থ্য ও মানসিকতা একরকম থাকে না। সালাতেও তার প্রভাব পড়ে। একজন দক্ষ নাবিক যেমন দক্ষতা-অভিজ্ঞতা দিয়ে সব অনুকূল-প্রতিকূল সময়কে জয় করে লক্ষ্যের বন্দরে নোঙর ফেলে, আমাকে আপনাকেও সালাত আদায়ের সময় এ সবকিছু মাথায় রেখে সর্বোচ্চ ফায়দাটুকু তুলে নিতে হবে। যখনই কোনো কারণে সালাতে মনোযোগ বা একাগ্রতার ঘাটতি দেখা দেবে, ঠিক

সেই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ হলো সালাতকে দীর্ঘায়িত না করা। এমন সময়ে সালাতে দীর্ঘ সময় কাটাতে গেলেই অভিশপ্ত শয়তান নানা ভুল-ত্রুটির ফাঁদে ফেলে আপনার সালাতকে একেবারে হালকা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। উদাসীনতা আর ভুলভালের ফর্দ আরও লম্বা হতে থাকবে। তাই এ সময়টাতে ছোট ছোট সূরা পাঠ করে, প্রয়োজনীয় তাসবীহ ও দুআ ইত্যাদি পাঠ করে সালাতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অটুট রাখুন।

আবার যখন সালাতে গভীর মনোযোগ, নিবিড় একাগ্রতা আর প্রকৃত স্বাদ পেতে শুরু করবেন তখন লম্বা সময় সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ধীরে সুস্থে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে সালাত আদায় করে ভাটার সময়ের অপ্রাপ্তিটুকু কড়ায় গণ্ডায় উসুল করে নিন।

১১. সালাতের জন্য অবসর 'করে' নিন

সাহাবি আবূ দারদা رضي الله عنه বলতেন,

> "*বিচক্ষণ হলো সেই ব্যক্তি, যে সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার আগেই নিজের কাজকর্ম সেরে নেয়। যাতে চিন্তামুক্ত নির্ভার মনে সে সালাতে মগ্ন হতে পারে।*"[২৪]

কী চমৎকার কথা! সালাতের পরিপূর্ণতা লাভে ওপরের উপদেশটি বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। সালাতের পূর্বমুহূর্তে, মাঝখানে মাঝখানে কিংবা পরপরই পার্থিব ব্যস্ততায় ডুবে যাওয়ার প্রবণতা হতে বিরত থাকুন। নয়তো সালাতের রত্নভাণ্ডার লুট হয়ে যাবে আপনার চোখের সামনেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "*খাবার উপস্থিত (প্রয়োজনও রয়েছে) এবং মল-মূত্রের চাপও রয়েছে এমতাবস্থায় সালাত আদায় হবে না।*"[২৫]

> "*খাবার সামনে উপস্থিত করা হলে মাগরিবের সালাতের সময় হয়ে গেলেও সালাত পড়ার পূর্বে খাবার দিয়ে শুরু করো। খাবার রেখে সালাতের জন্য ব্যস্ত হয়ো না।*"[২৬]

> "*যদি রাতের খাবার এসে যায় এবং সালাতের ইকামাতও হয়, তাহলে তোমরা আগে রাতের খাবার খেয়ে নাও।*"[২৭]

বুঝা যাচ্ছে এমন কাজ, যার চিন্তা সালাতের মাঝে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, তা থেকে মুক্ত

---

[২৪] আবু তালিব মক্কি, (৩৮৬ হিঃ), কুতুল কুলুব, ২/১৬৯।

[২৫] মুসলিম, ৫৬০, সহীহ।

[২৬] মুসলিম।

[২৭] বুখারি, ৫৪৬৫; মুসলিম, ৫৫৭।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

হয়ে সালাতে দাঁড়ানো উচিত। আর সালাতের পর তাড়াহুড়া করে না উঠে পরবর্তী মাসনুন আমলগুলো পুরা করাকে গুরুত্ব দিন। তাসবীহে ফাতেমী, ব্যক্তিগত দুআ ও অন্যান্য আযকার শেষে সুন্নাত সালাত আদায় করে এরপর অন্যান্য কাজ শুরু করুন।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

ওযু
দরোজার চাবি

ওযুর মাধ্যমে আমরা যাবতীয় কলুষতা হতে মুক্ত হয়ে পূতঃপবিত্র অবস্থায় মহান রবের সম্মুখে পেশ হই। ওযু তথা পবিত্রতা অর্জনের দুটি দিক রয়েছে—বাহ্যিক পবিত্রতা ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

এক. ইবাদাতের জন্য ব্যবহৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ পুরো দেহ পাক করা।

দুই. অন্তরকে যাবতীয় পাপ, পঙ্কিলতা ও কলুষতা হতে পবিত্র করা।

'অন্তরের ওযু' তথা পবিত্রতা হলো তাওবা। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে তাওবা এবং পবিত্রতার কথা এক সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"[২৮]

আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও ওযুর পরপরই কালিমাতুশ শাহাদাহ এবং তাওবার দুআ শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করার পর এই দুআটি পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরোজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরোজা দিয়ে তার প্রবেশ করতে মন চায় সে প্রবেশ করবে।' দুআটি হলো—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, তাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

[২৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ২২২।

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।[২৯]

কালিমাতুশ শাহাদাতের মাধ্যমে আপনি মুক্ত হলেন শিরক (ও কুফর) থেকে; আর তাওবার মাধ্যমে মুক্ত হয়ে গেলেন যাবতীয় সগীরা-কবীরা গুনাহ থেকে। আর পানি ব্যবহার করে ইতোমধ্যে বাহ্যিক পবিত্রতা তো অর্জন করে নিয়েছেনই। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়ানোর জন্য যে পূর্ণ পবিত্রতার শর্ত রয়েছে, সেই শর্ত আপনি পুরা করে এবার আপনি তাঁর সামনে উপস্থিত হবার কাঙ্ক্ষিত অনুমতিটি লাভ করলেন। এর কোনো সীমারেখা নেই। যতবার ওযু করছেন, ততবারই পাচ্ছেন রবের সান্নিধ্যের অনুমতি। প্রতিবার ওযুর পরপরই আপনি চাইলে দু রাকাআত নফল সালাত আদায় করে নিতে পারেন। এই সালাতকে বলা হয় 'তাহিয়্যাতুল ওযু'। আর এই আমল আপনাকে এনে দিতে পারে বিলাল -এর সৌভাগ্যের পরশ।

একবার ফজরের সালাতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলাল -কে জিজ্ঞেস করলেন,

– হে বিলাল, আমাকে বলো তো, ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন আমলটি তুমি করেছ, যেটির সাওয়াবের ব্যাপারে তোমার সবচেয়ে বেশি আশা হয়। কেননা, জান্নাতে (মিরাজের রাতে) আমার সামনে সামনে তোমার জুতার আওয়াজ পেয়েছি আমি।

– ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিজের আমলের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি আশা যে আমলটা নিয়ে, তা হলো দিনে-রাতে যখনই আমি তাহারাত (পবিত্রতা) অর্জন (ওযু) করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যতখানি তাওফীক হয়েছে।[৩০]

শুধু কি তাই? ওযু শুধুমাত্র সালাতের প্রস্তুতিই নয়; আল্লাহ তাআলা যেভাবে ওযু করতে আদেশ করেছেন, সেভাবে ওযু করাটা নিজেই আলাদা একটি ইবাদাত। কুরআন ও সুন্নাহতে ওযুর বিষয়টি আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে পদ্ধতি ও স্বতন্ত্র সাওয়াব সহকারে। যেমন হাদীসে এসেছে,

"যে ব্যক্তি ওযু থাকা সত্ত্বেও নতুন ওযু করে, সে দশ নেকি লাভ করে।"[৩১]

আর এ কারণেই এই আমলটি সালাতের অন্যান্য শর্তের মত নয় (যেমন নাপাকি-মুক্ত

[২৯] তিরমিযি, ৫৫; পবিত্রতা অধ্যায়; শাইখ আলবানি সহীহ বলেছেন। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাসান ও হাসান গরীব বলেছেন।

[৩০] বুখারি, পবিত্রতা অধ্যায়, ১১৪৯, সহীহ।

[৩১] সুনানু আবী দাউদ, ৬২।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

হওয়া বা সতর ঢাকা), বরং ওযু নিজেই স্বতন্ত্র আমল।[৩২] সাওয়াবের সাথে সাথে ওযু গুনাহও মিটিয়ে দেয়। উসমান থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

"যে ওযু করে এবং উত্তমরূপে তা করে (অর্থাৎ ওযুর সুন্নাহ-আদব-মুস্তাহাব সহকারে যত্ন নিয়ে), তার গুনাহরাশি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ থেকে পর্যন্ত গুনাহ দূর হয়ে যায়।"[৩৩]

আরেক হাদীসে এসেছে, তার আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।[৩৪] আরেকটি বিস্তারিত হাদীসে এসেছে,

"মুমিন বান্দা ওযুর মধ্যে যখন কুলি করে, তখন মুখের সব গুনাহ বেরিয়ে যায়। নাক পরিষ্কারের সময় নাকের সব গুনাহ বেরিয়ে যায়, চেহারা ধোবার সময় চেহারার সব গুনাহ ধুয়ে যায়, এমনকি চোখের পাপড়ির তলা থেকেও চলে যায়। যখন দুই হাত ধোয়, হাতের গুনাহগুলো ধুয়ে চলে যায়, এমনকি নখের নিচ থেকে পর্যন্ত। যখন মাথা মাসেহ করে, মাথার গুনাহ ধৌত হয়ে যায়, এমনকি কানের গুনাহও বাকি থাকে না। পা ধোয়ার সময় পা তো বটেই, পায়ের নখের নিচ থেকেও গুনাহ বেরিয়ে যায়। (গুনাহমুক্তির পর) ফলে মাসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া ও সালাত আদায় করা তার জন্য অতিরিক্ত সাওয়াবের কারণ হয়।"[৩৫]

মুসলিমের একটি হাদীসে আমর ইবনু আবাসা অতিরিক্ত এটুকু বর্ণনা করেন,

"যদি ওযুর পর সে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ে, তার ভেতরে আল্লাহ তাআলার এমন হামদ-সানা ও মহত্ত্ব পাঠ করে যা আল্লাহর মর্যাদার উপযুক্ত। সেই সাথে নিজের অন্তরকে (সমস্ত চিন্তাফিকির থেকে) খালি করে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকে। তবে এই ব্যক্তি সালাত শেষে এমনই পবিত্র হয়ে যায়, যেন তার মা আজই তাকে প্রসব করেছে।"

আরেকটি চমকপ্রদ বিষয় দেখুন, যেসব অঙ্গ দ্বারা অহরহ গুনাহ হয়ে থাকে, ওযুতে আল্লাহ তাআলা সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার ধুলোবালিসহ অন্যান্য ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা ওযুর অঙ্গগুলোতেই বেশি হয়ে থাকে। তাই ওযুতে বারবার অঙ্গগুলো ধোয়ার বিধানের দ্বারা এক পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর জীবনের সন্ধান আল্লাহ দিয়েছেন আমাদের। পুরো শরীর না ধুয়ে শুধুমাত্র এই প্রকাশিত কয়েকটি অঙ্গ ধোয়ার সাথে পবিত্রতা অর্জনকে সম্পর্কিত করার হিকমাহ হয়তো এখানেই।

[৩২] শারহু মুখতাসারুল খালিল, ১/৬৯; নাইলুল মাআরিব, ১/৫০।

[৩৩] মুসলিম, ৫৭৮, সহীহ।

[৩৪] মুসনাদু আহমাদ, সনদ হাসান; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/২৪২।

[৩৫] সুনানুন নাসাঈ, ১০৩।

ওযুর নিয়ত

নিয়ত ও মনোযোগবিহীন ওযু দ্বারা কোনো গুনাহের কাফফারা হয় না—এ ব্যাপারে সবাই একমত।[৩৬] নিয়তবিহীন ওযু আসলে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত ওযু নয়। আর এ ধরনের ওযু দ্বারা অধিকাংশ আলিমদের মতে, সালাত আদায় হবে না। তবে ওযুতে নিয়ত বিষয়ে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে।

১. ইমাম আবু হানিফা ﵀ ও হানাফী মুজতাহিদগণের মতে ওযুতে নিয়ত করা সুন্নাত। তাই নিয়তবিহীন ওযু দ্বারাও সালাত আদায় হবে।

২. হানাফী বাদে অন্যান্য উলামাদের মতে ওযুতে নিয়ত করা ফরয।[৩৭]

মিসওয়াক

ওযুর অন্যতম জরুরি সুন্নাহ হলো মিসওয়াক। এতোই জরুরি যে, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন,

> *"আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে, এই খেয়াল না হলে আমি প্রত্যেক সালাতের জন্য তাদের মিসওয়াকের আদেশ দিতাম।"*[৩৮]

নবিজি নিজে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন, তা দেখলেও বুঝা যায় এর ওজন। তিনি ﷺ বলেন,

> *"জিবরীল ﷺ যখনই আমার কাছে আসতেন, আমাকে মিসওয়াকের তাগিদ দিতেন। এমনকি আমার তো ভয়ই লাগল, এতো বেশি মিসওয়াক করতে করতে আমার মাড়ি না ছিলে যায়।"*[৩৯]

মিসওয়াক শুধু আমাদের নবিজিরই নয়, সকল পয়গম্বরগণের সুন্নাত।[৪০] শুধু তাই না, মিসওয়াক আপনার সালাতের সাওয়াবকেও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। আম্মাজান আয়িশা ﵂ বলেন, নবিজি ﷺ বলেছেন,

> *"মিসওয়াক করে দুই রাকাআত পড়া মিসওয়াক ছাড়া সত্তর রাকাআতের চেয়ে*

[৩৬] ফিকহুস সুন্নাহ, ১/৬২-৬৫।

[৩৭] আল হাবিল কাবির, ১/৮৭; বুখারী, ১/১২২-১২৩; রদ্দুল মুহতার, ১/১০৫-১০৬।

[৩৮] মুসলিম, ২৫২, সহীহ।

[৩৯] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৬৩।

[৪০] তিরমিযি, ১০৮; হাদিসটি হাসান সহীহ। সকল নবিগণের চারটি সুন্নাহ হলো: লজ্জা (হায়া), সুগন্ধি লাগানো ও বিয়ে করা।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

উত্তম।"[৪১]

ওযুর আগে নিয়মিত মিসওয়াক করা বা মিসওয়াকের কথা মনে পড়ে যাওয়াটাই আলামত যে, আপনার নবিজির সুন্নাহ স্মরণে এসেছে; আর তা পালনের দ্বারা আপনি আল্লাহর কাছে অধিক সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখছেন। ধ্যানের সাথে ওযুর অভ্যেস করার পূর্বশর্ত এই মিসওয়াক। যার প্রভাব গিয়ে পড়বে আপনার সালাতের ভেতরভাগেও।

ধ্যানমগ্ন ওযু

ওযুতে যতটা সম্ভব মনকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রাখা চাই। আল্লাহর বড়ত্ব ও প্রতিপত্তির স্মরণে এসময় নিজেকে ব্যস্ত রাখলে তার প্রভাব গিয়ে পড়বে সালাতের ভেতর।

আলি ইবনুল হুসাইন বিন আলি ﵀ যখন ওযু করতেন, তার চেহারা হলদেটে হয়ে যেত। লোকজন জিজ্ঞাসা করল, ওযুর সময় আপনার কী হয় যে, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, আমি কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি?[৪২]

ঠিক এই অনুভূতিটাই অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব এবং কল্পনা আপনাকে ওযুতে পানির অপচয় করতে বাধা দেবে। আবার উলটোটা ভাবুন। আপনি ওযুতে পানির অপচয় করছেন না, মানে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয়েই করছেন না, আল্লাহকে স্মরণ হবার দরুন করছেন না। যে ওযুতে পানির অপচয় যত কম, পরবর্তী সালাত সুন্দর হবার সম্ভাবনা তত বেশি।

ওযুর সময় হাদীসে বর্ণিত ফযিলাত স্মরণ করে করে ওযু করুন। কল্পনা করুন—এখন আমার জিহ্বার গুনাহ ধুয়ে যাচ্ছে, হাতের গুনাহ, চোখের গুনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে স্বল্প পানি নিয়ে ত্বক ঘষে ঘষে পানি পৌঁছান। সুন্নাহ স্মরণ করে করে ওযু করুন। অর্থাৎ মনকে [ওযুর ফযিলাত + সুন্নাহ + আল্লাহর স্মরণ + পানির মিতব্যয়]—এই ক'টা চিন্তার ভেতর আটকে দিন।

[৪১] মুসনাদু বাযযার, হাদীসের হিকাম; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/২৬৩।

[৪২] ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/১৫১, সালাতের ফযীলত অধ্যায়।

সালাত
দাসত্বের মহিমা

মাসজিদে গমন

দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে যায়। জড়িয়ে পড়ি নানা ধরনের অন্যায়-বাড়াবাড়ি-যুলুম-ভুলভ্রান্তি-গাফলতির কাজে। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, যেন আমরা তাঁর বান্দাদের তালিকা হতে বেরিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছি। অনেক সময় জেনে বা না জেনে আমরা চিরশত্রু শয়তানের ফাঁদের ভেতরে গিয়ে বসে থাকি, আবার তা উপভোগও করতে থাকি। টেরও পাই না কখন যে আটকে গেছি কামনা-লালসা, ভোগবিলাস আর খামখেয়ালির কারাগারে। হাদীসে একে বলা হয়েছে 'ধ্বংসের উপক্রম' বা 'ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত'। এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ও হাদীসেই বাতলানো রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> *"ধ্বংসাত্মক কাজ (গুনাহ) করতে করতে তোমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাও। অতঃপর যখন তোমরা ফজরের সালাত আদায় কর, তা সমস্ত কিছু (গুনাহ) ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।*
>
> *আবার ধ্বংসের কাজ (গুনাহ) করতে করতে তোমরা চূড়ান্ত ধ্বংসের দশায় পৌঁছে যাও। তারপর যখন তোমরা যুহরের সালাত আদায় কর, তা সমস্ত কিছু (গুনাহ) ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।*
>
> *ফের ধ্বংসাত্মক কাজ (গুনাহ) করতে করতে তোমরা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাও। যখন তোমরা আসরের সালাত আদায় কর, তা সমস্ত কিছু (গুনাহ) ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।*
>
> *আবার ধ্বংসাত্মক কাজ (গুনাহ) করতে করতে তোমাদের ধ্বংসের উপক্রম হয়ে যায়। যখন তোমরা মাগরিবের সালাত আদায় কর, তা সমস্ত কিছু (গুনাহ) ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।*
>
> *পুনরায় ধ্বংসের কাজ (গুনাহ) করতে করতে তোমাদের ধ্বংসের দশা হয়ে যায়।*

> *কিন্তু যখন তোমরা ঈশার সালাত আদায় কর, তা সমস্ত কিছু (গুনাহ) ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।*
>
> *অতঃপর তোমরা ঘুমাতে যাও। তখন থেকে জাগ্রত হবার আগ পর্যন্ত তোমাদের আমলনামায় আর গুনাহ লেখা হয় না।"[৪৩]*

পাঠক! চিন্তা করেছেন একবার, কত খুশনসিব আমরা! নানান দুশ্চিন্তা, যাতনা, অবসাদ, অপমানে, মন কষাকষিতে আপনার পৃথিবী রোজ রোজ সংকুচিত হয়ে আসে! আর এসবের কারণ কিংবা মুক্তির উপায় সম্পর্কেও আমার-আপনার কোনো ধারণা নেই। এসব থেকে বাঁচার জন্য যা যা আমরা করি (এলকোহল, ধূমপান, মিউজিক, হ্যাং-আউট), তা আরও অসুস্থ করে তোলে আমাদের দেহমনকে। অথচ দয়াময় অভিভাবক প্রতিপালক আল্লাহ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সহজপন্থায় আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে চান এসব শত্রুর কবল থেকে। আর এজন্যই রোজ পাঁচবার তিনি আপনাকে সালাতের জন্য আহ্বান করে থাকেন। মুআযযিন ডাকেন—'হাইয়া আলাল ফালাহ'; কল্যাণের দিকে এসো। এই সালাত আপনারই কল্যাণের জন্য আল্লাহ দয়া করে দিয়েছেন। এই সালাতের দ্বারা তাঁর নিজের কোনো লাভ নেই, তিনি তো অমুখাপেক্ষী, সারা দুনিয়ার সব লোক সালাত ছেড়ে দিলেও তাঁর কিচ্ছু যায় আসে না। সালাতের দায়িত্ব যদি আপনি যথাযথ পালন করেন, তবে আপনার জীবনই সুন্দর হবে। এসব মানসিক চাপ-উত্তেজনা-বিষণ্ণতা থেকে আপনি মুক্তি পেতে থাকবেন প্রতিনিয়ত। পালকের মত ভারহীন মন, এক আকাশ সমান চওড়া অন্তর—এ এক মুক্তির জীবন, ভাই!

সালাত থেকে উদাসীন একজন বান্দার উদাহরণ হলো ফেরারি দাসের মতো, যে মালিকের কাছ থেকে ভেগে গেছে। আপনি যখন সালাতে আসলেন, তখন যেন অস্থির-পেরেশান ফেরারি জীবনের ইতি টেনে মালিকের দরবারে এসে ধর্ণা দিলেন। থানায় গিয়ে ফেরারি আসামীর আত্মসমর্পণের মতো। কিন্তু এই ফেরাটা কেমন হওয়ার কথা? ভয়হৃদয়, বিনম্রচিত্ত, অপরাধবোধে জর্জরিত মন—তাই তো? আর আমাদের এই ফিরে আসায় আল্লাহর সাড়া কেমন হয়? নবিজি ﷺ জানিয়েছেন,

> *"তোমাদের কেউ যদি উত্তমরূপে ওযু করে সালাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদে আসে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি এত খুশি হন, যেমন ঘরের লোকেরা খুশি হয় দূরে চলে যাওয়া আত্মীয় কেউ ফিরে এলে।"[৪৪]*

> *"যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে ভালোভাবে ওযু করে মাসজিদে আসে, সে আল্লাহ তাআলার মেহমান (আল্লাহ তার মেজবান)। আর মেজবানের দায়িত্ব হলো*

---

[৪৩] তাবরানি, মাজমাউল আওসাত, ২/৩৫৮, ২২২৪, হাসান সহীহ; আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হতে।

[৪৪] ইবনু খুযাইমাহ, ২/৩৭৪, সহীহ।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

মেহমানের সম্মান করা।[৪৫]

তা ছাড়া বহু হাদীসে মাসজিদের দিকে আসার প্রতি পায়ে পায়ে সাওয়াব রয়েছে, যা বড়ই ঈর্ষণীয়! বলা হয়েছে, ওযু করে সালাতের জন্য মাসজিদে আসতে থাকলে—

- ইহরাম বেঁধে হাজ্জে যাবার সাওয়াব।[৪৬]
- এক কদমে সাওয়াব লেখা হয়, পরের কদমে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।[৪৭]
- ঘরে না ফেরা অব্দি সালাতেরই সাওয়াব পেতে থাকে।[৪৮]
- প্রতি কদম একেকটি সাদাকাহ।[৪৯]

সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই এতো এতো সাওয়াবের আশায় ছোট ছোট পা ফেলে মাসজিদে আসতেন। ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞগণের অধিকাংশের মতে, অন্যান্য ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয়) ইবাদাতের মতই মাসজিদে গমন করাও ওয়াজিব। বাকিদের মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যা বিনা কারণে ছেড়ে দেওয়া কবীরা গুনাহ।

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো

মাসজিদে আসার পর এবার আপনি কিবলামুখী হলেন। শরীরের সাথে সাথে অন্তরকেও আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ তাআলার স্মরণ ছাড়া বাকি সব কিছু থেকে অন্তরকে সরিয়ে আনুন। মনে রাখবেন, অন্তরের কিবলাই আসল কিবলা। বাকি সব অঙ্গ তো অন্তরেরই আজ্ঞাবহ। অন্তরকে কিবলামুখী করে এবার আপনি রিক্তহস্ত ভিখারীর মত বিনম্রচিত্তে, নিজের তুচ্ছতাকে স্মরণ করে অনুভব করুন কার সামনে এখন আপনি। এক মহাসত্তার সামনে যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আপনি সৃষ্ট, আর তিনি স্রষ্টা, আপনার owner, আপনার স্বত্বাধিকারী, আপনার মালিক। আপনি ভুলে-ভরা, আর তিনি সকল ত্রুটি থেকে পাক। আপনি পদে পদে নির্ভরশীল, আর তিনি অমুখাপেক্ষী। আপনি দুর্বল, আর তিনি সর্বশক্তিমান, আপনার সকল প্রয়োজন-অভাব-অভিযোগ তাঁর জন্য শুধু ইচ্ছার মামলা, স্রেফ তিনি ইচ্ছে করলেই আপনার কাজ হয়ে যায়। এতো বিশাল এতো ক্ষমতাবান হয়েও তিনি মায়ের চেয়েও আপন, বাবার চেয়েও মমতাময়। সেই ভালোবাসা আর মমতাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে যাচ্ছি আমরা কর্মের দ্বারা। এসব ফ্ল্যাশব্যাক মনে করুন, আর সেই মহান রবের সামনে অন্তরকে নতজানু করে, তাঁর সামনে অপরাধীর মত দাঁড়ান।

---

[৪৫] আলবানি সহীহের সনদে সহীহ; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/১৪১।
[৪৬] সুনানু আবী দাউদ, ৫৫৭।
[৪৭] মুয়াত্তা ইমাম মালিক ﵀ ২২; সুনানু আবী দাউদ, ৫৬৩; ইবনু হিব্বান, ৪/৫০৩, সহীহ।
[৪৮] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/২০৬; বুখারি-মুসলিমের শর্তে সহীহ।
[৪৯] মুসলিম, ২৩৫৫।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

এবার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দু'খানা কাঁধ অবধি কিংবা দু কানের লতি পর্যন্ত উঁচু করুন। বাহ্যিকভাবে আপনাকে দেখলে মনে হবে দু'হাতের মুঠো হতে দুনিয়াকে আপনি বিসর্জন দিচ্ছেন, বা সম্মুখের আল্লাহ ছাড়া বাকি সব পেছনে ঠেলে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি করে অন্তর থেকেও এবার দুনিয়াকে ছুঁড়ে ফেলুন। চেহারা ও হাতের তালুদ্বয় যেভাবে কাবামুখী করলেন, একইভাবে এবার অন্তরকেও কাবার রবের প্রতি নিবদ্ধ করুন।

এ সময় অবশ্যকর্তব্য হলো দৃষ্টিকে সালাতেই আবদ্ধ রাখা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> *"সালাতের মধ্যে বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত এদিক-সেদিক না তাকায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর দৃষ্টি তার দিকে থাকে। পক্ষান্তরে যখন সে এদিক-সেদিক তাকায়, তখন মহান আল্লাহ তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।"*[৫০]

সালাতে এদিক-ওদিক তাকানোটা মূলত শয়তানের থাবা। এর দ্বারা সে আপনার সালাতকে ছোঁ মেরে চুরি করে নেয়। এ ব্যাপারে আমার আপনার প্রিয়জন আগেই সতর্ক করে রেখেছেন। আম্মাজান আয়িশা ﵂ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাতে এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,

> *"এটা এক ধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত হতে কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।"*[৫১]

সুতরাং সালাতকে বাঁচানোর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো দৃষ্টিকেও আল্লাহ তাআলা হতে অন্য দিকে না ফেরানো, সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা। ডানে বামে কোনোদিকে না তাকানো। তাহলে মনোযোগও পুরোপুরি আল্লাহ তাআলার দিকে নিবদ্ধ থাকবে। মনে রাখবেন, সালাতে মনঃসংযোগ না করলে সালাত আদায় করা সত্ত্বেও মহান রবের পক্ষ থেকে হতে পারে শাস্তির ফয়সালা। মুক্তির পথে পা বাড়ানোর পরও দেখা দিতে পারে বিপদের ঘনঘটা। হাসান বাসরী ﵀ বলেন,

> *"যে সালাতে অন্তর উপস্থিত (মনোযোগ) থাকে না, তা শাস্তিকে ত্বরান্বিত করে।"*[৫২]

---

[৫০] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৫০৮; সুনানু আবী দাউদ, ৯০৯; নাসাঈ, সুনানুস সুগরা, ১১৯৬; ইবনু খুযাইমা ﵀ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ৪৮১, ৪৮২; ইমাম হাকিম ইরাকী ﵀-এর মতে সনদ হাসান, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৮৫।
[৫১] বুখারি, আযান অধ্যায়, ৭৫১।
[৫২] গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/১৫৭; সালাতের ফযীলত অধ্যায়।

সালাতের মাঝে নিদারুণ বেখেয়ালে পড়ে থাকা ভাইয়েরা আমার!
সালাতের মাঝে ভাবনার ভেলায় দিগ্বিদিক হারিয়ে যাওয়া বোনেরা আমার!
রবের মোলাকাতের মাঝখানে আপন খেয়ালের পিছু-ছোটা বন্ধুরা আমার!
প্রবৃত্তি আর উদাসীনতার মাঝে অস্তিত্ব-খুইয়ে-বসা আমার প্রিয়তম নবির উম্মাহ!

আপনাদের জন্য উপদেশস্বরূপ কেবল একটি আয়াত তুলে ধরছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো, তা বুঝতে পারো।”[৫৩]

হায়! আজ তো আমরা মদ ছাড়াই নেশাগ্রস্ত। মদ ছাড়াই কী বলছি তা জানিনা, মুখ দিয়ে কী বেরোচ্ছে বুঝি না। এদিকে ঠোঁট অটোমেটিক সূরা পড়ে যাচ্ছে, আর মন উম্মাতাল এদিক সেদিকের নেশায় উদ্ভ্রান্ত বেখেয়ালে মত্ত। নেশাগ্রস্তের মতই বিচ্ছিন্ন সে ভাবনা, প্রলাপ বকার মতই অর্থহীন সে উচ্চারণ।

নিজের কথাই ভাবুন। ধরুন কেউ আপনার সাক্ষাতে এলো, ধরুন মাঝে কিছু আড়াল রেখে, বা সম্মুখেই। কিন্তু সে হড়বড় করে মুখস্ত কিছু কথা বলছে যার সাথে তার অন্তরের কোনো সংযোগ নেই। আপনি বুঝতে পারছেন, সে দায় সারতে এসেছে, আপনার সাক্ষাত-মুলাকাত তার উদ্দেশ্য না। কেমন লাগবে আপনার? নিজেকেই ছোট মনে হবে, অপাঙক্তেয় মনে হবে। আপনি খুশি না হয়ে বরং কষ্টই পাবেন। তা-ই যদি হয়, তা হলে কাবীর-মুতাকাব্বির অমুখাপেক্ষী চূড়ান্ত আত্মমর্যাদাশীল লা-শারীক আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়? স্রষ্টার সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় যদি আপনার-তাঁর মাঝে প্রবৃত্তি-কুমন্ত্রণা-দুশ্চিন্তা-খেয়াল-উদাসীনতা আড়াল তৈরি করে দাঁড়ায়; আল্লাহর শান-ইযযাতের দিকে তাকিয়ে বলুন তো, একে কি আপনি আদৌ 'তাঁর সামনে দাঁড়ানো' বলতে পারেন? এ কেমন ঔদ্ধত্য আমাদের—কাকে পাত্তা দিচ্ছি না আমরা? এর ফল কীইবা আশা করা যায়, ভাবুন তো একবার।

আরেকটি সমস্যা আমাদের মাঝে দেখা যায়—দাঁড়িয়ে দুলতে থাকা। অনেকে আবার অজান্তেই পা নাড়াই। এর সমাধান হলো, পায়ের পুরো পাতার ওপর দাঁড়াবেন। আর শরীরের ওজন থাকবে গোড়ালির ওপর। দেখবেন শরীর স্থির হয়ে গেছে, যার প্রভাব পড়বে আপনার মনের একাগ্রতার ওপরেও।

[৫৩] সূরা নিসা, ৪ : ৪৩।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করা)

এবার আপনি 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিলেন। তাকবীর উচ্চারণ করার সময় আপনার অন্তরে আল্লাহ তাআলার সম্মান-মহত্ত্বের ওজন নিয়ে আসুন, কার সামনে দাঁড়াচ্ছেন তাঁর বড়ত্ব-মর্যাদা-প্রতিপত্তির ভার অনুভব করুন।

তাকবীর পাঠকালে আমাদের মাঝে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। তন্মধ্যে প্রথম সমস্যা হলো—'মিথ্যা তাকবীর ঘোষণা'। এটি আমাদের তাকবীর হতে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা কেড়ে নেয়। তাই আপনাকে সত্যিকারের আস্থা ও বিশ্বাস-ভরা তাকবীরের মাধ্যমে এই অনুভব আনতে হবে যে, আপনার অন্তরে বাকি সমস্ত কিছু হতে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বড়। এমন যেন না হয় যে, আপনি মুখে বললেন আল্লাহ সবচেয়ে বড় (আল্লাহু আকবার), অথচ অন্তরে আপনি আল্লাহর চেয়ে অন্য কিছুকে বড় বলে, অন্য কিছুকে কার্যকরী মেনে, অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিয়ে বসে আছেন। এমন হলে কিন্তু আপনি আল্লাহর দরবারে নির্জলা মিথ্যাবাদী হিসেবেই নথিভুক্ত হলেন। মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-চাহিদা-লৌকিকতা যদি আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে মনে রাখবেন; আপনি আল্লাহকে নয়, বরং নিজের খেয়ালখুশিকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে বসে আছেন। আর এমন অবস্থায় আপনি আল্লাহর বড়ত্ব নয় বরং নিজের প্রবৃত্তির বড়ত্বই ঘোষণা করে আসছেন। মুখে হয়তো আপনি তাকবীর দিচ্ছেন। তবে তা নিছকই মুখনিঃসৃত কিছু প্রলাপ, যা আপনি mean করছেন না। আপনার অন্তর যা মানে না।

তাকবীরের ঘোষণায় দ্বিতীয় সমস্যা হলো অহংকার। যা ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর আপনার অন্তর থেকে তাকবীরের অর্থ ও মর্ম-কে মুছে দেয়। মূলত অহংকার বলা হয় নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করা। নিজের কাছে যা আছে, অন্যের কাছে তা নেই বলে আত্মপ্রসাদ পাওয়া, বড় ভাবা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সালাত শুরুর মুহূর্তে অন্যান্য সমস্যা ছেড়ে নিজের ব্যক্তিগত অহংকার কেন ত্যাগ করতে হবে? এর উত্তরে বলব, নিশ্চয়ই অহংকার আল্লাহ তাআলার আয়াত ও নিদর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

“যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বেড়ায় শীঘ্রই আমি তাদের দৃষ্টিকে আমার আয়াত (নিদর্শন) হতে ফিরিয়ে দেবো।”[৫৪]

[৫৪] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪৬।

এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দুআটি বেশি বেশি করা, যেন আল্লাহ আমাদের অন্তর থেকে অহঙ্কারের লেশটুকুও সরিয়ে দেন। যাতে আমাদের অন্তর হতে অহংকারের কলুষতা চিরতরে বেরিয়ে যায়। সালাতের স্বাদ পেতে এটা খুবই জরুরি।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا

হে আল্লাহ, আমাকে সবরকারী ও শোকরকারী করুন। আর আমার নিজের চোখে আমাকে ছোট করুন, লোকের চোখে আমাকে বড় করুন।[৫৫]

৩ নতুন করে প্রথম সালাতের শুরুটা তাহলে যেভাবে হবে

তাকবীর বলব গহীন থেকে মন দিয়ে না কেবল, বরং অনুভূতি দিয়ে। অর্থ ও তার অনুভব করতে করতে। আর এমন সজ্ঞানে-সচেতনে-মনোযোগে প্রতিবার তাকবীর দেবো, যাতে আমি যদি উদাসীনতার গভীরে হারিয়েও যাই, তাকবীরের অনুভূতি যেন প্রতি তাকবীরে আমাকে সচকিত করে তোলে, শরীরে শিহরণ দিয়ে সজাগ করে তোলে। ফিরিয়ে আনে লক্ষ্যের কক্ষপথে।

হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে যেন আমরা নিজেকে ছেড়ে দিলাম আল্লাহর সামনে। এই তাকবীরের সাথেই যেন আপনি বস্তুগত দুনিয়াকে পেছনে ঠেলে দেবার ইশারা করলেন। নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন, সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল বস্তুর সাথে। বস্তুগত দুনিয়ার সকল বৈধ কাজও যেমন এখন আপনার জন্য নিষেধ (খাওয়া, সালাম দেয়া-নেয়া, আমলে কাছীর); একইভাবে কোনো বস্তুগত চিন্তাও এখন আপনি আর করবেন না। এজন্য এই প্রথম তাকবীরকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা', যে তাকবীরের দ্বারা দুনিয়াবি কাজ হারাম হয়ে যায়। এই বস্তুগত শরীরের খাঁচায় যে অশরীরী 'আপনি' রয়েছেন, সে-ই আপনি। যদি বলি 'আমার দেহ', 'আমার চোখ', 'আমার মন'; কে তাহলে এই "আমি"? আপনার মগজে ডোপামিন কেমিক্যালের বান ডেকেছে, হাসছে আপনার মুখের পেশীগুলো। তাহলে আনন্দ-খুশির অনুভবটা করল কে? এই 'অনুভববোধ'-টুকু তো কেমিক্যালও না, পেশীও না। সালাতে সেই অবস্তু অশরীরী "আমি"কে অনুভব করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> *"এমনভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। যদি এই অবস্থা নসিব না হয়, তবে এই ধ্যান করো যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। নিজেকে মৃত লোকদের মাঝে গণ্য করো। মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা*

[৫৫] মুসনাদু বাযযার ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ। শাইখ আলবানি হাসান বলেছেন।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

> *তা তৎক্ষণাৎ কবুল হয়। আর ইশা-ফজরে হেঁচড়ে যাবার শক্তি থাকলে হেঁচড়ে হলেও জামাআতে শরিক হয়ো।"[৫৬]*

দেহ তো রুকু-সিজদাহ করবেই, অশরীরী 'আপনি' রুকু-সিজদাহ করছেন কি না, সেটা নিশ্চিত করুন। বস্তুদুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যান অনুভবের সাগরে— অনুভব করুন এই দেহের গহীনে নিজের অস্তিত্ব, সেই আপনি 'অপরাধী'র মতো দাঁড়িয়ে সেই খালিক-এর সামনে যিনি সকল বস্তু-অবস্তুর স্রষ্টা, স্থান-কাল-সময়ের স্রষ্টা। আকার-মাত্রা-দিক-ব্যাপ্তি থেকে যিনি পাক, এসব তাঁর জন্য না। সেই অসীম অচিন্ত্য অধরা সত্তা আপনাকে দেখছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন,

> *"এমন ব্যক্তির মতো সালাত পড়ো যে চিরবিদায় হচ্ছে (অর্থাৎ, যেন এটাই শেষ সালাত)। এমনভাবে সালাত পড়ো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। যদি এই অনুভব আনতে না পারো, তবে কমপক্ষে এই অবস্থা যেন অবশ্যই হয় যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"[৫৭]*

সালাতে আমাদেরকে বার বার এই তাকবীর পাঠ করতে হবে। এক রুকন থেকে পরবর্তী রুকনে যাবার মাঝে তাকবীর রয়েছে। প্রতি তাকবীরেই নিজেকে আমরা বার বার গুছিয়ে নেবো পরের রুকনের জন্য। কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি, সেটা মনকে স্মরণ করিয়ে দেবো বার বার। সুস্পষ্ট করে 'আল্লাহু আকবার' বলার এই ২ সেকেন্ডেই মনকে জড়ো করে আনব পরের রুকনের জন্য।

সানা পাঠ: গৌরবময় দাসত্বের সূচনা

সালাতের প্রতিটি বিষয়ই একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। যে অনুভূতি নিয়ে আমরা তাকবীর দিলাম, সে অনুভূতিটুকুই এখন আমরা মুখে প্রকাশ করব। ফলে অন্তরের অনুভবটুকু সামনে প্রবাহিত হবে। আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি নিয়ে আমরা বলব—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ, আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মহিমা সুউচ্চ। আর আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই।[৫৮]

[৫৬] তাবারানি কাবির, শাওয়াহেদ থাকায় হাদীস হাসান; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/১৭৪।

[৫৭] জামে সগীর, ১/১১, সনদ হাসান।

[৫৮] নাসায়ি, সুনানুল কুবরা; ১০৯১১। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. হতে। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন। সিলসিলাতুস

এই প্রশংসাসূচক দুআ (সানা) আপনি মহান সেই সত্তার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলেন, যিনি সকল প্রশংসার একমাত্র উপযুক্ত সত্তা। এই দুআর রেশ গিয়ে আবার ঠেকবে সূরা ফাতিহায়—'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (প্রশংসার সকল প্রকার একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর)। এভাবে পুরো সালাতই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সামনে সেটি আরও স্পষ্ট হবে।

আমরা যখন বলি	এর ভাবার্থ হলো
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি।	আমি যাবতীয় প্রশংসা সহকারে আপনাকে সকল দোষত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করছি।
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ আপনার নাম বরকতময়।	আপনার সত্তা নিজগুণে মহান আর আপনার পবিত্র নামসমূহের বরকতও সীমাহীন। আর আপনার এ সমস্ত নামের স্মরণেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ, যা অন্য কোথাও নেই।
وَتَعَالَى جَدُّكَ আপনার মহিমা সুউচ্চ।	অন্য সবকিছুর তুলনায় আপনার মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। যা মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার অতীত। তবে আমরা অধিকাংশই আপনার প্রকৃত পরিচয়, যথাযথ মর্যাদা এবং আপনার দাসত্বের মর্ম অনুধাবনে চরম উদাসীন।[৫১]

একটু পরই আপনি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট নিজের যাবতীয় প্রয়োজন তুলে ধরতে যাচ্ছেন। তার আগে পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা অন্তরে রেখে ভক্তিভরে এই প্রশংসানামাটি পাঠ করে নিলেন। যাতে তিনি আপনার ওপর রাজি হয়ে যান; খুশি হয়ে আপনার প্রার্থনাটুকু কবুল করে নেন।

সহীহাহ, ২৯৫১। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর উক্তি দিয়ে ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়াহ রহ. বলেন, সালাতের শুরুতে 'ছানা' নামে পঠিত বিভিন্ন দু'আর মধ্যে এই দু'আটি (যা আমরা পড়ে থাকি) তাই অধিক পছন্দনীয়। উমর রা. নিজে তা পড়তেন। এবং দু'আটি পড়ার দশটি উপযুক্ত কারণও রয়েছে। যাদুল মা'আদ, ১/১৯৮।

[৫১] ব্যাখ্যাটুকু মূলত নেয়া হয়েছে 'ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়াহ' রহ. কর্তৃক প্রণীত সুনানু আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আউনুল মা'বুদ, ২/৩৩৮, [হাদিস, ৭৭৫]" থেকে।

কিংবা যাবতীয় গুনাহ ও অবাধ্যতা হতে মুখ ফিরিয়ে নিঃশর্ত স্বীকারোক্তিতে এই দুআটি পাঠ করতে পারেন,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

হে আল্লাহ, আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান গড়ে দিন যেমন ব্যবধান গড়েছেন পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ, আমাকে আমার গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র করুন যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড় পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ, আমার সমস্ত গুনাহকে (মাগফিরাত ও রহমতের) পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দিন।[৫২]

সালাতের শুরুতেই তাওবার দুআটি পাঠ করলেন মানে, যেন মহান রবের সাক্ষাতে হাজির হওয়ার আগেই নিজের অন্তরকে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিলেন। এ তো জানা কথা, পরিষ্কার ধোয়া পোশাকেই সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়, ময়লা কাপড়ে সুগন্ধি লাগিয়ে কী লাভ? এছাড়া দুআটি কিন্তু আপনার তাওবার ইতিহাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন এক অঙ্গীকারকে তুলে ধরল। সালাতের ভেতর সবকিছুই বেশি ওজনদার—সালাতের ভেতর তিলাওয়াতে হরফ প্রতি সাওয়াব বেশি, সালাতের ভেতর করা দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেশি। তেমনি আর 'সালাতের ভেতর' যে তাওবা আপনি করলেন, তার আবেদনটি মনে বাজতে থাকবে সালাতের পরেও, যদি অর্থ বুঝে পড়ে থাকেন।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাওবা-ইসতিগফার কিন্তু প্রাত্যহিক আমল। ইসতিগফার হলো: যা করেছি ভুল করেছি, মাফ করে দেন। আর তাওবা হলো: ভুল করেছি, আর করব না। প্রতিদিনই রুটিন করে তাওবা-ইসতিগফার করাই লাগবে, এতে আলস্য বা উদাসীনতার কোনো সুযোগ নেই। আপনি যদি সালাতের শুরুতেই তাওবার বাক্য সম্বলিত উপরের দুআটি পাঠ করেন, ওদিকে সালাতের শেষেও 'দুআ মাসুরা' পুরোটাই ইসতিগফার। তাহলে দিনে কমপক্ষে পাঁচবার তো তাওবা-ইসতিগফার কিন্তু হয়েই যাচ্ছে। তাছাড়া তাওবার জন্য সালাতের চেয়ে উত্তম মওকা আর কী হতে পারে? সালাতের ভেতর গুনাহ মাফের যে আশা জাগে, ততটুকু আশা আর কোথাও মেলে, বলেন?

তবে আপনি চাইলে এই প্রশংসাসূচক দুআ এবং ইসতিগফার সম্বলিত দুআর মধ্যে সমন্বয়-ও করতে পারেন। আরেকটি দুআ রয়েছে, যাতে আল্লাহর গুণগান এবং

[৫২] বুখারি, ... সহীহ ... ৭১১ সহীহ।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

তাওবার মিনতি দুটোই আছে। দুআটি হলো—

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ لِي إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،

وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

'আমি একনিষ্ঠ মনে সমর্পিত হৃদয়ে সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।

হে আল্লাহ, আপনিই মালিক। আমার জন্য আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। আপনি আমার প্রতিপালক আর আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের প্রতি অবিচার করেছি এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত আর কেউই গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

আপনি আমাকে চারিত্রিক উৎকর্ষতার পথে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করতে পারে না।

যাবতীয় মন্দাচার হতে আমাকে নিরাপদ রাখুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ মন্দ পথ হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

হে আল্লাহ, আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত। যাবতীয় সৌভাগ্য আর কল্যাণ আপনারই হাতে (অধীনে) রয়েছে। আর খারাপের কিছুই আপনার দিকে সম্পর্কিত করা যায় না। আমি আপনারই জন্য এবং আপনার নিকটেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আপনি বরকতময় ও সুমহান। আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে ফিরে আসছি।'[১১]

ইসতিআযাহ (আউযু বিল্লাহ পাঠ করা)

সানা পাঠের পর আপনি যখন আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম হতে তিলাওয়াত শুরু করবেন, তখন শুরুতেই বিতাড়িত শয়তানের চক্রান্ত হতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করে নিন। পড়ুন—

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম)

আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অর্থাৎ শয়তানের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে আল্লাহর তাআলার সাহায্য, অভিভাবকত্ব এবং নিরাপত্তা কামনা করা। যাতে তিনি আপনার প্রতি দয়া করেন, নিজ মাখলুক শয়তান থেকে আপনাকে রক্ষা করেন এবং আপনাকে কাছে টেনে নেন।

শয়তানের জন্য সবচেয়ে কঠিন, বেদনাদায়ক ও অপছন্দনীয় হলো মুমিনের সালাত। সালাত হলো শয়তানের সাথে মুমিনের লড়াই। এই লড়াইয়ে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে বান্দাকে হারাতে চায় সে। দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদার ঈপ্সিত আসন থেকে টেনে নামাতে চায়। প্রথমত, সে আপনাকে সালাতবিমুখ করার চেষ্টা করে, যাতে আপনি কোনোভাবেই সালাতমুখী না হতে পারেন। কোনো কারণে লক্ষ্যের প্রথম তিরটি ব্যর্থ হলে এবার সে আপনাকে সালাতে দাঁড় করিয়ে রেখেই আপনাকে হারানোর ফন্দি আঁটতে থাকে। মনের মধ্যে একথা-ওকথা ঢেলে আপনাকে একেবারে অন্যমনস্ক করে তোলে। মহান রবের সামনে সফলতার নাগালে দাঁড়িয়ে থেকেও আপনি তখন হারিয়ে যান অজানা কোথাও!

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

[১১] সুনানু আবী দাউদ, ৭৬০, আলি ইবনু আবী তালিব রা. হতে, সালাত অধ্যায়, সনদ সহীহ। তিরমিযি, ৩৪২২।

আয়াত[৬১] জেনে আল্লাহর কাছে অবশ্যই জানুন যে, আপনাকে এমন শত্রু থেকে শয়তান আপনাকে পরাস্ত করতে চেয়েছে। তিনি এক আপনাকে তার কাছে বলেছেন, 'এ শয়তান একটি শক্ত বস্তুর মতো তোমার নেই। অতএব তুমি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, আমি তার অনিষ্ট থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দেব। আমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা কর, আমি মুক্তি দেব। আমি একাই তোমার জন্য যথেষ্ট।' ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

"আমার শাইখ ইবনু তাইমিয়া রহ. একদিন আমায় বলেছেন, 'শয়তানের সাথে লড়াইয়ের উদাহরণ হলো কুকুর যদি তোমায় তাড়া করে, তবে তুমি তাকে তাড়াতে বা ছুটাছুটি করতে যেয়ো না। তুমি বরং রাখালের শরণে যে রাখাল কুকুর তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সে তোমাকে কুকুরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। তার এই কুকুর দেখে সরে পড়বে।'"[৬২]

তিলাওয়াতে আল্লাহর পবিত্র কালাম নিয়ে গভীর চিন্তার ফলে দূরে থাকার সময় পাওয়া যায়। সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যায়। কুরআন যখন বান্দার অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে, সবকিছু এর অর্থ-মর্ম অনুধাবন করে করে কুরআন তিলাওয়াত করা—এটিই হলো কুরআনের নূর হাসিল। এই অর্জন ও বর্ষণের ফলে মানুষের ঘরে বসে থাকা অন্তর-আত্মার নিকৃষ্টতম শত্রু শয়তান। হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন,

"যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ত্যাগ করতে করতে পলায়ন করে, যেন আযান কানে না যায়। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। ইকামাতের সময় আবার পালিয়ে যায়। ইকামাত শেষ হলে মুসল্লির অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার জন্য আবার ফিরে আসে, আর বলে—এ কথা মনে করো, ও কথা মনে করো। এমন এমন জিনিস স্মরণ করায়, যা সালাতের আগে মনেও ছিল না। অবশেষে মুসল্লি এটাও ভুলে যায় যে কত রাকাআত হয়েছে।"[৬৩]

আউযুবিল্লাহ পড়ার সময় এই শয়তানটা আপনার কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে। আর চলে আসবেন সম্মানিত ফেরেশতাগণ। নবীজি ﷺ বলেছেন,

"বান্দা যখন মিসওয়াক করে সালাতে দাঁড়ায়, তখন ফেরেশতা তার পেছনে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার তিলাওয়াত শুনতে থাকে। এরপর

[৬১] আল্লাহ তাআলা বলেন, 'فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ' "তুমি যখনই কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।" সূরা নাহল, ১৬ : ৯৮।
[৬২] আল ওয়াবিলুস সাইয়্যিব মিনাল কালিমিত তাইয়িব, ২৫।
[৬৩] বুখারি, ৬০৮, সহীহ।

স্মরণ করতে হবে আপনি এমন একটি কাজ করছেন যে, যার মুখের প্রত্যেক শব্দ ফেরেশতা শুনছে। কুরআনের ক্ষেত্রে এক সময়ই ফেরেশতার শোনার মতো হয়। অতএব কুরআন তিলাওয়াতের জন্য তোমার মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করবে।[৬৪]

তাই মুখ এক সেকেন্ড দূর থেকে জড় করে অনেকদূরে আউযুবিল্লাহ পড়তে হবে। তার সাথে-সাথে, সমস্ত দুনিয়াবী সব দূর করতে চেষ্টা করা এবং একাগ্রতা সহকারে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[৬৪] মুসনাদু বাযযার, হাদীসটি হাসান; মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২৬৪।

রুকুতে নতশিরে

তাকবীর ও দু'হাত উত্তোলন

সূরা ফাতিহা ও (ইমাম হিসেবে বা একাকী সালাত আদায়কালে) কুরআন হতে সাধ্যমত তিলাওয়াতের পর এবার আমরা প্রস্তুতি নেবো রুকুতে যাওয়ার।

রুকুর আগে দু'হাত উঁচু করে থাকেন অনেকে, আবার অনেকে উঠান না। এটি একটি ফিকহী মতভেদের বিষয়। উম্মাহর গ্রহণযোগ্য পুরাতন মতভেদগুলোর মধ্যে এটি একটি, যা সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে হয়ে আসছে। আমরা সাধারণ মানুষ যারা, আমাদের দায়িত্ব হলো শাস্ত্রীয় এসব বিতর্কে না জড়িয়ে নিজ পছন্দের আলিমের নির্দেশনা মোতাবেক আমল করা। তবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, ইসলামের প্রথম যুগের সালাতে প্রতি রুকনের আগেই প্রত্যেক তাকবীরের সাথেই হাত তোলা হতো, এমনকি দুই সিজদাহের মাঝেও। কেননা সালাতের মাঝে নানান 'মনবিক্ষিপ্তকারী কাজ' বৈধ ছিল—সালাম দেয়া, জবাব নেয়া, কথাবার্তা বলা যেত। ফলে প্রতি রুকনে মনকে নতুন করে সালাতে নিবদ্ধ করা হতো এভাবে প্রথম তাকবীরের মতো হাত তুলে। সুতরাং, যারা 'রফউল ইয়াদাইন' করেন, তাদের কাজ হবে শুধু করার জন্য না করা। বরং এসময় মনকে পুনরায় আল্লাহর বড়ত্ব স্মরণ করিয়ে পরের রুকনের জন্য পূর্ণ মনযোগ ফিরিয়ে আনা। তিলাওয়াতের শেষ দিকে মন কিছুটা সরে যেতে পারে, প্রতি রুকনের শেষের দিকে দেখবেন মনঃসংযোগটা একটু ঢিলে হয়ে যায়। তো আপনি আবার প্রথম বারের মত তাকবীর বলে হাত তুলে পূর্ণ মনোযোগ ফিরিয়ে এনে রুকু শুরু করছেন, এভাবে চিন্তা করুন।

এরপর রুকুতে ঢোকার সময় সুস্পষ্টভাবে তাকবীর বলুন—আল্লাহু আকবার। এটা যেন 'আল্লা হুয়াকবার' না হয়ে যায়। সালাতের এক রুকন হতে অন্য রুকনে যাওয়ার

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

মাঝে বারবার তাকবীর রয়েছে। কেবলই যেটা আলোচনা করলাম, প্রতি রুকনের প্রথম দিকে খুব মনোযোগ থাকে; শেষের দিকে দেখবেন মনঃসংযোগটা একটু ঢিলে হয়ে যায়। সালাতের মাঝে এই তাকবীর মনকে আবার সচকিত করে—কার সামনে দাঁড়িয়ে আছ, হে মন। 'আকবার' শব্দটি 'إِسْمُ تَفْضِيل', অর্থাৎ comparative degree এবং superlative degree দুটোই বুঝায়। অর্থাৎ আকবার অর্থ greater ও greatest. তবে সাধারণভাবে اكبر। এর আগে ال হলে অর্থ হয় greatest (যেমন, عذاب الاكبر)। আর পরে من হলে অর্থ হয় greater. শুধু 'আকবার' সাধারণত comoparative অর্থ দেয়। সেক্ষেত্রে সালাতে প্রতি রুকনে 'আল্লাহু আকবার' বলার দ্বারা আমরা নিজেকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আগের রুকনের শেষ দিকে সালাতের বাইরের যে চিন্তায় আমি হারিয়ে গেছি, বা যে চিন্তাটা আসি আসি করছে, তার চেয়ে আল্লাহ বড়। আমার পরিবার-ব্যবসা-পদপদবি ইত্যাকার সকল দুনিয়াবি ব্যস্ততা থেকে আল্লাহ বড়। সুতরাং সালাতে আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে বারবার সচকিত করার জন্য তাকবীর বলব, আবার নতুন উদ্যমে দাসত্বের পূর্ণতা নিয়ে শুরু করব পরের রুকন।

রুকু

রুকু হলো বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য প্রদর্শনের একটি দেহভঙ্গি। এ কারণেই আরবের লোকেরা ইসলামের প্রথম দিকে নিজের আভিজাত্য ও জাত্যাভিমানের কারণে রুকু করতে চাইত না। অহংকারবশত ঈমান না আনা ও সালাতে না আসার বিষয়টি কুরআনে রুকু শব্দ দ্বারাই তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ'

" *তাদেরকে যখন বলা হয় রুকু করো, তখন তারা রুকু করত না।*[৬৬]

রুকুতে আপনি আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের প্রতি নতজানু হন মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়ে। যেন সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তাঁকেই কুর্নিশ করছেন। দেহ নুইয়ে শির ঝুঁকিয়ে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব অন্তরে রেখে এবার তাসবীহ পাঠ করুন—'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" *তোমরা রুকু অবস্থায় মহান রবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করবে।*[৬৭]

রুকুর মধ্যে অন্তর, দেহ, মস্তিষ্ক ও জবানের বিনয় প্রকাশ পেয়ে থাকে। আপনি নিজেকে যতটা ছোট করে আল্লাহর সামনে রুকু করবেন, আপনার অন্তর হতে যেন

---

[৬৬] তাফসীর ইবনি কাসীর, ৮/৩০৬, সূরা মুরসালাত ৭৭:৪৮ এর ব্যাখ্যায়।

[৬৭] মুসলিম, ৪৭৯, ইবনু আব্বাস (রা.) হতে, সালাত অধ্যায়।

আপনিসহ অন্যান্য সকল সৃষ্টির গুরুত্ব ঠিক ততটাই লোপ পাবে। আর সেই অনুপাতে আপনার মাঝে লা-শারীক একক ইলাহ (উপাস্য) আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব-মহত্ত্ব অর্থাৎ মারিফাতের নূর জায়গা করে নেবে। দেহের রুকু মূলত অন্তরেরই রুকু। অর্থাৎ অবনত মস্তকে নতিস্বীকার। আর মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো অন্তরেরই অনুগামী সেপাই।

রুকুর তাসবীহ

রুকুর তাসবীহগুলো মুখস্ত করে নিন অর্থসহ। মর্ম গেঁথে নিন অন্তরে। যখন আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের সামনে বিনয়াবনত হয়ে আপনার শরীর উপস্থিত, তখন এই তাসবীহগুলো আপনার মনকে বিনয়াবনত করার জন্য বিশাল এক নিয়ামাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে যে পরিমাণ সময় নিয়ে কিয়াম করতেন, সাধারণত ততটুকু সময় তিনি রুকুতেও ব্যয় করতেন। আর রুকুতে থাকা অবস্থায় তিনি গভীর মনোযোগ ও অনুভব নিয়ে রুকুর তাসবীহগুলো বারবার পাঠ করতেন।[৬৮]

আমি আপনাদের জন্য হাদীস ও সুন্নাহ হতে রুকুতে পাঠ করার জন্য চারটি তাসবীহ উল্লেখ করছি। আপনি সাধারণত সবসময় যে তাসবীহটি পাঠ করে থাকেন, তার সাথে আমার উল্লেখিত তাসবীহগুলোও যুক্ত করে নিন। এতে আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য 'আল্লাহর সান্নিধ্য' অনুভবের নতুন এক উদ্দীপনা খুঁজে পাবেন আপনি রুকুতে।

আমরা সাধারণত রুকুতে যে তাসবীহটি পাঠ করে থাকি তা হলো—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

আমার মহান মর্যাদাশীল প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[৬৯]

এই তাসবীহটি পড়ার সময় رَبِّيَ 'রব্বিয়া' শব্দটির ي তে সকল মনোযোগ-আশা-আবেগকে কেন্দ্রীভূত করুন। এই ي এর অর্থ 'আমার'। 'রব্বী' অর্থ 'আমার রব'। আমার মালিক, আমার পালনকর্তা, আমার... আমার...। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কটিকে, ঘনিষ্ঠতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করুন। এর চেয়ে সুখের কী আছে যে, আল্লাহ 'আমার তত্ত্বাবধায়ক'। প্রতি মুহূর্তে তিনি আমার খেয়াল রাখছেন, আমাকে দেখভাল করছেন, আমার প্রয়োজন পূরা করছেন।

[৬৮] রাসূল ﷺ সাধারণত সালাতে কিয়াম, রুকু ও সিজদায় সমান সময় নিতেন। মুসলিম, ৪৭১, বারা ইবনু আযিব রা. হতে, সালাত অধ্যায়। তবে বিভিন্ন হাদীসে কমবেশির বর্ণনাও পাওয়া যায়।

[৬৯] সুনানু নাসায়ি, ১০৪৯, হুযাইফাহ ইয়ামানী রা. হতে, সালাত শুরুর অধ্যায়, সহীহ।

আর 'আযীম' অর্থ মজবুত, সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত। রুকুর মতো একটা টলমলে নড়বড়ে পজিশনে গিয়ে আমি নিজের তুচ্ছতাকে আবিষ্কার করছি, আর আল্লাহকে অনড়-অটল-সুদৃঢ় বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। যেন বলছি, আমি অক্ষম-অযোগ্য-তুচ্ছ, আপনিই বড়-সমর্থ-সুপ্রতিষ্ঠিত। আপনি এসব ত্রুটিমুক্ত, আর আমি অধম ত্রুটিযুক্ত।

অন্যান্য মাসনূন তাসবীহ

১.

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

মহান সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি সকল ক্ষমতা ও রাজত্বের অধিকারী। আর সকল গরিমা এবং মহত্ত্বের অধিকারী।[৭০]

ভাবার্থ

جَبَرُوت (জাবারুত) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ক্ষমতা, দাপট, প্রতাপ ও অহংকার।

- দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভাবের অধিকারী হওয়া, যা অন্যান্য পার্থিব ক্ষমতার দাপট আর অহংকার প্রদর্শনকারীদের চুরমার করে দেয়।
- এমন ক্ষমতাবান সত্তা যিনি সমস্যায় জর্জরিত দুর্বলকে শক্তি দান করেন।
- আরেক অর্থ হতে পারে 'উচ্চতা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা এতই উঁচু যে, কোনো চিন্তা বা কল্পনা তাঁর অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

الملكوت (মালাকুত) শব্দের অর্থ হলো 'রাজত্ব'।

- আল্লাহ তাআলার এক রাজত্ব তো আমাদের সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট। বিভিন্ন নির্দশন থেকে সহজেই আমাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয় তাঁর অসীম ক্ষমতা ও মহত্ত্ব।
- তাঁর আরেক মহা-রাজত্ব কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের ইহকালীন দৃষ্টির আড়ালে। তাঁর কুরসি (আসন), আরশ, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতাগণসহ অদৃশ্য জগতের পুরোটাই আমাদের অনুভবের আড়ালে।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[৭০] সুনান নাসায়ি, ১০৪৯, ১০৫০। আউফ বিন মালিক রা. হতে, সালাত শুরুর অধ্যায়, সনদ সহীহ।

الكبرياء (কিবরিয়া) শব্দের অর্থ হলো গর্ব, অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ

- পরিভাষায় এর অর্থ হলো যাবতীয় আনুগত্য, বশ্যতা ও সমর্পণ থেকে মুক্ত হওয়া; এসবের ঊর্ধ্বে অবস্থান করা।
- কেননা গুণটি একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্যই প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে তিনি অনন্য। তাই 'কিবরিয়া' তথা গর্ব-অহংকার একমাত্র মহান ও পবিত্র আল্লাহর 'একক বৈশিষ্ট্য'।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জন্য 'অহংকার' স্বভাবটি চরম নিন্দনীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভাষায় হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"অহংকার আমার চাদর। যে আমার চাদর নিয়ে আমার সাথে বিবাদে জড়াবে আমি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবো।"[৭১]

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কোনো সৃষ্টিকে বিন্দু পরিমাণ অহংকার নিয়ে তাঁর পাশে অবস্থান করার অনুমতি দেননি। বরং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার পাওয়া যাবে, এর শাস্তিস্বরূপ তার জন্য জান্নাতকে (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) হারাম করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৭২]

২.

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَخَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي

হে আল্লাহ, আমি আপনারই সম্মুখে নতশির হলাম, আপনার প্রতি ঈমান আনলাম, আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আপনারই সম্মুখে বিনয়াবনত আমার কান-চোখ-মস্তিষ্ক-হাড়-স্নায়ুতন্ত্রী সবকিছু।[৭৩]

[৭১] বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, ৬০১৬, আবু হুরায়রা রা. হতে, সনদ সহীহ (সহীহুল জামি, ৪৩১১); সুনানু আবী দাউদ, ৪০৯০; মুসনাদু আহমাদ, ৭৩৮২।

[৭২] মুসলিম, ৯১, ইবনু মাসউদ রা. হতে, ঈমান অধ্যায়।

[৭৩] মুসলিম, ৭৭১, আলি ইবনু আবী তালিব রা. হতে, মুসাফিরদের সালাত অধ্যায়।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

ভাবার্থ

وَبِكَ آمَنْتُ আপনার প্রতি ঈমান আনলাম	বাক্যে কর্তৃবাচ্য (আপনার প্রতি) আগে উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলারই প্রতি ঈমানের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।
وَلَكَ أَسْلَمْتُ আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।	অর্থাৎ, আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে নতশিরে আপনারই বশ্যতা মেনে নিলাম।
وَخَشَعَ لَكَ আপনার প্রতি বিনয়াবনত হয়েছে	অর্থাৎ, পূর্ণ বিনয় ও মনোযোগের সাথে আপনার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে।
سَمْعِي আমার কান	অতএব, এখন তা আর এমন কিছু শুনবে না, যাতে আপনার সন্তুষ্টি নেই। কোনো অনর্থক কথাবার্তা, পরনিন্দা, অশ্লীল আলাপ কিংবা গানবাজনা শোনা থেকে আমার কান দুটো আজ থেকে বিরত থাকবে।
بَصَرِي আমার চোখ	অর্থাৎ এখন থেকে আমার দৃষ্টি সেই সত্তার সাথে কোনোরূপ প্রতারণার আশ্রয় নেবে না, যিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। আর কোনো হারাম তথা নিষিদ্ধ কিছুর প্রতি দৃষ্টি ফেরাবে না।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ ও কানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, অধিকাংশ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনর্থক কাজ এই দুই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই শুরু হয়ে থাকে। তাই বিশেষ এই ইন্দ্রিয় দুটি আল্লাহর ভয়ে ভীত হলে যাবতীয় অপচিন্তা ও কুমন্ত্রণা এমনিতেই হ্রাস পেতে থাকবে। ধীরে ধীরে মগজ, হাড় এবং সব স্নায়ুতন্ত্রীসহ এর স্পষ্ট প্রভাব পড়তে শুরু করবে পুরো দেহে। প্রিয় পাঠক, এভাবেই সালাত কাজ করে। আল্লাহ কুরআনে বলছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে'। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো,

— ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক ব্যক্তি তো সালাত পড়ে। কিন্তু সালাত শেষ হতেই চুরি করে।

— সালাত পড়ুক। এই সালাতই একদিন তাকে চুরি থেকে ফেরাবে।

সালাতে বারবার আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা আছে, ওয়াদা আছে। বারবার চুক্তি করছি—দেহ ঝুঁকিয়ে, মাথা ঠেকিয়ে শরীর দিয়ে, মন দিয়ে, জবানে তাসবীহ দিয়ে বারবার আল্লাহর কাছে ফিরে আসার ওয়াদা করছি। সালাতের মতো সালাত হলে তার প্রভাব সালাতের বাইরেও আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখার কথা ছিল। কিন্তু সমস্যা এখানেই—সালাতটাই হচ্ছে অযত্নে-অবহেলায়। পুরো সালাত জুড়ে ছেয়ে থাকে অসাড় অনুভূতিহীনতা।

দেখুন, মাত্রই বিরাট এক প্রতিজ্ঞা করলাম—'خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي' (আমার কান, চোখ, মস্তিষ্ক, হাড় এবং সব স্নায়ুতন্ত্রী আপনারই সম্মুখে বিনয়াবনত হয়েছে) সালাত শেষ হতেই আমরা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। আমরা ভেবে রেখেছি যে, খুশু-খুযু তথা বিনয়-একাগ্রতা ইত্যাদি মুখের কিছু বুলিমাত্র, বাস্তব জীবনে এসব আদায়ের তেমন কোনো দায় নেই। পশ্চিমা সেক্যুলার দর্শনের শিক্ষা আমাদেরকে শিখিয়েছে সালাত যেন মাসজিদের ভেতরেই রেখে আসি। ভালোমানুষি, নৈতিকতা, আল্লাহর ভয় যেন অফিসে-দোকানে নিয়ে না যাই। এজন্য সালাত পড়েও আজ মুসলিম সুদী লেনদেন, ঘুষ-দুর্নীতি, গীবত-চোগলখুরি, হারাম প্রেমপ্রীতি, প্রতারণা-ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত।

সালাতের বাহিরের সময়টুকুতে ছোট-বড় সব ধরনের গুনাহ ও অবাধ্যতার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকুন। সালাতের ভেতরের আর বাহিরের অবস্থা যেন ভিন্ন না হয়, প্রিয় বন্ধু। এ ব্যাপারে আমরা খুব সতর্ক থাকব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ না করুন, সালাতের এইসব বিনয়-প্রতিজ্ঞা-তাসবীহ-রুকু-সিজদাহ যেন আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি না হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)।

রুকুতে নতশির মুমিন ভাই-বোন আমার, রুকু থেকে মাথা উঠানোর আগেই নিজের অন্তরকে পুরোপুরি রুকুতে ফিরিয়ে আনি চলুন।

রুকুতে অবনত বন্ধু আমার, আপনি পিঠ ঝুঁকিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বেমালুম ভুলে গেছেন অন্তরকে ঝুঁকাতে। অথচ আগে ঝুঁকতে হবে তো অন্তর।

রুকুকারী ভাই-বোন, এমন রুকু তো কোনো রুকুই নয়, যাতে অন্তর ঝোঁকে না।

এভাবে দায়সারা মনোবিচ্ছিন্ন ইবাদাতের পথে চলতে চলতে হিদায়াতের পথ একবার হারিয়ে বসলে, আর ফিরে আসা যাবে না। তাই সাবধান! নিজেকে রক্ষা করি চলুন। সমস্ত জগত ও সৃষ্টিই নিজ নিজ অবস্থান হতে আল্লাহ তাআলার প্রতি অবনত হয়ে আছে, সবাই মাথা নিচু করে চলে। আপনি-আমি (মানুষ) ছাড়া আনুগত্যে ও বশ্যতার এই কাফেলায় আর কেউই হয়তো বাকি নেই! আপনিই বলুন, কবে আমাদের বোধোদয় ঘটবে? কবে আমরা রব্বুল আলামীনের ক্ষমতা ও বড়ত্ব অনুধাবন করে

নতজানু হব? বিনম্রচিত্তে শির ঝুঁকিয়ে কবে মেনে নেবো তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য? এখনও কি আসেনি সেই সময়?

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

- ☑ আমার কান, চোখ ও বিবেক আমার অন্তরে প্রতিনিয়ত কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখব—নেগেটিভ না পজিটিভ। শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রথম আভাসে অঙ্কুরেই তার সব ষড়যন্ত্র আমি নস্যাৎ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। কান-চোখ-চিন্তার রাস্তায় আমিও ওঁত পেতে থাকব।
- ☑ আমার কান যা শুনছে, তাতে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে কি না; আমার চোখ চারপাশে ঘটতে থাকা নানা অন্যায়-অশ্লীলতা হতে নিবৃত্ত থাকতে পারছে কি না, তা খেয়াল রাখব।
- ☑ একইভাবে আমি আমার চিন্তাভাবনাকেও যাবতীয় হারাম খেয়াল, লজ্জত ও বিচ্যুতি হতে রক্ষা করতে প্রতিনিয়ত পাহারা দেবো।

আল্লাহর সাথে প্রতারণা?

!? যে সকল সালাত আদায়কারিণী বোনেরা পর্দার বিধান পালন করছেন না; কিংবা হিজাব পরিধান করলেও তা শারীয়াহ নির্দেশিত পন্থায় হচ্ছে না। হিজাব পরছেন ঠিকই, কিন্তু এর পবিত্রতা রক্ষা করছেন না, পরপুরুষের জন্য সাজগোজ, তাদের সাথে অহেতুক হাসিঠাট্টা, হিজাবের সাথেই বেসামাল চলাফেরা যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সুগন্ধি মেখে চলাফেরা—এগুলো পরিত্যাগ করা হয়েছে কি? আপনি কি আদৌ আল্লাহকে ভয় করছেন, নাকি কেবল পরার জন্য পরছেন?

!? যে ব্যক্তি সালাত আদায় করা সত্ত্বেও নিজের সম্পদকে সুদ-ঘুষের মিশ্রণে কলুষিত করেছেন আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের টাকা বাগিয়ে নিচ্ছেন, আপনার কারণে মানুষ উপর্যুপরি ক্ষতির শিকার হচ্ছে; তার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি কি আসলেই আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয়াবনত হতে পেরেছেন, ভাই?

!? যারা সালাত আদায় করার পরও কুদৃষ্টির ব্যাপারে নির্বিকার রয়েছেন। প্রবৃত্তির রঙিন চশমা পরিয়ে চোখ দুটিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। শয়তানের অনুগামী বানিয়ে ছেড়েছেন। তাদের কাছে প্রশ্ন, আপনি কি আসলেই আল্লাহ তাআলার বশ্যতা মেনে নিয়েছেন?

!? যে সকল সালাত আদায়কারী সম্পদের পাহাড় গড়েও ঠিকমত যাকাত আদায়

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

করছেন না। কৃপণতার দরুন দান-সাদাকাহ করছেন না। তারা কি আসলেই এই সম্পদের আসল মালিক ও রিযকদাতা আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত হতে পেরেছেন?

⁉ যারা সালাত আদায় করেও চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে পারেননি, দুর্ব্যবহারের দরুন আপনারা পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজন আপনার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করেছে, আপনি কি আদৌ আল্লাহর প্রতি বিনীত হতে পেরেছেন?

৩.

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

সমস্ত ফেরেশতা ও জিবরীল ﷺ-এর প্রতিপালক মহাপবিত্র।[৭৪]

ভাবার্থ

سُبُّوحٌ (সুব্বুহুন) অর্থ পবিত্র, মুক্ত	অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অপূর্ণতা, অংশীদারিত্ব, সন্তানগ্রহণ সহ এ ধরনের সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত ও পবিত্র।
قُدُّوسٌ (কুদ্দুসুন) অর্থ পবিত্র	অর্থাৎ যিনি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র করেন। এ জন্যই পবিত্রভূমিকে 'মুকাদ্দাস' বলা হয়। এ জন্যই জান্নাতকে 'حظيرة القدس' (হাযিরাতুল কুদস) পবিত্র উদ্যান বলা হয়। কারণ জান্নাতকে যাবতীয় পার্থিব সমস্যা হতে পবিত্র করা হয়েছে। জিবরীল ﷺ-কে 'রুহুল কুদস' বলা হয়।
رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ সমস্ত ফিরিশতা ও রূহের প্রতিপালক	এখানে 'রুহ' বলতে জিবরীল ﷺ উদ্দেশ্য। জিবরীল ﷺ-কে 'রুহুল কুদস' বা 'রুহুল আমীন' বলা হয়। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ওহি পৌঁছানোর মহতউদ্দেশ্যে তাঁকে সৃষ্টিজগত-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যা হতে পবিত্র করা হয়েছে।

'قُدُّوسٌ' (কুদ্দুসুন) এর ব্যাখ্যায় সবচেয়ে বিস্ময়কর যে তথ্য পাওয়া যায়, তা হলো: আল্লাহ তাআলা সৃষ্টজীবের আপন আপন ভাষায় করা যাবতীয় প্রশংসারও ঊর্ধ্বে,

[৭৪] মুসলিম, ৪৮৭, আয়িশা ﷺ হতে, সালাত অধ্যায়।

আমাদের অসম্পূর্ণ প্রশংসা হতেও তিনি মুক্ত ও পবিত্র। আপনি যখন আপনার রবের গুণগান বর্ণনা করতে চাইবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী আপনি তাঁর পূর্ণতা বর্ণনা করবেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসম্পূর্ণ মানবিক কল্পনা ও দুর্বলতা হতেও মুক্ত এবং পবিত্র। মানুষ হিসেবে আপনার চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা-উপমাও মানুষের মতো। এ কারণে আপনার চিন্তাভাবনায় আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে যত পূর্ণতা আর উচ্চ ভাবনাই আসুক, মূলত আল্লাহ তাআলা এরচেয়েও অনেক অনেক বরং সীমাহীন উচ্চতা ও মর্যাদার অধিকারী এক সত্তা। তাঁর উপমা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের জানাশোনা বিষয় দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি ব্যাখ্যা করা অনেকটা লাঠির সাথে তরবারির তুলনা দেয়ার মতো। যেমন কবি বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يُزْرِي بِهِ الْفَتَى

إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

লোকে বলে, তরবারিটা লাঠির চেয়ে বেশ ধারালো!

বলি এ আর এমনকি? তার আঘাতে কত জনে প্রাণ খোয়ালো![৭৫]

'رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ' সমস্ত ফেরেশতা ও রূহের প্রতিপালক। এই অংশে আপনি আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্বের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির বিশালতাও সহজেই অনুমান করতে পারবেন। ফেরেশতাকুলের মতো বিশাল ও ব্যাপক শক্তিশালী অগণিত সৃষ্টিরও একক স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা। হাদীসে এসেছে, কাবা বরাবর সপ্ত আসমানের ওপর আরশের নিচে আরেকটি বাইতুল্লাহ রয়েছে, যার নাম বাইতুল মা'মুর। সেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা তাওয়াফ করেন, যে দল একবার তাওয়াফ করেন কিয়ামাত পর্যন্ত আর সেখানে ফিরে আসবেন না।[৭৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, (সাত আসমানে) চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা নিজের কপাল আল্লাহর সামনে সিজদায় ফেলে রাখেননি।[৭৭] নূরের তৈরি আল্লাহর এই সম্মানিত সৃষ্টিগণ আকারেও কল্পনাতীত বিশালাকার। প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন,

" আল্লাহর যে সকল ফেরেশতা আরশ বহন করেন, তাদের একজনের সঙ্গে

[৭৫] গ্রন্থকার কবিতাটিতে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। বিভিন্ন কিতাবে 'মানুষ কাটা'র স্থলে তারবারির উল্লেখ হয়েছে। শরহে তহাবী (ইবনু আবি ইজ্জ), ২৬৮। তাফসীর ইবনি কাসীর, ৮/৪২৯, সূরা ক্বদরের ব্যাখ্যায়।

[৭৬] বুখারি, ৩২০৭; মুসলিম, ১৬৪।

[৭৭] তিরমিযি, ২৩১২, হাসান সহীহ।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

বর্ণনা করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তার দুই পা ছিল জমিনের তলদেশে, তার শিংয়ের ওপর আরশ। তার কানের লতি হতে কাঁধ পর্যন্ত সাত শ বছরের দূরত্ব, পাখি উড়ে যেতে সাত শ বছর।[৭৮]

এমন বিরাটাকার এই বিপুল সংখ্যক মাখলুককে যিনি সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, রিযক দিচ্ছেন, এই শক্তিশালী সত্তাগুলো যাঁর ভয়ে তটস্থ, যাঁর সম্মানে আনত, সেই মহান আল্লাহ তাহলে কত বড়, কত ক্ষমতাবান! সুবহানাল্লাহ। আর এখানে 'রূহ' শব্দ দ্বারা জিবরীল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। সমস্ত ফেরেশতার কথা উল্লেখ করার পর আলাদাভাবে জিবরীল (আ.)-এর উল্লেখের কারণ হলো, অন্যান্য ফেরেশতাদের তুলনায় জিবরীল (আ.) সম্মানে ও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তিনি জিবরীলকে তার নিজ চেহারায় দুইবার দেখেছেন। সবুজ রেশমী ৬০০ ডানাবিশিষ্ট জিবরীল দিগন্ত ঢেকে রেখেছেন। তার পা জমিনে, মাথা আকাশে; মাথা তুলে দেখতে হয়েছে নবিজিকে।[৭৯]

দুআতে ফেরেশতাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, আমার-আপনার চেয়ে বিশালদেহী ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ যেখানে আল্লাহ তাআলার ভয়ে সদা তটস্থ, সেখানে আমরা কীভাবে নির্ভার থাকতে পারি। ঊর্ধ্বাকাশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো ফেরেশতা সিজদায় মাথা ঠেকিয়ে নেই। তাহলে আমার-আপনার কীসের এত উদাসীনতা আর অহমিকা?

৪.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করে দিন আমাকে।[৮০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় সালাতে এই দুআটি পাঠ করতেন। আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ' (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে)[৮১] নাযিল হওয়ার পর থেকে আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ দুআ পাঠ করা ব্যতিরেকে

[৭৮] আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪৭২৭, সনদ সহিহ।
[৭৯] বুখারি, ৪৮৫৫, ৪৮৫৬; বুখারি, ৪৮৫৭; মুসলিম ৪৫০। তবে মুসনাদু আহমাদ [৩৭৪৮] হাদীসে সবুজ রেশমের বর্ণনা এসেছে।
[৮০] বুখারি, ৭৯৪, আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে, আযান অধ্যায়।
[৮১] সুরা নাসর, ১১০ : ১।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

কোনো সালাত আদায় করতে দেখিনি। অথবা তিনি সেখানে (সালাতে) বলতেন,

'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي'

"আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমায়।"[৮২]

'وَبِحَمْدِكَ' (এবং আপনার প্রশংসা করছি) এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহ তাআলার দেয়া সুযোগ ও সামর্থ্যেই তাঁরই প্রশংসা করি ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। এতে আমার নিজস্ব যোগ্যতা বা ক্ষমতা বলে কিছু নেই। প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, 'اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي' (হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন)। অর্থাৎ এই তাসবীহে একই সাথে তাসবীহ, হামদ ও ইসতিগফার একসাথে রয়েছে। রুকু ও সিজদাহ উভয় অবস্থাতেই এই দুআটি পাঠ করা যায়।

সালাতে ৩ বারের বেশি আমরা তাসবীহ পড়তে চাই না। ইমাম সাহেবের পেছনে খুব বেশি সময় পাওয়াও যায় না। ইমাম সাহেব যতক্ষণ রুকুতে থাকেন, আপনি তাসবীহ পড়তে থাকুন। ৩ বার পড়েই থেমে যাবার দরকার নেই। মনে রাখার বিষয়, ৩ বার হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ, যে সময়টুকু আপনাকে রুকুতে থাকতেই হবে। আপনি ৫-৭ বার এভাবে যতবার ইচ্ছে পড়তে পারেন, টায় টায় ৫ বা ৭ বারই হতে হবে এমন না। কষ্ট করে হিসেব রাখাও জরুরি নয়, এক দফায় ৩ বার পড়ে নিলেন, এরপর ২ বার ২ বার করে পড়তে থাকুন যতক্ষণ মনে শান্তি না আসে।

আর নফল সালাতে পড়ুন না ৭-৯-১১ বার! তাসবীহ পাঠের অবাধ সুযোগ ও অধিক সাওয়াবের কারণে নফল সালাতকে 'সালাতুস সুবহা'ও বলা হয়। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল সালাত সম্পর্কে বলেন,

"হয়তো অতিসত্বর তোমরা এমন লোকের সাক্ষাত পাবে, যারা অসময়ে সালাত আদায় করবে। যদি তোমরা তাদের পাও, তাহলে (নিজেরা) সময়মতো সালাত আদায় করবে এবং তাদের সাথেও সালাত আদায় করবে এবং তা 'সুবহা' (নফল) হিসেবে ধরে নেবে।"[৮৩]

স্মরণ করুন নবিজির নির্দেশনা 'ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا' (প্রশান্তি আসা অব্দি রুকু করো)। যতক্ষণ আপনি রুকুতে তাসবীহ পাঠের যথাযথ স্বাদ না পাচ্ছেন, রুকু থেকে মাথা উঠাবেন না। যতক্ষণ আপনি আশ্বস্ত না হচ্ছেন যে, আল্লাহ আমার প্রশংসা শুনেছেন, ততক্ষণ পড়ুন না! কে মানা করেছে? মহান সেই সত্তার সাথে সংযোগ

[৮২] মুসলিম, ৪৮৪, আম্মাজান আয়িশা (রা.) হতে, সালাত অধ্যায়।
[৮৩] নাসায়ি, ৭৭৯, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হতে, ইমামত অধ্যায়।

স্থাপনের জন্যই তো দাঁড়িয়েছেন, কীসের তাড়া এত? তবে তাড়াহুড়ো করে নয়। ধীরে সুস্থে অর্থকে অনুভব করে যতটুকু সাধ্যে কুলায় ততটুকু সময় রুকুতে কাটান।

- রুকুতে পিঠ টান করে দাঁড়ান। কোমর ও উরুতে হালকা টান টান ভাব রেখে দাঁড়ান।
- চোখ রাখুন পায়ের দুই বুড়ো আঙুলের মাঝে।
- হাত দিয়ে বাঘের থাবার মত হাঁটু চেপে ধরুন। কনুই বাঁকাবেন না, সোজা রাখুন।
- শরীরের ওজন রাখবেন পায়ের পাতার সামনের অংশে, যাতে শরীর না দোলে।
- এমন একটা অনুভূতি আনার চেষ্টা করুন যেন এখান থেকে উঠার কোনো তাড়া আপনার নেই। আল্লাহ চাইলে কিয়ামাত তক আপনি এভাবেই থাকতে প্রস্তুত। এমন একটা অনুভূতি আনতে চেষ্টা করুন যেন আপনার তাসবীহ আল্লাহ শুনেছেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে, আল্লাহ শুনেছেন ও জবাব দিয়েছেন, এমন একটা কার্যসমাধার তৃপ্তি আনার চেষ্টা থাকবে আপনার রুকু জুড়ে। প্রথম প্রথম এই অনুভূতিটা আনতে ৯-১১ বার তাসবীহ পড়া লাগতে পারে, কিংবা তারও বেশি। ধীরে ধীরে ৩-৫ বারেই আপনি এই অনুভূতিটা এনে ফেলতে পারবেন।
- মনকে ব্যস্ত রাখুন জায়নামাযের এই সীমানার মাঝে—
  - ✓ একবার ভাবুন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন
  - ✓ কিংবা ভাবুন তাসবীহের অর্থ নিয়ে
  - ✓ কিংবা ভাবুন আপনার রুকুতে হাত-পা-চোখের পজিশন ঠিক আছে কিনা
  - ✓ কিংবা ভাবুন আপনার একটি গুনাহ মাফ হচ্ছে এবং আল্লাহর দরবারে আপনার সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা নবিজি ﷺ বলেছেন,

"কেউ যখন একটি রুকু বা সিজদাহ করে, তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৮৪]

এই ভাবনাগুলোর মাঝেই মনকে ব্যতিব্যস্ত রাখুন, যাতে বাইরে যেতে না পারে।

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

☑ প্রথমেই আমার অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি কী পরিমাণ ভয় ও বিনয় রয়েছে তা যাচাই করব।

☑ এ ব্যাপারে আমার ভেতর ও বাহিরের অবস্থা কি এক? না কি ভেতরে ভেতরে আমি নিরন্তর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলেছি?

[৮৪] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস: [illegible]

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

☑ আমার সচ্ছলতা এবং দুর্বলতা উভয় অবস্থাতেই কি আল্লাহর প্রতি সমান বিনয় প্রকাশ পায়? না কি সংকট কেটে গেলেই আমি সীমালঙ্ঘন করে নিজেকে মিথ্যাবাদীর সারিতে দাঁড় করিয়ে দিই?

☑ আমার শান্ত-সুস্থির এবং ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ অবস্থায় কি আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর বিধিবিধানের প্রতি সমান খেয়াল থাকে? না কি রেগে গেলে ঈমানের শিষ্টাচার ছুড়ে ফেলে আশপাশের লোকজনকে কষ্ট দিতে শুরু করি?

☑ এভাবে নিজের সমস্ত অবস্থা ও সময়ের ব্যাপারে অন্তরে আল্লাহর ভয়-বিনয় এবং আনুগত্যের অবস্থা যাচাই করে দেখব। পাশাপাশি নিজের নির্বুদ্ধিতা ও বাড়াবাড়ির অবস্থা বুঝে তাৎক্ষণিক এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আলোকদ্যুতি

☑ একদিন বিখ্যাত তাবিয়ি ওয়াইস কারনী رحمه الله বললেন, "ফেরেশতাগণ আসমানে যেভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করেন, জমিনের বুকে আমি সেভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করব।"

এর পর রাত্রি ঘনিয়ে এলে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে নফস! আজ কিয়াম-রজনী। এই বলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে সারারাত কাটিয়ে দিলেন। পরের রাতে তিনি বললেন, নফস! আজ রুকুর রজনী। এই বলে সারারাত রুকুতে কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন বললেন, নফস! আজ সিজদার রজনী। এবং যথারীতি সিজদায় রাত কাটিয়ে দিলেন।

রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো

রুকু আদায় করার পর এবার আবার কিরাআত পাঠকালীন অবস্থার মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান। এ সময় আল্লাহ তাআলার সামনে নিজেকে নিবেদন করার বিনীত মনসে রুকু হতে উঠার দুআ পড়ুন। রুকু হতে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ সময় অন্তরে এক ধরনের প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, যার স্বাদ রুকুকালীন অবস্থা হতে ভিন্ন। এতক্ষণ পিঠ টান করে রুকু করেছেন, উঠার পর কোমরের পেশী ও শিরদাঁড়াতেও একটা স্বস্তির আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। কল্পনায় অনুভব করুন, 'আপন' রবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লাহ একবার বললে এই অবস্থায় অনন্তকাল থাকতে প্রস্তুত আপনি, অন্তরে কোনো তাড়া নেই সিজদায় যাবার জন্য। এমন একটা সংকল্প ও তৃপ্তি আনুন। মনে আছে তো প্রিয় হাবীবের নির্দেশ: ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا

(তারপর মাথা উঠাও, স্থিরতা আসা অবধি দাঁড়িয়ে থাকো)?

তা হলো এই সোজা হয়ে দাঁড়ানো রুকু-সিজদার মতোই সালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন, সালাতের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। অনেকে আছে রুকু থেকে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে যায়। ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ায় সিজদাহ সাহু ওয়াজিব হয়, তা না আদায় করায় পুরো সালাতটাই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সালাতের এই রুকনটি আদায়ে আমাদের খুব যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। এবার আমরা খুব মন দিয়ে রুকু থেকে উঠার দুআটি পড়ব। দুআটি হলো—

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

যে আল্লাহর প্রশংসা করেছে, তার প্রশংসা আল্লাহ শুনেছেন।

অর্থাৎ, তিনি আপনার দুআ কবুল করার মতো করে এবং দুআর প্রতিউত্তর দেয়ার মতো করে শুনেছেন। গোলামের জন্য এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে যে, মালিক তার আর্জি ইতিবাচকভাবে শুনেছেন? সুতরাং এখন বান্দার কর্তব্য মেহেরবান মালিকের প্রশংসা করা। সূরা ফাতিহাতে যেভাবে নিয়ামাত পেয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন, এখানেও তাই করুন। বলুন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য।

এখানে 'রব্বানা লাকাল হামদ' কিংবা 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' কিংবা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' তিনভাবেই বলা যায়। এই দুআটি ছোট হলেও আল্লাহর খুব পছন্দনীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "ইমাম যখন 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন, তখন তোমরা 'اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলবে। কেননা, যার এ উক্তি ফেরেশতাদের উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[৮৫]

অবশ্য এই দুআটিকেই আরেকটু বিস্তারিত পড়া যায়। একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু থেকে উঠে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' পড়লেন, পেছনে মুক্তাদি একজন সাহাবি পাঠ করলেন,

'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ'

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[৮৫] বুখারি, ৭৯৬, আবু হুরায়রা রা. হতে, আযান অধ্যায়।

"হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। অত্যধিক প্রশংসা, যা পূতঃপবিত্র এবং বরকতময়।"

সালাত শেষে নবিজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—

– কে এই কালিমাগুলো পড়ল?

– আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

– আমি ত্রিশ জনের বেশি ফেরেশতাকে প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম যে, কে এর সাওয়াব আগে লিখবে।[৮৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল সালাতে রুকু থেকে উঠে বেশি বেশি হামদ, ছানা ও আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব প্রকাশ করে দুআ পাঠ করতেন। যেমন এই দুআটি পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের প্রতিপালক। আপনি আসমান-জমিন ও এর মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে তা ভর্তি পরিমাণ প্রশংসার অধিকারী, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী। হে প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী সত্তা, আপনি যাকে দান করেন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। এবং আপনি যাকে দেয়া বন্ধ করেন, তাকে দান করার শক্তি কারও নেই। কোনো প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টাই আপনার সামনে কোনো কাজে আসে না।[৮৭]

'مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا' (আসমান-জমিন ও এর মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে তা সব পরিপূর্ণ) এর অর্থ হলো, আসমানের ওপরে, জমিনের নিচে এবং মধ্যবর্তী স্থান, আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর।

'وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ' (অতঃপর আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী) এই বাক্যটি আসমানের ওপরে ও জমিনের নিচে মানুষের ধারণা ও কল্পনার বাইরে যে জগত রয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তিনি তাঁর বর্তমান সৃষ্টির পরিমাণ প্রশংসার অধিকারী। এবং ভবিষ্যতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করবেন, সে পরিমাণ প্রশংসারও অধিকারী।

[৮৬] বুখারি, ৭৯৯, আযান অধ্যায়।

[৮৭] মুসলিম, ৪৭৮, ইবনু আব্বাস রা. হতে, সালাত অধ্যায়।

প্রকৃতভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত গুণগানের একমাত্র যোগ্য সত্তা। তিনিই সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। সব ধরনের পবিত্রতা ও মহত্ত্বের যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনি। মানুষ তাঁর রাজত্ব, সাম্রাজ্য, প্রাচুর্য, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে সম্মান ও মর্যাদার ধারে কাছেও যেতে পারবে না। এর মধ্যে কোনো খুঁত, ভুল বা অসম্পূর্ণতার কিছু নেই।

"لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ" (আপনি যাকে দান করেন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং আপনি যাকে দেয়া বন্ধ করেন, তাকে দান করার শক্তি কারও নেই।) অর্থাৎ এ কথা দৃঢ়ভাবে অন্তরে গেঁথে নিন যে, এই বিশ্ব সংসারে তিনিই একমাত্র দান করেন এবং বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। তিনি যখন কাউকে কিছু দান করেন, তখন পুরো আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে তা ফিরিয়ে রাখতে পারে। আবার তিনি যখন দেয়া বন্ধ রাখেন, তখনো আসমান জমিনে এমন কোনো ক্ষমতাধর নেই, যে তাঁকে ডিঙিয়ে কাউকে কিছু দিতে পারে।

"وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" (কোনো প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টাই আপনার সামনে কোনো কাজে আসে না।) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বান্দার কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ নয়। তাঁর শাস্তি হতে কেউ নিজ যোগ্যতায় বাঁচতে পারবে না। একমাত্র তাঁরই রহমত, অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জন করলেই দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত হওয়া সম্ভব।

৬ প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

☑ আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যা কিছু বণ্টন করেছেন তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখব। প্রভুর রিযক ও তাকদীরের ফায়সালার প্রতি আমার অন্তর থাকবে নিশ্চিন্ত-নির্ভাবনা। অপ্রাপ্তির হতাশা বা দুশ্চিন্তায় ভুগব না। অন্যের ব্যাপারে হিংসা কিংবা ঈর্ষায় কাতর হব না। আমার অন্তর যেন এই ভেবে তুষ্টি ও প্রশান্তি লাভ করবে যে, সালাতের সৌভাগ্য হয়ে অঞ্জলি ভরে মহান রবের দেয়া অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছি।

সুন্নাতটি পূর্ণ করতে না পারলেও অন্তত মনে রাখুন। রুকু থেকে সোজা হয়ে মনের অবস্থা সুস্থির করে রাখুন। একই সাথে স্মরণ করুন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। কেউ আপনাকে কাজ করতে বা আপনার দিকে চেয়ে থাকলে যেমন সংকুচিত অনুভব হয়, তেমন একটা অনুভূতি আনুন। আর ফেরেশতাদের কাড়াকাড়ি কল্পনা করে আনন্দিত হোন। দুর্বলতার এই দিনগুলোর ভেতরেই অন্তরকে আটকে নিন।

সিজদার ঠিকানায়

রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মন যখন ভরে উঠল প্রশান্তিতে, এবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন। আহ, সিজদাহ! এ তো সেই মহাসম্মানের তাওফীক। 'আবদ' হিসেবে, বান্দা হিসেবে অতি আরাধ্য সেই মর্যাদা হলো সিজদাহ। মালিকের নৈকট্যই দাসের একমাত্র স্বপ্ন-সাধনা-কামনা-উদ্দেশ্য। সিজদার মাধ্যমে আপনি সার্থক, সার্থক আপনার জীবন। আহা! কত আদমসন্তান এই সম্মানের তাওফীক পায় না! কত মুসলিম এই সর্বোচ্চ সম্মান ইচ্ছে করে নেয় না! কত মুসলিম এই সম্মানের মূল্য না বুঝে বেখেয়ালে কাটিয়ে দেয় সিজদার তৃপ্তিময় মুহূর্তগুলো!

সিজদাহ হলো দাসত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ। আপনি ফিরে গেলেন দাসত্বের মূল শেকড়ে। অহংকার-বড়াই আপনাকে পেরেশান করে তোলে, ইগো আপনাকে কষ্ট দেয়। আত্ম-অহমিকা আপনাকে ব্যর্থতা ভুলতে দেয় না, বাস্তবতা মেনে নিতে দেয় না। আত্মবিশ্বাসের আধিক্য আপনাকে অস্থির করে তোলে। সিজদাহ হলো সেই নিয়ামত, যা আপনার সব কষ্ট-অস্থিরতা, জমাট বেদনা আর তিতকুটে ভাব দূর করে দেয়। কেননা যতই আপনি নিজের ক্ষুদ্রতা আবিষ্কার করেন, ততই আপনার জীবন সাবলীল ও হালকা হয়, সবকিছু মেনে নেয়া সহজ হয়।

সিজদার মর্যাদা আল্লাহ সবাইকে দেন না। আল্লাহ তাআলা মানবদেহের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গটিতে—চেহারায়—এর চিহ্ন এঁকে দেন। এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর (সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم) গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

"তাদের আলামত হলো, তাদের চেহারায় থাকে সিজদার চিহ্ন।"[৮৮]

[৮৮] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৯।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহ.) বলেন, "চেহারায় সিজদার চিহ্নের অর্থ হলো [illegible], তথা আল্লাহর প্রতি বিনয়-নম্রতা।" কেউ কেউ আবার বলেছেন, "সিজদার চিহ্ন অর্থ হলো খুশুর নিদর্শন।"[৭৯] আর তা হলো এক ধরনের উজ্জ্বলতা ও মর্যাদার ছাপ, যা সিজদাকারী বান্দার চেহারায় প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য এনে দেয়। ঠিক এই চিহ্নই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত হিসেবে আমাদের পরিচয় হবে। নাবিজি ﷺ বলেন,

"কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের মুখ-মণ্ডল সিজদাহর কল্যাণে আলোয় উদ্ভাসিত হবে এবং ওযুর কল্যাণে হাত-মুখ চমকপ্রদ (আলোকিত) হবে।"[৮০]

অর্থাৎ চেহারায় শুভ্র উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়বে। দুনিয়াতে যে যত বেশি সিজদাহ করবে, কিয়ামাতের কঠিন দিনে তত বেশি হবে তার চেহারার দীপ্তি, যা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দ্রুত চিনতে পারবেন। বান্দাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবে এই সিজদাহ। কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দার সিজদাহর স্থানকে পোড়ানো হারাম করে দিয়েছেন জাহান্নামের ওপর।[৮১]

সিজদায় জরুরি ছয়টি বিষয়

সিজদায় গিয়ে করণীয় এই ছয়টি বিষয় আমরা আলোচনা করব। আপনি চাইলে একই সালাতের ভিন্ন ভিন্ন সিজদায় একেক রকম অনুভূতি আনার চেষ্টা করতে পারেন। কিংবা এক সালাত জুড়ে একটি অনুভূতির প্রতি পূর্ণ ধ্যান দিতে পারেন। তাহলে প্রতিটি সিজদায় একটি বিষয়ই বারবার অনুভব করলেন। কিংবা চাইলে লম্বা সিজদায় একের পর এক সবগুলো খেয়ালকেই অন্তরে এনে অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত রাখলেন, তা-ও হবে।

১. তুচ্ছতার অনুভূতি

আপনি এখন আপনার দেহের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ অংশকে (চেহারা) সবচেয়ে নিচু স্থানে (মাটিতে) ঠেকিয়ে দিচ্ছেন। ভেতরের গর্ব-দম্ভ-বেপরোয়া ভাব ও উন্নাসিকতার বালাখানা মিটে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। এ সব বদ-স্বভাব আমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আমাদের শেকড়—আবদিয়্যাত, মহান দাসত্ব। আমার-আপনার আসল পরিচয় ছিল আমরা মাটি হতে সৃষ্ট একজন মানুষ, মহান রবের নিয়ামাত-ধন্য দাস। সিজদার মধ্য

[৭৯] তাফসীর ইবনি কাসীর, ৭/৩৬১, সূরা ফাতহ এর ২৯ আয়াতের ব্যাখ্যায়।

[৮০] তিরমিযি, ৬০৭, আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রা.) হতে, সনদ সহীহ। হবে রাসূল ﷺ সিজদার চিহ্ন দেখে উম্মাতকে চেনার ... মুসনাদু আহমাদ, ১৭৬৯৫, সনদ হাসান।

[৮১] বুখারি, ৭৪৩৭, আবু হুরাইরা (রা.) হতে, ...

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছল আমার সেই আত্মপরিচয়, হাজার ও অযোগ্য মাখলুকের গোলামি থেকে আজ মুক্ত আমি, স্বাধীন আমি। আত্মপরিচয় ও আত্ম-মর্যাদা খুঁজে পেয়ে, তৃপ্ত-প্রশান্ত-প্রসন্ন আমি। সেই তৃপ্তিকে অনুভব করুন সিজদায়।

যে কারও নৈকট্য লাভের সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো নিজেকে নিঃস্ব 'করুণার পাত্র' হিসেবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা। ভিক্ষুক এভাবেই নিজেকে পেশ করে দাতার সামনে। প্রজা রাজার সামনে। দুর্বল শক্তিমানের সামনে। প্রার্থী এভাবেই আনুকূল্য চায় ক্ষমতাশালীর। বিশ্বাস করুন প্রিয় মুসলিম ভাই-বোনেরা আমার, একমাত্র আমরাই চরম উদাসীনতা আর উপেক্ষার সাথে হড়বড় করে পরম দয়াশীলের দয়া চেয়ে থাকি। দুনিয়াতে আর কেউ এভাবে চায় না। নিজেকে চরম অভাবগ্রস্ত এবং একেবারে অসহায় মনে করে তব হৃদয়খানি আল্লাহ তাআলার সামনে বিছিয়ে দিন, পেড়ে দিন, মাটিতে মেলে দিন। নিদারুন দৈন্যতা আর নিরুপায় মুখাপেক্ষিতা নিয়ে আসুন নিজের অস্তিত্বের ভেতর-বাহির জুড়ে। আর অন্তর জুড়ে দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি আর দুরুদুরু মন—একমাত্র দরোজা যদি আমার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে হায়! দয়ার সাগর আল্লাহ যদি এক মুহূর্তের জন্য আমার দিক থেকে আপন দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টি সরিয়ে নেন, তবে আমার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আর কে? হায়, আমার কী হবে!

সিজদার সময় সম্ভব হলে মাটি আর কপালের মাঝে কার্পেট বা জায়নামাজ জাতীয় আড়াল রাখবেন না।[৮২] এতে সর্বোচ্চ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাবে, মিশে যেতে পারবেন মাটির সাথে। তুচ্ছতার অনুভূতি প্রবল হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত অন্যকিছুর ওপর সিজদাহ করতেন না। তিনি মাটি, চাড়া মাটি ও কর্দমাক্ত মাটিতে সিজদাহ করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। আর এসব তিনি অতি বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশেই করেছেন। আর খুশির কথা হলো, জমিনের যেখানে সিজদাহ করছেন তা কিয়ামাতের দিন আপনার পক্ষে সাক্ষী দেবে। আতা খুরাসানী (রহ.) বলেন, "বান্দা জমিনের যে অংশে সিজদাহ করে, তা কিয়ামাতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং তার মৃত্যুতে কাঁদবে।"[৮৩]

সিজদায় আপনার পেট দুই উরু হতে পৃথক রাখুন। উরু দুটি আবার পায়ের গোছা হতে পৃথক রাখুন। বাহু দু'টি পার্শ্বদেশ হতে আলাদা রাখুন। আর এ অঙ্গগুলোর কোনোটিই মাটিতে বিছিয়ে দেবেন না। বিছিয়ে দিলে নির্লিপ্ততা-অলসতা এসে ভর করে। ঠেঁস দেবার গাফলতি বা উদাসীনতার সুযোগ দেবেন না। সকল অঙ্গকে সিজদায় সজাগ

[৮২] মুহাদ্দিস ইমামগণ অবশ্য এর অনুমতি দিয়েছেন। ঘরে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে তা সম্ভব। নতুবা সকল মসজিদে যা ব্যবহার করা হয় তাতেও সিজদাহ করা যাবে। রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কাপড়ের ওপর সিজদাহ করেছেন। [বুখারি, ১২০৮, আনাস বিন মালিক (রা.) হতে, সালাত সংক্রান্ত অধ্যায়।]

[৮৩] আবু নুআইম ইসফাহানী, ৫/১৯৭। বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।

রাখুন, ঘটুক বাহ্যিক বিনয়ের চূড়ান্ত প্রকাশ।[১৪] রবের সামনে জমিনে মাথা ঠেকিয়ে দিন। অনুতাপ অনুশোচনা নিয়ে নাকে খত দিন। চেহারা ধুলোয় লুটিয়ে দিন। আপনার কপালের সাথে সাথে সিজদাবনত হোক আপনার নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু আর পদযুগল। আর সবচেয়ে বড় কথা—লুটিয়ে দিন আপনার অন্তর।

অন্তরের সিজদাহ

এ তো গেল দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সিজদার কথা, বাহ্যিক বিনয়-নম্রতার আলোচনা। বাকি রইল অভ্যন্তরীণ গুপ্ত—অন্তরের সিজদাহ। দেহ যেভাবে লুটিয়ে পড়েছে আল্লাহ তাআলার সামনে, অন্তরেরও ঠিক সেভাবেই সিজদাবনত হবার কথা। তাই সিজদার সময় হৃদয়ের গভীর হতে আপনার রবের মহত্ত্বের সামনে নত হোন। তাঁর ইযযত ও সম্মানের প্রতি অন্তরকে হেঁট করান। মন-ভরা আনুগত্য নিয়ে নিজেকে তুচ্ছ, ভীত, ভগ্নহৃদয়ে উপস্থাপন করুন।

অন্তরের সিজদাই হলো মহান রবের প্রতি পরিপূর্ণ বিনয় ও নম্রতার সর্বোচ্চ নিবেদন। অন্তরের গুণপূর্ণ একটি সিজদাহ আপনাকে কিয়ামাত পর্যন্ত সিজদাবনত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে রাখবে। বর্ণিত আছে যে, জনৈক সালাফকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, "অন্তর কি সিজদাহ করে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, অন্তর এমনভাবে সিজদাবনত হয় যে, কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত আর মাথা উঠায় না!"[১৫] অসহায় ও অবনত মস্তকে বান্দার ইবাদাত আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়। আর এর সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে সিজদায়।

দাসত্ব ও আনুগত্যের চূড়ান্ত সীমা!

দাসত্বের এই অনুভূতি সালাতের সময় জুড়ে এবং সালাত পরবর্তী অবস্থায়ও শরীর-মন ছেয়ে থাকা চাই। আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের দীনতা-হীনতা-অপারগতা-তুচ্ছতা এমনভাবে তুলে ধরুন, যার প্রভাব সালাতের পরও যেন শেষ না হয়। যা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আর প্রতিটি পদক্ষেপের আগে আপনাকে মনে করিয়ে দেবে—আপনি আবদ, আপনি আল্লাহর দাস। ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ, এ আশাই ব্যক্ত করেছেন। বান্দার তনুমন জুড়ে দাসত্বের অনুভূতিই তাকে দিতে পারে পার্থিব জীবনে অপার্থিব

[১৪] সর্বসম্মতভাবে পুরুষগণ এভাবে সালাত আদায় করবে। নারীদের সালাতে সিজদার ব্যাপারে কিছু মতভেদ রয়েছে। চার ইমাম ও তাদের অনুসারী মুজতাহিদ ফকিহগণ হাদীস ও আসারের আলোকে এই সিজদা বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মুজতাহিদ আলিমদের নির্দেশিত পন্থায় আমল করা ও অন্যের প্রতি সালাফদের দেখানো সম্মান বজায় রাখা।—অনুবাদক

[১৫] আল মাদারিজুস সালিকিন, ১/২৭১।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

প্রশান্তি। তিনি বলেন,

"বান্দা তার নিদারুণ মুখাপেক্ষিতা ও তুচ্ছতা উপলব্ধি করে সত্যিকারের অভিভাবক আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে বরণ করার খেয়াল তার কাছে কল্পনাতীত। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ ছাড়া অন্য সকল কাজ তখন তার কাছে অনর্থক। আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত ছাড়া অন্য কারও প্রতি ধ্যানমগ্ন হওয়া তার কাছে অসহ্য। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও প্রভাব তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না।

নিখাদ দাসত্ব ও আনুগত্যের স্বাদ পেতে প্রতিটি বান্দাকে এই পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। তার ও তার রব আল্লাহর মাঝে একান্ত সম্পর্ক তৈরি হতে হবে, সংশয়হীন ভালোবাসা গড়ে উঠতে হবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের তীব্র বাসনা তাকে মুক্ত করে দেবে অন্যের খেয়ালখুশির পরোয়া হতে।"[১৬]

২. নৈকট্যের অনুভূতি

দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে এবার আপনি মহান রবের নৈকট্যের অনন্য স্বাদটি উপলব্ধি করুন। কারণ সিজদায় আপনি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেন,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

"(হে নবি) আপনি সিজদাহ করুন আর (আমার) নৈকট্য অর্জন করুন।"[১৭] *[সিজদার আয়াত]*

রবের সান্নিধ্যের সুখ কে ছাড়তে চায়? কে চায় সেই সুখের মাঝে বিঘ্ন-ব্যাঘাত? সিজদাহ যত দীর্ঘ করবেন, দয়াময় মহান রবের সান্নিধ্য তত দীর্ঘ হবে। একটানা দীর্ঘ নৈকট্য বাড়িয়ে দেবে ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা! কে সে অভাগা, যে তার প্রিয়জনের সাক্ষাতে উদগ্রীব হয় না?

[১৬] তরীকুল হিজরাতাইন, ১৭।

[১৭] সূরা আলাক, ৯৬ : ১৯। আয়াতটির আরবি উচ্চারণ করলে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। বাংলা অনুবাদ পাঠ করলে কিংবা শুধু অর্থ পাঠ করলে সিজদাহ ওয়াজিব হবে না।

আলোকদ্যুতি

☑ মাসরুক রহ. একবার তিনি সাঈদ বিন যুবাইর রহ.-কে লক্ষ্য করে বলেন, "হে সাঈদ, মাটিতে চেহারা ঠেকিয়ে তাতে ধুলো মাখার চেয়ে উত্তম প্রত্যাশা আর কিছুই হতে পারে না।" অর্থাৎ, বান্দার জন্য তার রবের সামনে সিজদাবনত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা।

☑ আর সাঈদ বিন যুবাইর রহ.-ও প্রায়ই বলতেন, "আখিরাতে সিজদাহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কিছুর জন্য আমার দুঃখ হবে না।" অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রিয়জনের সামনে সিজদার স্বাদ আর পাবেন না, এই ভেবে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়তেন।

খেয়াল করে দেখবেন, প্রতিটি সিজদার পর অবর্ণনীয় আত্মিক স্থিরতা ও মানসিক প্রশান্তি অনুভূত হয়।[৯৮] আর দীর্ঘ সিজদায় এই স্বাদ হয় তীব্রতর। সিজদার নৈকট্য বান্দার চাওয়া (দুআ) আল্লাহ তাআলা কবুলও করেন অতিদ্রুত। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়, যখন সিজদারত থাকে। অতএব, তোমরা তখন অধিক দুআ করতে থাকো।[৯৯]"

৩. ভগ্ন হৃদয়ের প্রার্থনা

তিন নম্বর সিজদায় আপনি আপনার মনের সব দুঃখ ও বেদনার আখ্যান তুলে ধরুন। মুখে উচ্চারণ নয়, অনুভূতিই যথেষ্ট। চিৎকার দিয়ে কাঁদার চেয়ে গোপন কান্না বেশি তীব্র। আল্লাহ তো জানেনই আমাদের প্রয়োজন-কষ্ট-সমস্যার আদ্যোপান্ত। অস্ফুট আর্তিতে নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পেশ করুন। সিজদাহ করুন নিরুপায় অসহায়ত্ব নিয়ে, কষ্টের নির্ভরতা নিয়ে, সমস্যা সমাধানের আকুলতা নিয়ে। নফল সালাতে সিজদায় আরবিতে দুআ করা যায়। যদি আরবি না পারেন, তাহলে আপনার অন্তরের না-বলা আকুতিই যথেষ্ট, কেবল নিজের কষ্ট-সমস্যা স্মরণ করে চোখের পানি ছেড়ে দিন। যা বলার অশ্রুই বলুক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[৯৮] [illegible]

[৯৯] মুসলিম, ৪৮২।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

"তোমরা সিজদারত অবস্থায় অধিক দুআ করার চেষ্টা করবে, কেননা এই অবস্থায় তোমাদের দুআ কবুল হওয়ার উপযোগী।[১০০]"

হাদীসে বর্ণিত 'قمن' (কামিনুন) শব্দের অর্থ যোগ্য বা উপযুক্ত। এই সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট অসহায়ত্বের ঝাঁপি খুলে দিন। দুনিয়া ও আখিরাতের [illegible] চাওয়া আছে, তা রবের দরবারে পেশ করুন। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো মুখস্থ করে নিন। আলবানী রহ. রচিত 'সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি' [illegible] কেবল কুরআন-হাদীসের দুআগুলো সংকলিত আছে, এই দুআগুলো [illegible] বাছা হলো। সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ [illegible] দুআ হিসেবে [illegible] পড়া যায়। একই দুআ বারবার [illegible] না [illegible] মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা এ সময় আপনার দুআ কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, [illegible] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"সিজদারত অবস্থাই বান্দার জন্য প্রতিপালকের অধিক নৈকট্য লাভের অবস্থা (বা মুহূর্ত)। অতএব (এ সময়) তোমরা অধিক পরিমাণে দুআ করো।[১০১]"

আমাদের মধ্যে এমন ক'জন আছি, যারা গুনাহের আগুনে পুড়ছি না? কে [illegible] পেরেশান নয়? সন্তান অবাধ্য নয়? [illegible] অভিযোগ নেই? প্রতিবেশী-স্বজন-বান্ধব [illegible] ক'জন আছি রোগে-শোকে-মামলায়-বিপদে কাতর নই? এমন [illegible] প্রায় অসম্ভব, যার এমন কোনো না কোনো অভিযোগ নেই আল্লাহর কাছে, যার সমাধান তাঁর কাছে নেই। আর সকল অসাধ্যের [illegible] সিজদার দুআয়।

আর মনে রাখবেন, আপনার দুআয় যেন কার্পণ্যের ছাপ না পড়ে। অর্থাৎ কার্পণ্যের বশে শুধু নিজের জন্য দুআ না করে নিজের ভাই, বন্ধু, [illegible] ও পুরো মুসলিম উম্মাহকে দুআয় শরিক করে নিন। আবুদ দারদা রা. বলেন,

"সিজদারত অবস্থায় আমি অবশ্যই আমার (বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) তিন ভাইয়ের জন্য দুআ করে থাকি। আমি তাদের সকলের নাম এবং (উভয়ের) পিতার নাম বলে বলে দুআ করি।[১০২]"

আর এ কথাও মনে রাখবেন, আপনি যখন দুআ কবুলের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন, ঠিক তখনই দুআ কবুলের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা। ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহ.

[১০০] মুসলিম, ৪৭৯, ইবনু আব্বাস রা. হতে, সালাত অধ্যায়।

[১০১] মুসলিম, ৪৮২, আবু হুরায়রা রা. হতে, সালাত অধ্যায়।

[১০২] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, [illegible]।

এর বাণীতে রয়েছে সেই সুসংবাদ। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ নিজের চিন্তাভাবনা নতুন দুআ থেকে বিরত থাকবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি শয়তানের প্রতি অভিশাপ করা সত্ত্বেও তার দুআ কবুল করেছেন। শয়তানের সাথে আল্লাহর সেই কথোপকথন কুরআনে রয়েছে; আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

"শয়তান বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় দিন।' আল্লাহ বললেন, 'তোকে অবকাশ দেয়া হল।'" [১০৩]

৩ প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

☑ এখন থেকে সিজদায় আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে কড়া নাড়ব। আমার যাবতীয় প্রয়োজন-কষ্ট-সমস্যা-হতাশা আর দুশ্চিন্তাকে আল্লাহর কাছে পেশ করব।[১০৪]

☑ আরবিতে না পারলে মনে মনে সমস্যার কল্পনা, দু'ফোঁটা চোখের পানিই অন্তর্যামীর কাছে পৌঁছে দেবে আমার সমস্যার কথা। আর প্রতিবারই ততক্ষণ দুঠিয়ে থাকব যতক্ষণ অন্তরে প্রশান্তি ছুঁতে না পারি—ভারমুক্ত হবার প্রশান্তি, রবের আশ্বাসের প্রশান্তি, রব আমার কথা শুনেছেন এই প্রশান্তি।

☑ আমার না-বলা কষ্টের অনুভূতির সাথে এখন থেকে আমি ফিলিস্তিন, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, উইঘুর, মায়ানমার, কাশ্মির, ভারত ও আফ্রিকা-সহ বিশ্বজুড়ে আমার নিপীড়িত মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য কষ্টগুলোও শামিল করে নেবো। তাদের জন্য আমার বোবাকান্না অনুরণিত হবে জায়নামায থেকে আরশ অব্দি।

৪. গুনাহের বোঝা হালকা হবার অনুভূতি

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"মুমিন বান্দা যখন গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এরপর যে ব্যক্তি তাওবা করল ও ক্ষমা চাইল, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেল (কালিমুক্ত হলো)। আর যদি গুনাহ বেশি হয়, তাহলে কালো দাগও বেশি হতে থাকে। অবশেষে দাগ তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে। এটা সেই মরিচা যার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "এটা কক্ষনো নয়, বরং তাদের

[১০৩] সূরা হিজর, ১৫ : ৩৬-৩৭; ইমাম গাযালি, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/৩০৯, দুআর ফযীলত অধ্যায়।

[১০৪] সিজদায় দুআ অবশ্যই আরবিতে হতে হবে, নামাযে দুআ করলে সালাত ভেঙে যাবে। হানাফি ফকিহগণ কতক সলফের সিজদায় নির্দিষ্ট দুআ ব্যতীত অন্য দুআকে নিরুৎসাহিত করেন। অন্যান্য ফকিহগণের মতে সব ধরনের সালাতেই আরবিতে হাদিস ও কুরআনে বর্ণিত দুআ করা যাবে। [রদ্দুল মুহতার, ১/৫০৫, ১/৫২১]

অন্তরের ওপর (গুনাহের) মরিচা লেগে গেছে, যা তারা প্রতিনিয়ত উপার্জন করেছে।" [সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৪] [১০৫]

আমাদের গুনাহ এভাবেই আমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। আল্লাহর তরফ থেকে আসা হিদায়াতের নূর অন্তরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় আমাদের পাপরাশি। সবচেয়ে 'আপনজনের' কাছ থেকে আমাদের নিয়ে ফেলে অভিভাবকহীন ধু ধু প্রান্তরে, একাকিত্বের অনুভূতি আমাদেরকে ভেতর থেকে শেষ করে দেয়। আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবাই কাছে থাকা সত্ত্বেও আমরা একাকিত্ব বোধ করি। সব থাকা সত্ত্বেও অভাব আমাদের পিছু ছাড়ে না। সবকিছুর মূলে আমাদের গুনাহের বোঝা। গুনাহের পাহাড় আটকে দেয় হিদায়াতের প্রশান্তিময় রোশনি।

চতুর্থ সিজদায় আপনি মনে করুন, পাপের বোঝা টেনে ক্লান্ত-অবসন্ন আপনি ধপ করে নামিয়ে দিলেন অসহ্য এই বোঝা, যা আপনাকে আড়াল করে রেখেছে সবচেয়ে 'আপনজন' থেকে। যাঁকে ছেড়ে আপনি পেরেশান হয়ে গেছেন, যাঁর বিরহে আপনি ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছেন। যেন আপনার অন্তর বলছে—নাও মালিক, আর পারলাম না। দূর করে দাও এই আড়াল দয়াময়, টেনে নাও আমায় তোমার কাছে। তোমাকে ছাড়া আমি যে আর পারছি না, মাবুদ। একবার ভাবুন, কাকুতিমিনতি, তুচ্ছতার অনুভব, ডুকরে ওঠা কান্না—ইত্যাদি প্রতিটির বিনিময়ে ঝরে যাচ্ছে আপনার একেকটি গুনাহ। দাগ মুছে সাফসুতরো হয়ে যাচ্ছে অন্তরের জানালার কাঁচ, হু হু করে ঢুকছে হিদায়াতের নূর। আহ, এভাবেই গুনাহের বোঝা হালকা করে দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চেহারা নিয়ে আপনি সিজদাহ হতে উঠুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তার সমস্ত গুনাহকে এনে তার মাথায় এবং দুই কাঁধে রাখা হয়। অতঃপর সে যখন রুকু ও সিজদাহ করে তার গুনাহ ঝরে যেতে থাকে।" [১০৬]

গুনাহের অনুভূতি যত প্রবল হবে, সিজদার দৈর্ঘ্যও সমানুপাতে বাড়িয়ে দিন। দুআ ও সিজদায় অধিক ক্রন্দন গুনাহের মরিচা পড়া অন্তরের সব ক্লেদ দূর করে দেয়।

৫. একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের অনুভূতি

পঞ্চম সিজদায় লুটিয়ে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জন্য, আর কিছুর জন্য নিজেকে ঝুঁকিয়ে দেবেন না। তিনি ব্যতীত আর কারও জন্য নত হবেন না,

[১০৫] তিরমিযি, ৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ, ৪২৪৪; মুসনাদু আহমাদ, ৭৯৫২; ইমাম তিরমিযি رحمه الله বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[১০৬] ইবনু হিব্বান, ১৭৩৪, আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه হতে, সালাত অধ্যায়, সহীহ।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

কারও নিকট সাহায্য চাইবেন না, কারও প্রতি নির্ভরশীল হবেন না। বিষয়টি বুঝার জন্য ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর দুআ থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। তিনি অনেক সময় সিজদায় এই দুআটি পাঠ করতেন,

اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجُودِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنِ الْمَسْأَلَةِ لِغَيْرِكَ

হে আল্লাহ, আপনি আমার চেহারাকে যেভাবে আপনি ব্যতীত অন্য কারও সামনে সিজদাবনত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করেছেন, এমনিভাবে অন্যের নিকট চাওয়া থেকেও আপনি আমাকে বিরত রাখুন।[১০৭]

ভাবুন, আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট। বাকি সবাই মাখলুক, তারাও আপনারই মতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তারা আপনাকে কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, যদি হেড-কোয়ার্টারে অর্ডার না হয়, যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। সুতরাং আগে মালিককে রাজি করব। যেকোনো কাজে মালিক রাজি হন কীসে, আল্লাহ খুশি কীসে, সেটা আগে করে এরপর 'মাধ্যম' ব্যবহার করব। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয়, পরিবার থেকে চাকরি-ব্যবসা, সবখানেই।

ধরুন, এক বাচ্চা আরেক বাচ্চাকে ধরে মেরেছে। এখন নিজেও ভয়ে আছে কখন ও শোধ নেয়। যে বাবার সাথে বের হয়েছে বাজারের উদ্দেশে। কলিজা এতবড়, সাথে বাবা আছে, পারলে আয়। সিজদায় গিয়ে ঐ বাচ্চার মতো কলিজা বড় করুন, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, যিনি 'কুন' বললেই হয়ে যায়, যাঁর ইচ্ছাই সবকিছুর অস্তিত্ব। ইচ্ছা করলেই ঘটে যায় ঘটনা, তিনি আপনার অভিভাবক, আর কী লাগে।

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

☑ আমি নিজেকে অন্যের নিকট চাওয়া কিংবা আশা করা হতে বিরত রাখার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমার তাকদীরে যা কিছু নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার জন্য অন্যের দুয়ারে ধর্না দেয়া হতে নিজেকে বিরত রাখব। আমার ইযযাত সম্মান কোনো সৃষ্টির সামনে নয়, বরং স্রষ্টার সামনে লুটিয়ে দিয়ে কেবল তাঁরই কাছে মিনতি করব।

৬. শয়তানকে পরাজিত করার আনন্দ

আপনাকে সালাতে মগ্ন দেখে পরাজয়ের গ্লানিতে শয়তান মাথা চাপড়ে আর্তনাদ করে।

[১০৭] আবু নুআইম ইসফাহানি, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৯/২৩৪।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

হই সিজদায় গিয়ে সেই বুক চাপড়ানোর আওয়াজ অন্তরের কানে শুনতে থাকুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদাবনত হয়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায় দুর্ভাগ্য! আদম সন্তানকে সিজদার আদেশ করা হয়েছে আর সে সিজদা করেছে। এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হলো। আর আমাকে সিজদার জন্য আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হলো।"[১০৮]

আল্লাহর শত্রুকে ধুলিসাৎ করার উল্লাস অন্তরে নয়, বরং প্রতিটি কোষে কোষে অনুভব করুন। আপনাকে গুনাহে লাগিয়ে দিয়ে সেও উল্লাস করেছে। আজ আপনার বিজয়ের দিন, তার হৃদয়-পোড়া গন্ধ আপনার জন্য আগরবাতির সুবাস। সিজদার মূল্যায়ন যে এত বেশি, সিজদাকারী যে আল্লাহর এতটা নিকটতর, এর একটা কারণ এটাও।

সিজদার যিকর ও দুআ

সিজদাহ কতটা দীর্ঘ হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিজদার দৈর্ঘ্য ছিল পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ। এ ব্যাপারে আয়িশা রা. বলেন,

"রাত্রিকালীন সালাতে তিনি এমন দীর্ঘ সিজদাহ করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়ে ফেলতে পারে।"[১০৯]

এত দীর্ঘ সময় নিয়ে সিজদাহ করতে না চাইলে না করুন, কিন্তু একেবারে ঠুক করে মাথা ঠুকে উঠে যাওয়াও নিষেধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"তোমরা রুকু এবং সিজদাহ পূর্ণরূপে আদায় করো। সালাতে যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে রুকু ও সিজদাহ আদায় করে না, তার উদাহরণ ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো, যে এক বা দুটি খেজুরের বেশি কিছু খায়নি। (চরম ক্ষুধায়) এই দুটি খেজুর তার কোনো কাজে আসে না।"[১১০]

মানুষ যখন চরম ক্ষুধা নিয়ে মাত্র একটি বা দুটি খেজুর খায়, তখন তাঁর ক্ষুধাও মেটে না। আবার খেজুরের কোনো স্বাদও সে উপভোগ করতে পারে না। তাড়াহুড়ো করে সালাত আদায়কারীর অবস্থাও ঠিক তেমন। এতে সে সালাতের স্বাদও অনুভব করতে

[১০৮] মুসলিম, ৮১, আবু হুরাইরা রা. হতে, ঈমান অধ্যায়।

[১০৯] বুখারি, ১১২৩, বিতর অধ্যায়।

[১১০] মুসনাদু আবি ইয়ালা, ৭১৮৪, আবু আব্দুল্লাহ আশআরি রা. হতে, ইমাম হাইসামীর মতে সনদ হাসান সহীহ।

পারল না, আবার সালাতের মধ্যে উপকারিতা রয়েছে তা লাভ করতেও ব্যর্থ হলো। এই বিহ্বলতার বরং অনেক সময় তাকে সালাত একেবারে সংক্ষিপ্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে, অলসতার কুমন্ত্রণা দেয়।

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে কাকের মতো ঠোকর দিতে নিষেধ করেছেন।[১১১] অর্থাৎ, খাদ্য গ্রহণের সময় কাক যেমন দ্রুতগতিতে ঠোকর দিয়ে খাদ্য তুলে নেয়। হাদীসে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, কোনোরকমে দায়সারা সিজদা করতে নিষেধ করা। কারণ, সিজদার গিয়ে তাড়াহুড়ো করে কয়েকবার তাসবীহ পড়ে উঠে যাওয়া অনেকটা কাকের ঠোকর দেওয়ে খাবার খাওয়ার মতোই।

দ্রুত রুকু-সিজদাহ আদায়কারীর নিন্দা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন,

"যে ব্যক্তি রুকু এবং সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না, তার সালাত পূর্ণ হয় না।"[১১২]

একবার জনৈক সাহাবিকে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি ঠিকমতো রুকু-সিজদাহ থেকে সোজা হচ্ছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সতর্ক করে বললেন,

"যে ব্যক্তি (রুকু ও সিজদাহ হতে) সোজা হয় না। তার সালাত আদায় হয় না।"[১১৩]

অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে কয়েকটি জিনিস করতে হবে—একেবারে সংক্ষিপ্ত সিজদাহ না করা, 'ন্যূনতম' তিন তাসবীহ পরিমাণ সিজদায় থাকা, সিজদায় গিয়ে পিঠ টান রেখে, সিজদাহ থেকে সোজা হয়ে বসা। এবার চলুন নবিজির সিজদার আবহ ও সুরভিতে মাতোয়ারা হই। চলুন দেখি সিজদায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন দুআ পাঠ করতেন।

১.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

আমার সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[১১৪]

সবচেয়ে নিচু অবস্থানে গিয়ে, নাকে খৎ দিয়ে, মাটিতে লুটিয়ে এই তাসবীহ পড়ে

[১১১] সুনানু আবী দাউদ, ৮৬২, আব্দুর রহমান বিন শিবল رضي الله عنه হতে, সালাত অধ্যায়, সনদ হাসান।
[১১২] নাসাঈ, ১০২৭। আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে, সালাত অধ্যায়।
[১১৩] ইবনু হিব্বান, ১৮৯১, আলি বিন শাইবান رضي الله عنه হতে, সনদ সহীহ, সিফাতুস সালাত অধ্যায়।
[১১৪] নাসাঈ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান رضي الله عنه হতে, সালাত অধ্যায়, সনদ সহীহ।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

আপনি আপনার রবের উচ্চতা ও মর্যাদার ঘোষণা দিচ্ছেন। আনুগত্যের এক অনুপম প্রদর্শনী এই সিজদাহ। কারণ, এই তাসবীহ পাঠের সময় নিজের চেহারাকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে রেখেছেন। আর নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে আপনি আপনার রবের উচ্চতা বর্ণনা করছেন। ইতিপূর্বে রুকুতে যেমন আল্লাহর দরবারে শির ঝুঁকিয়ে বিনম্রচিত্তে তাঁর যিকর করেছেন, সিজদাতেও অনুরূপ যিকর করা চাই। একই সাথে আল্লাহ তাআলার এমন সব বিষয় হতে তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা আমরা দিচ্ছি, যার সাথে সত্তা কিংবা গুণগতভাবে তাঁর কোনোরূপ সাদৃশ্য নেই, যেসব বিষয় তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলির সাথে মানানসই নয়।

২.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

হে আল্লাহ, আমার গুরু এবং লঘু, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।[১১৫]

৩.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَأَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ, আপনি আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজের সীমালঙ্ঘনকে মার্জনা করে দিন। এসব বিষয়ে আমার চেয়ে আপনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরের ও রসিকতামূলক অপরাধ এবং আমার ইচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে সব রকমের অপরাধগুলো (যা আমি করেছি) মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আমি আগে-পরে, গোপনে-প্রকাশ্যে যত গুনাহ করেছি, আপনি সব মাফ করে দিন। আপনিই আমার ইলাহ (একমাত্র উপাস্য), আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।[১১৬]

নিজের গুনাহ ও ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সিজদায় বারবার দুআ দুটি পাঠ করতে

[১১৫] মুসলিম, ৪৮৩, আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে, সালাত অধ্যায়।
[১১৬] মুসলিম, ২৭১৯, আবু মুসা আশআরী رضي الله عنه হতে, যিকর ও দুআ অধ্যায়; তিরমিযি, ৩৪২৩, আলি رضي الله عنه হতে, দুআ অধ্যায়, সনদ হাসান সহীহ; দুআর শেষ বাক্যটি তিরমিযি হতে সংযুক্ত। মুসলিমে তা নেই। পূর্ণ দুআটি এক সনদে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় না। দুটি হাদীস থেকে নিয়ে বানানো। সালাফদের মধ্যে এ ধরনের প্রচলন ব্যাপক ছিল।

থাকুন। আন্তরিক বদনে নিজের জীবনকে অপচয় করার অনুতাপ ফুটে উঠুক, লজ্জা ও অনুশোচনা জেগেছে কণ্ঠে স্মরণ করুন অতীত গুনাহের কথা। মূলত এই অনুশোচনাই হলো তাওবা। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, সে নিষ্পাপ শিশুটির মতো বেরিয়ে আসবে পূতঃপবিত্র হয়ে।

মনে রাখবেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষমার ঘোষণা পাওয়া সত্ত্বেও সিজদায় বারবার দুআ দুটি পাঠ করতেন। এগুলোই আল্লাহ তাআলার প্রতি নিঃশর্ত দাসত্ব, আনুগত্য আর মুখাপেক্ষিতার বহিঃপ্রকাশ, যা আল্লাহ তাআলার অনুকম্পা লাভের মূল চাবিকাঠি। সিজদায় এ দুআ দুটির প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখার চেষ্টা করুন।

৪.

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

হে আল্লাহ, আপনারই উদ্দেশে আমি সিজদাহ করলাম। আপনারই প্রতি ঈমান আনলাম। আপনারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার উদ্দেশে সিজদাবনত হয়েছে যিনি তাকে (মুখমণ্ডলকে) সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন। আর তাতে কান ও চোখ (সৃষ্টি করে উত্তমরূপে) বসিয়ে দিয়েছেন। বিপুল বরকতের অধিকারী আল্লাহ, যিনি কতই না উত্তম সৃষ্টিকর্তা।[১০৮]

লজ্জা ও অনুশোচনা নিয়ে এই দুআটি বারবার পাঠ করুন আর চিন্তা করে দেখুন, অন্যায়ে ডুবে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে কতশত নিয়ামত দান করে রেখেছেন। আর তাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহের বদলা হিসেবে আপনি কেমন মন্দ কাজই করে যাচ্ছেন। এই অনুভূতিটুকু অন্তরে তুলতে পারলে মনিবের সামনে আপনি যে সিজদাহ দিচ্ছেন, তা গতানুগতিক সিজদাহ থেকে আলাদা ঠেকবে এবং আপনার সিজদাহ পবিত্র হবে। তখন আপনি সিজদায় একেবারে নুয়ে পড়বেন এবং উপলব্ধি খুঁজে পাবেন। সিজদাকে আরও দীর্ঘ করার এক তীব্র বাসনা আপনাকে আচ্ছন্ন করে নেবে। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের স্মরণ করতে গিয়ে আপনি যখন তাঁর দেয়া চোখ, কান আর সুন্দর চেহারার কথা বললেন, তখন একটু ভেবে দেখুন তো, আপনাকে যদি নিজের একটি অঙ্গের জন্য অন্ধত্ব বরণ করে নিতে হয়, কেমন হবে সে অন্ধকার জগৎ? কিংবা মনে করুন, ভয়ানক দুর্ঘটনায় কোনো

[১০৮] মুসলিম, ৭৭১, আলি ইবনু আবী তালিব রা. হতে, মুসল্লিদের সালাত অধ্যায়।

[illegible] মতো কিছু সময়ের জন্য আপনিও বধির হয়ে গেলেন। কেমন কাটবে সে জীবন? একটু কল্পনা করলেই আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রতি আপনার ভেতরটা কৃতজ্ঞ হবে আপনার পুরো অস্তিত্ব।

৫.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আপনার নিকট আপনারই (অসন্তুষ্টি হতে) আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনার প্রশংসার হিসাব করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনি নিজে আপনার যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করেছেন, আপনি ঠিক তদ্রূপ।[১০৯]

সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি দুটি বিপরীত ও বিরোধী শব্দ। শাস্তি ও ক্ষমাও ঠিক তাই। আপনি এই দুআর মাধ্যমে তাঁর কাছে তাঁরই এসব বিষয় হতে আশ্রয় কামনা করছেন, অন্য কারও কাছে নয়। অনেকটা মা মারলে সন্তান আরও বেশি করে মাকে জড়িয়ে ধরে, তেমন করে।

'لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ' (আপনার প্রশংসার হিসাব করা আমার পক্ষে সম্ভব না) এর অর্থ হলো, আপনার প্রশংসা করার মতো সামর্থ্য ও যোগ্যতা কোনোটিই আমার নেই। 'أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ' (আপনি নিজে আপনার যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করেছেন, আপনি ঠিক তদ্রূপ)। বরং এর অর্থ হলো আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যথাযথভাবে তাঁর প্রশংসা করতে সক্ষম নন। সাধারণত মানুষের নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করলে দয়া ও অনুগ্রহের সম্ভাবনা থাকে। সৃষ্টির নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করলেই যদি এত সুবিধা পাওয়া যায়, তাহলে মহান স্রষ্টার সামনে নিজের অক্ষমতা পেশ করলে কী হতে পারে? যেহেতু আল্লাহ তাআলার গুণের কোনো অন্ত নেই, তাই গুণগানেরও কোনো সীমা নেই। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যত বেশি, দীর্ঘ ও পরিপূর্ণরূপেই করা হোক না কেন, তিনি তা হতেও অনেক অনেক বড় অন্তহীন মর্যাদা ও মহত্ত্বের অধিকারী।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[১০৯] মুসলিম, ৪৮৬, আয়িশা রা. হতে, সালাত অধ্যায়।

আলোকদ্যুতি: সালাফদের সিজদাহ

☑ মি'যাদ বিন ইয়াযিদ ইজলি ﵀ সিজদায় এই দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِالْيَسِيرِ

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আরামের নিদ্রা হতে নিরাময় দান করুন। (যেন বেশি বেশি ইবাদাত করতে পারি।)"

এই বলে তিনি সালাতে সময় কাটিয়ে দিতেন।[১১৯]

☑ মুসলিম বিন ইয়াসার ﵀ সিজদায় দুআ করতেন,

مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ

"(হে আল্লাহ) যেদিন আপনার সাথে সাক্ষাত করব, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।"

তিনি সালাত পরবর্তী দুআতেও এ কথা বলতেন।[১২০]

☑ উতবাতুল গুলাম বিন আবান ﵀ নিজেকে তুচ্ছ হিসেবে মিটিয়ে দিয়ে সিজদায় দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ احْشُرْ عُتْبَةَ بَيْنَ حَوَاصِلِ الطَّيْرِ وَبُطُونِ السِّبَاعِ

"হে আল্লাহ, হাশরের দিন পশুপাখির উদর হতে আপনি উতবার পুনরুত্থান ঘটাবেন।"[১২১]

☑ আব্দুল আ'লা তাইমী ﵀ তার সিজদায় এই দুআ পাঠ করতেন,

رَبِّ زِدْنَا لَكَ خُشُوعًا كَمَا زَادَ أَعْدَاؤُكَ لَكَ نُفُورًا، وَلَا تُكِبَّ وُجُوهَنَا فِي النَّارِ مِنْ بَعْدِ السُّجُودِ لَكَ

"হে রব, যেভাবে আপনার শত্রুরা আপনার প্রতি বিদ্বেষ বাড়াতে থাকে, সেভাবে আপনি আমাদের মাঝে আপনার ভয় বৃদ্ধি করে দিন। আর আপনার দরবারে সিজদাবনত হওয়ার পর আমাদের চেহারাগুলো জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না।"[১২২]

[১১৯] আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/১৫৯।
[১২০] আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২/২৯১।
[১২১] আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮/২২৯।
[১২২] আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৫/৮৮।

☑ মুসা কাযিম ﵀ একবার রাতের শুরুতে (ঈশার পরপর) মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। এ সময় সিজদায় তাকে বলতে শোনা যায়,

عَظُمَ الذَّنْبُ عِنْدِي، فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ، يَا أَهْلَ التَّقْوَى، وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ

"আমার নিকট গুনাহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে আপনার নিকট উত্তম ক্ষমার ব্যবস্থা রয়েছে। হে ভয় ও ক্ষমা করার একমাত্র যোগ্য সত্তা।"

এই দুআ বারবার পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেল।[১২৩]

☑ আবুদ দারদা ﵁ বলেন: একদিন রাতে আমি মাসজিদে গেলাম। মাসজিদে প্রবেশ করে সিজদারত জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলাম, তিনি বলছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرْنِي مِنْ عَذَابِكَ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، لَا مُذْنِبٌ فَأَعْتَذِرَ، وَلَا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرَ، وَلَكِنْ مُذْنِبٌ مُسْتَغْفِرٌ

"হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি একজন ভীত সন্ত্রস্ত মুক্তি কামনাকারী। আপনি আমাকে আপনার আযাব হতে মুক্তি দিন। আমি একজন দরিদ্র ভিখারি। আপনি আপনার অনুগ্রহে আমাকে রুজি দান করুন। আমি এমন অপরাধী নই, যে অজুহাত দাঁড় করায়। এমন শক্তিশালী নই, যে প্রতিশোধপরায়ণ হয়। আমি তো এমন এক অপরাধী, যে শুধুই ক্ষমার ভিখারি।"

পরদিন সকাল হতেই আবুদ দারদা ﵁ তাঁর সঙ্গীদের দুআটি শিক্ষা দেন (এতো পছন্দ হয়েছিল তাঁর)।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

[১২৩] ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/২৭১, মুসা কাযিমের জীবনী।

☑ শাইখ আবু উসামা মাকদাসী رحمه الله বলেন, 'ফরাসি বাহিনী যে রাতে দিময়াত শহর হতে অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যায়, সে রাতে মানসূরা দুর্গ অবস্থিত আবুল দারদা মাসজিদের ইমাম স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "নূরুদ্দীন জিনকিকে আমার সালাম জানাবে আর এই সুসংবাদ দেবে যে, ফরাসিরা দিময়াত হতে পিছু হটেছে।" ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন, আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কারণে তারা পিছু হটেছে?" তিনি বললেন, কারণ সে তাল্লা হারিম যুদ্ধের দিন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে দুআ করেছিল,

اللَّهُمَّ انْصُرْ دِينَكَ وَمَنْ هُوَ مَحْمُودٌ الْكَلْبُ

"হে আল্লাহ, আপনি আপনার দীনের সাহায্য করুন। আর মাহমুদ নামক কুকুরটিকেও সাহায্য করুন।

পরদিন ফজরের সালাতের সময় নূরুদ্দীন জিনকি رحمه الله মাসজিদে আসলে ইমাম তাকে সুসংবাদ শোনালেন। কিন্তু 'মাহমুদ নামক কুকুর' কথাটি না বলে চুপ হয়ে গেলেন। নূরুদ্দীন জিনকি বললেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে যা বলার আদেশ করেছেন তার পুরোটা বলুন।" ইমাম তখন পুরো ঘটনা খুলে বললেন। নূরুদ্দীন رحمه الله বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।" এই বলে তিনি খুশিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলেন। এরপর ইমাম স্বপ্নে স্বপ্নে যা দেখেছেন তাই ঘটে।[১২৪]

দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়

এবার আপনি সিজদাহ হতে উঠে সোজা হয়ে বসুন। একটু ভাবুন, বৈঠকটির আগে একটি সিজদাহ রয়েছে, পরেও একটি সিজদাহ রয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই এর আলাদা কোনো তাৎপর্যও রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকে লম্বা সময় নিয়ে বসতেন। এই বৈঠকের রয়েছে একটা আলাদা স্বাদ ও ভিন্নতর এক মর্ম, যা রুকু ও সিজদাহ হতে একদম আলাদা। সাহাবি বারা ইবনু আযিব رضي الله عنه বলেন, "সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রুকু, সিজদাহ এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময় এবং রুকু

[১২৪] ইবনু কাসির, বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১২/৫২৪, ৫৬১ হিজরির আলোচনায়। কিছু তথ্যঃ ১. উল্লেখ্য যে ফরাসিরা ৫৬৫ হিজরিতে মিসরের উপকূলীয় শহর দিময়াত পঞ্চাশ দিন অবরোধ করে রাখে। ২. মানসূরা দুর্গ বর্তমান আলজেরিয়ায় অবস্থিত। ৩. মাহমুদ হলো নূরুদ্দীন জিনকি رحمه الله -এর মূল নাম। ৪. তাল্লা হারিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৫৫৯ হিজরির রমাদানে। নূরুদ্দীন জিনকির বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় তৃতীয় বোহেমন্ড।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

হতে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল।"[১২৫] শুরুর ঐ হাদীসেও আমরা ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, '...প্রশান্তি আসা অব্দি বসো।' দুই সিজদার মাঝে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরি করা ওয়াজিব, করতেই হবে। এসময় পঠিতব্য দুআটি পড়ে নিলে ওয়াজিবও একা একাই আদায় হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বৈঠকে বসে নিচের দুআটি পাঠ করতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে মার্জনা করুন, আমাকে সঠিক পথের দিশা দিন এবং রিযক দান করুন।[১২৬]

দুআয় উল্লেখিত পাঁচটি বাক্যের মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ চেয়ে ফেলেছেন কিন্তু আপনি। প্রতিটি বান্দা এই পাঁচটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী। কেবল তা-ই নয়, দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ হাসিল এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য এগুলো না পেলেই নয়। যেমন ধরুন—

১. রিযক, যা তার পার্থিব কল্যাণ বয়ে আনে।
২. নিরাপত্তা, যা তাকে পার্থিব-অপার্থিব অকল্যাণ হতে রক্ষা করে।
৩. হিদায়াত, যা তার আখিরাতের কল্যাণ বয়ে আনে।
৪. ক্ষমা, যা তাকে আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ হতে রক্ষা করে এবং
৫. দয়া (রহমত), যাতে উপরের সবকটিই অন্তর্ভুক্ত।

আরেক রিওয়ায়াতে দুটি অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي

আমাকে (হিদায়াতের পথে থাকতে) বাধ্য করুন, আমার মর্যাদাকে সুউচ্চ করুন।

দুই সিজদার মাঝখানে দুআটি বারবার পাঠ করার আরেকটি বিশেষ উপলক্ষ পাওয়া যায়। প্রথম সিজদাহ হতে উঠার পর অন্তরের একটি ভিন্ন অবস্থা তৈরি হয়। অন্তর তখন অতীতের অপরাধবোধে দংশিত হতে থাকে, আর চলমান অপরাধগুলোর অনুতাপ অন্তরকে পোড়াতে থাকে। ফলে এখন কিন্তু আপনার ক্ষমা লাভের আশা-সম্ভাবনাও আকাশচুম্বী। সুতরাং বারবার কাকুতিমিনতি করে আপনি চেয়ে নিচ্ছেন যা যা আপনার দরকার—ক্ষমা, রহমত, হিদায়াত, নিরাপত্তা, রিযক, হিদায়াতে অটল

[১২৫] বুখারি, ৭৯২, আযান অধ্যায়; মুসলিম, ৪৭১।
[১২৬] সুনানু আবী দাউদ, ৮৫০, ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে, সালাত অধ্যায়, সনদ হাসান।

থাকার নিশ্চয়তা, সম্মান—সবকিছুই।

এই দুআটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, আপনি যদি সালাতের অন্যান্য নফল দুআগুলো পড়তে নাও পারেন, তবে এই একটি দুআই আপনার দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ হাসিলের জন্য যথেষ্ট। সব ধরনের উপকার আপনি চেয়ে ফেলেছেন এই একটি দুআতেই। বিশেষ করে এক সাথে এক দিনে অনেক দুআ মুখস্থ করতে, পাঠ করতে বা মনে রাখতে যদি আপনার সমস্যা হয়, তাহলে সমস্ত আবেগ, অশ্রু ও ভক্তি এই দুআটির মধ্যে ঢেলে দিন।

আবূ মালিক আশআরী ﵁-এর পিতা ত্বরিক বিন আশয়াম ﵁ বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি যখন আমার প্রতিপালকের নিকট কিছু চাইব (দুআ করব) তখন কীভাবে বলব?" তিনি বললেন, "তুমি এভাবে বলো—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে মাফ করে দিন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং জীবিকা দান করুন।

আর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া সব আঙুল একত্র করে বললেন, এ শব্দগুলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাকে একসাথে করে তোমাকে দিবে।"'[১২৭]

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে ইসতিগফার পাঠ করা

কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বৈঠকে বারবার ইসতিগফার পাঠ করতেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে কাকুতি মিনতি করতেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

হে আমার রব, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। হে আমার রব, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। হে আমার রব, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন।[১২৮]

দুই সিজদার মাঝের সময় নিজেকে একটু কল্পনা করুন হিসেবের কাঠগড়ায়। ক্ষমার ঘোষণা যদি না আসে, মুখোমুখি হতে হবে কী মর্মন্তুদ শাস্তির! প্রিয় সালাত আদায়কারী ভাইবোনেরা আমার, মনে করুন আপনি হাঁটু গেড়ে নতমুখে বসে আছেন সেই

[১২৭] মুসলিম, ২৬৯৭, দুআ ও যিকর অধ্যায়।

[১২৮] সুনানু আবী দাউদ, ৮৭৪, হুযাইফা ইয়ামানী ﵁ হতে, সালাত অধ্যায়, সনদ সহীহ। হাদীসে দু' বার করে উল্লেখ রয়েছে। তিন বার নয়। তবে তিন বার বা এর বেশি পাঠ করতে কোনো সমস্যা নেই।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

রবের সামনে, যিনি আযীযুল কাহহার। জীবনভর আমরা তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করেছি, প্রবৃত্তির সাগরে গা ভাসিয়েছি, এমন কোনো অবাধ্যতা করতে বাকি রাখিনি, না জানি কত মানুষের পাওনা রয়ে গেছে আমার জিম্মায়। না জানি কী ভীষণ আদেশ জারি হবে আমার বিরুদ্ধে! অপেক্ষায় আছেন আপনি সেই গুরুদণ্ডের। ঠিক এমন সময় মুক্তি লাভের এক চিলতে আশা দেখা যাচ্ছে মনে হলো, দেখা যাচ্ছে মনে হলো দণ্ড লঘু হবার সামান্য সম্ভাবনা! কী করবেন এখন, নিশ্চয়ই লুফে নেবেন এই অভাবনীয় শেষ সুযোগটি, তাই না? ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়, সেভাবে সর্বশক্তি দিয়ে শেষ একবার আকুতি জানাবেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

হে আমার রব, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। হে আমার রব, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। হে আমার রব, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন।

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

আমি স্মৃতির পাতা উলটে নিজের গুনাহের খতিয়ান তুলে আনব। কী করিনি আমি! হারাম দৃষ্টিপাত, হারাম খাদ্য, সালাতে গাফলতি, অন্য মুসলিমের সাথে দুর্ব্যবহার, জীবনসঙ্গীর সাথে অবিচার, মায়ের সাথে কর্কশ ভাষায় চেঁচামেচি, গীবত... এ যে শেষ হবার নয়!

এগুলো যদি আমি মাফ করিয়ে নিতে না পারি, তাহলে কী ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে, তা একটু চিন্তা করি। চিন্তা করি দুনিয়াতে সংকীর্ণ জীবন, রোগ-শোক, পেরেশানি, মৃত্যুকষ্ট, কবরের আযাব, সাপ-পোকা-বিচ্ছু, হাশরের মাঠে এক মাইল দূরে থাকা সূর্য, প্রচণ্ড আফসোস, পিপাসা, পুলসিরাতে ধার, জাহান্নামের লেলিহান শিখা, পুঁজ-যাক্কুম... উফ! অস্ফুটস্বরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ৩ বার পাঠ করব—রাব্বিগফিরলি, হে রব, মাফ করে দিন। আর সেই মহান রবের দয়া ও অনুগ্রহের পানে চেয়ে বুকভরা আশা নিয়ে চলুন যাই পরের সিজদায়।

দ্বিতীয় সিজদাহ

এবার আবার আগের মতো করে সিজদায় গেলাম আমরা। ভেবে দেখেছেন, প্রতি রাকাআতে একটি মাত্র রুকু, আর সিজদাহ কিন্তু দুটি? এক রাকাআত সালাতে অন্যান্য সকল রুকন একবার করে হলেও সিজদাহ দুটি। সিজদার গুরুত্ব-মর্যাদা-ফযীলাত লাভের উসীলা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ সুযোগ বান্দাকে বেশি করে

দেয়া-ই হতে পারে এর কারণ।

সিজদাকে আপনি 'সালাতের তাওয়াফ' বলতে পারেন। হাজ্জের সময় আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্য লাভ হয় তাওয়াফে। ঠিক তেমনই সালাতে বান্দা আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে সিজদায়। দাসত্বকে অনুভব করার জন্য সিজদার ভূমিকা ব্যাপক। সালাতের বিভিন্ন রুকনের মধ্যে সিজদার ইতিহাস সবচেয়ে প্রাচীন। বিভিন্ন উম্মাতের মাঝে সালাতের পদ্ধতিতে নানারকম ভিন্নতা থাকলেও সিজদার বিধানটি অভিন্ন ছিল।[৯৯] মর্যাদা ও অবস্থানের দিক থেকে সিজদার গুরুত্ব রুকুর চেয়ে বেশি।

একই কাজের পুনরাবৃত্তি

দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে মাথা উঠানোর পর আপনি প্রথম রাকাআতে যা যা করেছেন তার পুনরাবৃত্তি করুন। একই কাজ—যিকর, সূরা পাঠ, রুকু ও আবার সিজদাহ। এসবই হলো আপনার অন্তরের খোরাক, আত্মার খোরাক—যার কোনো বিকল্প নেই। সালাতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি অনেকটা খাবার খাওয়ার মতো। দস্তরখানে বসে আমরা যেমন উদরপূর্তি না হওয়া পর্যন্ত একের পর এক লোকমা খেয়ে যাই, তৃষ্ণা মেটাতে এক ঢোকের পর আরেক ঢোক পানি পান করতে থাকি। মনে করুন আপনি কোথাও খেতে বসেছেন। মাত্র এক লোকমা খাওয়ার পরই আপনার সামনে থেকে থালা সরিয়ে নেয়া হলো। এখন এই এক লোকমা খাবার আপনার কী কাজে দেবে? উলটো কখনো কখনো এই সামান্য খাদ্য ক্ষুধাকে আরো উসকে দেবে, বাড়িয়ে দেবে জঠরজ্বালা। ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রতিটি কথা ও কাজের অনুমোদিত পুনরাবৃত্তি দাসত্ব ও নৈকট্য লাভের মহিমাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ঈমান, মা'রিফাত ও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। মনোবল বেড়ে যায়, সংশয়ের গোলকধাঁধা ও অন্তরের অপরিচ্ছন্নতা স্পষ্ট হয়ে যায়। অনেকটা কাপড় কাচার মতো। একটু সময় নিয়ে বারবার করে কেঁচে

[৯৯] বিকৃত বাইবেলেও আপনি দেখবেন ঈসা আ. সিজদাহ দিয়ে প্রার্থনা করছেন। Gethsemane-এর বাগানে তিনি কীভাবে দুআ করেছিলেন ... and going a little farther, he fell on his face and prayed. [Matthew ২৬ : ৩৬ - ৩৯]

বিকৃত তাওরাতেও বিভিন্ন নবীদের প্রার্থনায় আমরা সিজদাহ খুঁজে পাই।

১. ইবরাহীম আ.... Then Abram fell on his face: and GOD said to him... [Genesis ১৭ : ১ - ৪]

২. মূসা ও হারুন আ. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the door of the tent of meeting, and fell on their faces. [Numbers ২০ : ৬]

৩. ইউশা আ. ...And Joshua fell on his face to the earth and worshipped... [Joshua ৫ : ১৩ -১৪]

এমনকি বিভিন্ন মূর্তিপূজক জাতির মধ্যেও 'সাষ্টাঙ্গে প্রণাম' অর্থাৎ ৮টি অঙ্গ মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম (পা-হাঁটু-হাত-বক্ষ-কপাল- দৃষ্টি) ভক্তির সর্বোচ্চ ভঙ্গি। যা সিজদারই অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার।

...ধুলেই ঝকঝকে পরিষ্কার।

প্রথম রাকাআতের সুযোগ লাভের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যেন সালাতে দ্বিতীয় রাকাআতটি। প্রথম রাকাআতে আপনার যেসব ঘাটতি রয়ে গেছে, তা পূরণ করার জন্যই যেন দ্বিতীয় রাকাআতের সুযোগ। আর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত যেন প্রথম দুই রাকাআতের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার অবকাশ। তবে সালাতে ঘাটতির ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। সালাতে অযত্নের ব্যাপারে হাদীসে যে কঠোর কথা এসেছে, তার উপযুক্ত যেন না হয়ে যায় আমার কষ্টের সালাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“মানুষ ষাট বছর যাবৎ সালাত আদায় করে, কিন্তু তার সালাত কবুল হয় না। সে হয়তো রুকু ঠিকমত আদায় করল, কিন্তু সিজদাহ ঠিকমত আদায় করে না। আবার ঠিকমত সিজদাহ করলে রুকু ঠিকমত করে না।”[১০০]

সালাতে এভাবে একাধিক রাকাআতের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার বিরাট এক হিকমাহ তথা প্রজ্ঞাময় সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও বিধিবিধানের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বুঝতে গেলে সৃষ্টির চিন্তা ও বিবেচনা শক্তি কেবলই থমকে দাঁড়ায়। তাছাড়া সালাতে বান্দাকে বারবার সুযোগ দেয়া তাঁর পরিপূর্ণ দয়া ও অনুগ্রহেরই প্রকাশ। সালাত সম্পর্কে আমরা যা-ই ভাবি না কেন, এই ইবাদাত আমাদের সে ভাবনার চেয়েও উচ্চতা, মর্যাদা আর রহমের দাবিদার। তারপরও আমরা অধিকাংশ মানুষই তা ছেড়ে দিচ্ছি!

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[১০০] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ, ২৯৮৩, আবু হুরায়রা রা. হতে, সালাত অধ্যায়, সনদ হাসান পর্যায়ের

সালাতের প্রাণ খুযু ও খুশু

প্রিয় পাঠক,

[illegible]

[১১১] [illegible]

[illegible] সম্পর্কের (connection) অনুভব [illegible] সাথে সম্পর্ক [illegible] মনোযোগের সাথে [illegible] হয়।

সালাত শব্দের একটি অর্থ 'সংযোগ' বা connection। বিশেষ করে [illegible] صَلَاة এবং একই ধাতু থেকে [illegible] صِلَة (communication, connection, union, linkage), [illegible] 'সংযোগ' অর্থে বহুল ব্যবহৃত। এজন্যই ইসলামের প্রধান [illegible] 'আল্লাহর সাথে কানেকশন'-ও [illegible] জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে [illegible] সংযোগের প্রধান চর্চা। [illegible] ও ইবাদত। আর সালাত হলো এই সংযোগের [illegible] আমরা আল্লাহর সাথে সংযোগের [illegible] মাধ্যমে সারাদিন [illegible] ইসলামের বাকি সব হুকুম বেকার হয়ে যায়, ইসলামের [illegible] ছাড়া ইসলামের বাকি সব হুকুম [illegible] সাথে সম্পর্কহীন একটা মতবাদে পরিণত হয়ে যায়। এজন্যই [illegible] বলেছেন, 'ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য [illegible] সালাত ত্যাগ করা।'[১১২]

[illegible] যে আপনার কাছে ইসলাম কতটা গুরুত্ব রাখে! ইমাম [illegible] বলেন,

[illegible] নিকট সালাতের গুরুত্ব যতটুকু, ইসলামের গুরুত্বও ঠিক ততটুকু। [illegible] প্রতি মানুষের যতটুকু আকর্ষণ পাওয়া যাবে, বুঝে নিতে হবে ইসলামের [illegible] ঠিক ততটুকুই আকর্ষণ রয়েছে। অতএব হে আল্লাহর বান্দা, আপনি [illegible] নিজের অবস্থা বিবেচনা করুন। আর সাবধান! ইসলামের গুরুত্ব ও [illegible] মহান আল্লাহর সাথে আপনার সাক্ষাত না হয়। কারণ, [illegible] আপনি যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, আপনার মাঝে ইসলামের [illegible] ঠিক ততটুকু রয়েছে।[১১৩]

[illegible] জীবনযাপনের চালিকাশক্তি তার সালাত। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক [illegible] সার্থকতা, তবে সালাতই আমাদের প্রধান কাজ। যার সালাত [illegible] জীবন সুন্দর, সে সার্থক। অনেক সময় আমাদের জীবন এলোমেলো হয়ে [illegible] জীবনে হতাশা-শূন্যতা পেয়ে বসে। সব-ই আছে, তারপরও কী যেন [illegible] মনে হলে সালাত ঠিক করুন, আল্লাহর সাথে সংযোগ মেরামত করুন, [illegible] ঠিক হয়ে যাবে। সালাতের ভেতর আল্লাহর সাথে সংযোগ হলে তা সালাতের [illegible] আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে সংযোগের অনুভূতিতে। এজন্যই আল্লাহ

[১১২] মুসলিম, [illegible]

[১১৩] [illegible]

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত সকল অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[১৫৪] একদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বলা হলো:

— ইয়া রাসুলাল্লাহ, অমুক লোক তো সালাত পড়ে। আবার সালাত শেষ হলেই চুরি করে।

— সালাত পড়ুক। এই সালাতই তাকে চুরি থেকে ফেরাবে।[১৫৫]

অর্থাৎ, ৫ ওয়াক্ত সালাত আমাদের সালাতের বাইরেও প্রভাবিত করে বাকি জীবনকে বদলে দেবার কথা। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, সেটা হচ্ছে না। সালাত পড়ে উঠেই ঘুষ নিচ্ছে, সুদে কারবার করছে। সালাত পড়ে গিয়ে ওজনে ঠকাচ্ছে, হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এমন তো কথা ছিল না। কেন হচ্ছে এমন? কারণটা হচ্ছে, সালাতের উদ্দেশ্য ছিল যে 'সংযোগ', সেই সংযোগটা হচ্ছে না। কেবল উঠবস আর সূরা আওড়ানো-ই হচ্ছে। এর দ্বারা যে মহান স্রষ্টার সাথে অপার্থিব এক যোগাযোগের অনুভূতি দেহমনে ছড়িয়ে পড়বার কথা ছিল, তা আজ আর নেই। সালাতের দুই ডানা, দুটোই লাগবে উড়ে আরশে আযীমে পৌঁছতে—খুযু এবং খুশু। খুযু হলো দেহের স্থিরতা, আর খুশু হলো অন্তরের স্থিরতা।

খুযু: দেহের স্থিরতা

দেহের স্থিরতার ওপর মনের স্থিরতা অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার অন্তরের ধ্যানও শরীরকে স্থির করে রাখে। পরস্পরের পরিপূরক। সাহাবায়ে কিরাম এমনভাবে সালাত পড়তেন যে, পাখি গাছ মনে করে মাথায় এসে বসতো। রাতের আঁধারে শত্রু ধন্দে পড়ে যেত যে এটা গাছ না মানুষ? তির ছুঁড়ে নিশ্চিত হতো, তবু তাঁরা সালাত থেকে নড়তেন না। সালাতের মধ্যে আলি ﵁-এর শরীর থেকে তির বের করে ফেলা হলো, টেরই পেলেন না; অথচ একটু আগেই ব্যথায় সেটা কাউকে বের করতেই দিচ্ছিলেন না। আর আমাদের মশা-মাছি তাড়িয়েই সালাত কেটে যায়, চুলকোনি-দাড়িতে হাত বুলানো এসবেই সালাতের স্বাদ ছিনিয়ে নেয়।

➡ বিখ্যাত তাবিয়ি মুজাহিদ ﵀ বলেন, আবু বকর ﵁ ও আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন মনে হতো একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।[১৫৬]

➡ প্রখ্যাত তাবিয়ি আমাশ ﵀ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তাঁকে দেখে মনে হতো

[১৫৪] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৫।

[১৫৫] মুসনাদু আহমাদ, [illegible], ২/৫৫৩।

[১৫৬] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ৭৫২২।

যেন একটি পড়ে থাকা কাপড়।[১৫৭]

➡ আবু বকর ﵁-এর স্ত্রী উম্মু রুমান ﵁ বলেন, 'একবার আমি সালাতে দাঁড়িয়ে দুলছিলাম। আবু বকর তা দেখে এতো জোরে ধমক দিলেন যে, আমি সালাত ছেড়ে দেবার উপক্রম হলাম।'

➡ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা সালাতে ইয়াহুদীদের মতো দুলবে না।'

সুতরাং, স্থির দেহে স্থির মন। নড়াচড়া, হেলাদুলা থেকে সালাতকে সুরক্ষিত রাখা চাই। হাদীসে এসেছে—

"যে কেউ উত্তমরূপে ওযু করে দুই রাকাআত এমনভাবে পড়ে যে, অন্তর সালাতের প্রতি মনোযোগী থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও শান্ত থাকে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[১৫৮]

খুশু: অন্তরের স্থিরতা

স্বাভাবিকভাবেই অন্তর হলো দেহের বাদশাহ, অঙ্গের পরিচালক। অন্তর যখন বিনম্র ও একাগ্র হবে। তার সাথে সাথে মানুষের চোখ, কান ও চেহারাসহ সমস্ত অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ, খুযু নির্ভর করবে খুশুর ওপর। মানুষের অন্তরের ছটফটে অবস্থার জন্য খুশু এক মানসিক আরোগ্য। খুশু অন্তরকে তার ভুলভ্রান্তি ও উদাসীনতা সম্পর্কে সতর্ককারী, যাতে এসবের ফাঁদে পড়ে অন্তর বিগড়ে না যায়, অনাচারী না হয়। আর এসবের দরুণ আত্মার নৈতিক মৃত্যু না ঘটে।

এজন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশু-বিহীন অন্তর থেকে পানাহ চেয়েছেন। কারণ, যে অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও নম্রতা নেই, তার ইলম কোনো উপকারে আসে না। দুআ কবুল করা হয় না। তিনি আমাদের দুআ শিখিয়েছেন—

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইলম হতে, যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর হতে যাতে খুশু নেই, এমন অন্তর হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ হতে যা কবুল হয় না।[১৫৯]

খুশু কী? যে কোনো ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকার প্রধান মন্ত্র হলো 'খুশু বা নিবিড় একাগ্রতা'। প্রখ্যাত সাধক জুনাইদ বাগদাদী ﵀ বলেন, 'খুশু হলো সেই মহান সত্তার প্রতি

[১৫৭] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৩৩০৩।

[১৫৮] সুনানু আবী দাউদ, ৯০৬।

[১৫৯] মুসলিম, ২৭২২, যায়িদ ইবনু আরকাম ﵁ হতে বর্ণিত।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

অন্তরের বিনম্রতা, যিনি অদৃশ্যের সবকিছু জানেন।'[১৪০]

বিশেষ করে দ্বীনের পথে আহ্বানকারী দাঈদের জন্য তো খুশুর কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে দাওয়াতের ময়দানে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, দাঈগণের মধ্যে খুশু-র নিদারুণ সংকট তার অন্যতম কারণ। চারিদিকে গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় নিয়ে খুশু-র আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সংকট দিন দিন হচ্ছে গভীরতর। সংশোধনের পথ হচ্ছে দিনকে দিন ঝাপসা। হিদায়াত যেন সুদূর পরাহত। উলটো খুশুহীন এসব দীনিক দাঈদের গুনাহকে দ্বিগুণ করে দিচ্ছে। আর এটাই তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর ইসলামের শত্রুদের পাশাপাশি খোদ মুসলিমদের হাতেই ইসলামের কত বড় বড় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১৪১] এই হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সন্তানের খুশুর ব্যাপারে পিতামাতাকেও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। একবার মালিক ইবনু দীনার রহ. এক ব্যক্তিকে যাচ্ছেতাই ভাবে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি বললেন:

– লোকটি নিজের পরিবার পরিজনের প্রতি দয়া করল না।

– হে আবু ইয়াহইয়া,[১৪২] সে মন্দভাবে সালাত আদায় করছে। এখানে পরিবারের প্রতি দয়া করার কী আছে?

– সে তাদের অভিভাবক। তার কাছ থেকেই তো তারা শিখবে।[১৪৩]

তার মানে, খুশু শেখার বিষয়, শেখানোর বিষয়।

একটি সুস্পষ্ট হাদীস

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِي الثَّالِثَةِ: فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ لَهُ: « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

[১৪০] মাদারিজুস সালিকীন, ১/৫২৭।

[১৪১] বুখারী, ২৪০৯, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. হতে, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ অধ্যায়।

[১৪২] মালিক ইবনু দিনারের উপনাম।

[১৪৩] আবু নুআইম ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৮৫।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا »

এক ব্যক্তি মাসজিদে সালাত আদায় করছিল। আর তখন মাসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সালাত শেষে লোকটি এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি 'ওয়া আলাইকাস সালাম' বলে জবাব দিয়ে বললেন, 'আবার গিয়ে সালাত আদায় করো, কেননা তুমি সালাত আদায় করোনি।' ফিরে গিয়ে সে পুনরায় সালাত আদায় করল। সালাত শেষে আবার এসে নবিজিকে সালাম দিল। নবিজি বললেন, 'তোমার ওপরেও সালাম। আবার যাও, গিয়ে সালাত আদায় করো। কারণ, তুমি সালাত আদায় করোনি।' তৃতীয়বারে লোকটি বলল, 'হ্যাঁ রাসূলাল্লাহ, আপনিই আমাকে শিখিয়ে দিন।' তিনি বললেন:

- ☑ যখন তুমি সালাতে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে যাচ্ছ, তখন খুব ভালভাবে 'ওযু' করবে।
- ☑ এরপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে।
- ☑ তারপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার জন্য সহজ, সেটুকু তিলাওয়াত করবে।
- ☑ তারপর রুকু করবে যতক্ষণ রুকু অবস্থায় অন্তরের স্থিরতা (ইতমিনান) না আসে।
- ☑ এরপর মাথা উঠাবে, দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ প্রশান্তি না আসে।
- ☑ এরপর সিজদাহ করবে, যতক্ষণ সিজদায় প্রশান্তি না আসে।
- ☑ এরপর মাথা তুলে সোজা হবে এবং বসে থাকবে স্থিরতা আসা অবধি।
- ☑ এরপর আবার তৃপ্তি আসা পর্যন্ত সিজদাহ করবে।
- ☑ তারপর সিজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে স্থিরতা আসা পর্যন্ত বসবে।
- ☑ তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে তোমার পুরো সালাত পড়বে।[১৪৪]

সালাতে মনযোগী হওয়ার মূলমন্ত্র

প্রাণবন্ত সালাত ও এর প্রকৃত স্বাদ লাভের মূলমন্ত্র হলো নিজের অস্তিত্বের পুরোটুকু আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা। সালাত আদায়কালে যেমন কিবলা হতে অন্যদিকে চেহারা ঘুরানো জায়িয নয়, এমনিভাবে সালাতের মধ্যে আপনি আপনার অন্তরকেও

[১৪৪] বুখারি, ফাতহুল বারী, ৬২৫১; মুসলিম, ৯১১৭।

একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা কাজের প্রতি নিবদ্ধ করবেন না।

সালাত যেন একটা বন্ধ সিন্দুকের মতো, যেটা নির্দিষ্ট চাবি ছাড়া খুলবেই না। আর সে চাবিটা হলো—'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বাকি সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা।' ভেতর-বাহির বিলিয়ে পুরোপুরি তাঁর দিকে নিবিষ্ট না হওয়া অবধি সালাতের মূল রহস্য অধরাই রয়ে যাবে। ভরা গ্লাসে যেমন আগের পানি না সরিয়ে নতুন করে কিছু রাখা যায় না, তেমনিভাবে সালাতের সময় পার্থিব চিন্তা ও জীবিকার ফিকির থেকে অন্তরকে মুক্ত না করলে, তাতে সালাতের প্রকৃত স্বাদ আসে না। 'এসব থেকে মুক্ত' হৃদয়ে একনিষ্ঠ মনে জায়নামাযে দাঁড়াতে পারলে অন্তরে আলো ছড়ায় ঐশী নূর, আত্মায় টের পাওয়া যায় অসীম প্রশান্তি।

তাহলে এখন থেকে আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন, কাবা-কে আপনার চেহারা ও দেহের কিবলা বানিয়ে নিলেনই। এর সাথে কাবার মালিক মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতকে আপনার মন ও মননের কিবলা হিসেবে নিবদ্ধ করুন। মনকে বশ করে দিন, আটকে দিন। মনে রাখবেন, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি যতটুকু মনোযোগী হব, তিনিও আমাদের প্রতি (করুণা ও পুণ্য দানে) ঠিক ততটাই মনোযোগী হবেন। আর আমরা যদি মন ফিরিয়ে নিই, তিনিও মনোযোগ ফিরিয়ে নেবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

"আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ সে সালাতের মাঝে অন্য কোনোদিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা সালাত থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলে, আল্লাহ তাআলাও আপন মনোযোগ সরিয়ে নেন।[১০৬]

সালাতে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার তিনটি উদ্দেশ্য—

১.

আমি আমার মনকে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করব। যাতে তিনি আমার সালাতকে শয়তানের যাবতীয় দুরভিসন্ধি এবং কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা করেন। পাশাপাশি পার্থিব যে সকল বিষয় সালাতের পূর্ণ সাওয়াবকে বিনষ্ট করে দেয়, তা থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে:

"মানুষ সালাত শেষ করার পর তার জন্য সাওয়াবের এক-দশমাংশ লেখা হয়, এমনিভাবে কারও জন্য এক-নবমাংশ, কারও জন্য এক-অষ্টমাংশ, কারও জন্য এক-সপ্তমাংশ, এভাবে ব্যক্তিভেদে এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, আর কারও জন্য অর্ধেক সাওয়াব লেখা হয়।[১০৭]

এই সাওয়াব খুইয়ে বসা থেকে আল্লাহ যেন আমাকে রক্ষা করেন, সেজন্য আমি আমার মনকে আল্লাহ থেকে এক চুল নড়তে দেবো না।

২.

আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন এবং নৈকট্যলাভের আশা আমাদের আরেক উদ্দেশ্য। এমনভাবে ইবাদাত করব যেন আল্লাহ সামনেই উপস্থিত আছেন; আর আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। নিদেনপক্ষে এতটুকু অনুভূতি আনার চেষ্টা থাকবে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন।[১০৮]

৩.

সালাতে পঠিত কুরআনের আয়াত, তাসবীহ ও অন্যান্য যিকরের অর্থের প্রতি আমরা গভীর মনোযোগ দেবো। আল্লাহকে কী বলছি, তা বুঝে বলব। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে; সাথে একাগ্রতা ও মনোযোগের দায়িত্বও আদায় হয়ে গেল। উকবা ইবনু আমের জুহনী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"যে মুসলিম পরিপূর্ণ ওযু করে, অতঃপর সালাতে এমন ধ্যানের সাথে দাঁড়ায় যে, সে যা পড়ছে তা জানে, তবে সালাতের শেষে তার কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। সে এমন হয়ে যায় যেন তার মা তাকে আজই প্রসব করেছে।[১০৯]

ওপরের তিনটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখলে ধরে নেয়া হবে যে, আপনার সালাত আদায় সঠিক হয়েছে। এই সালাতের বিনিময়ে ঈমানের স্বাদে ধন্য এক বিশেষ জগতে আপনি পা রাখলেন।

https://t.me/
Islamic_books_as_pdf

[১০৬] নাসায়ি, ১১৯৫।

[১০৭] সুনানু আবী দাউদ, ৭৯৬।

[১০৮] হায়সামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/১৯৫।

[১০৯] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২/৩৯৯।

কালামুল্লাহ’র মায়ায়

তিলাওয়াত

মনে করুন, একজন লোক কোনো প্রতাপশালী বাদশাহের দরবারে সসম্মানে দাঁড়িয়ে। আর বাদশাহের পুরো মনোযোগ এখন তার দিকে, তার চাহিদা-প্রয়োজন শুনবেন, শুনে তা পূরা করে দেবেন। এমন সময়ে লোকটি যদি বাদশাহের দিকে মনোযোগ না দিয়ে ডানে-বামে তাকানো শুরু করে, আচার-আচরণে যদি প্রকাশ পায় যে সে মোটেই বাদশাহের দিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না; তাহলে বাদশাহের কেমন রাগ হবে! কী পরিমাণ নাখোশ হবেন ভাবুন?

তাহলে এবার চিন্তা করুন, বান্দা যদি সামনে দাঁড়িয়ে এমন করে, তাহলে আসমান-জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি সর্বোচ্চ আত্মমর্যাদার অধিকারী মহান রব্বুল আলামিন কী পরিমাণ নাখোশ হবার কথা! এই ভাবনা মাথায় রেখেই সালাতে তিলাওয়াত শুরু করুন। এমন যেন না হয় যে, আপনি মুখে তাঁর কাছে একের পর এক নিজের প্রয়োজন পেশ করে যাচ্ছেন, অথচ আপনার অন্তর সেখানে নেই। তা অন্য কোথাও ব্যস্ত। প্রথমেই পাঠ করুন,

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

শুরুতেই বিসমিল্লাহ পাঠের মহত্ত্ব বুঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শুরু করেছেন।[১৩৯] সমস্ত ভালো কাজের শুরুতে তো বটেই; এমনকি পানাহার, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি মানবীয় বিষয়ের শুরুতেও 'বিসমিল্লাহ' পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

এরপর সূরা ফাতিহা পড়বেন আপনি। সারাজীবন পড়তে পড়তে যেন মামুলি হয়ে গেছে সূরাটি। ইমামের পেছনেও সবচেয়ে কম মনোযোগ থাকে 'কুরআনের মা' মর্যাদাপ্রাপ্ত সূরাটি। অর্থ সবাই হয়তো কমবেশি জানি, কিন্তু কী পড়ছি, এর মর্যাদা কতখানি, এ ব্যাপারে জানাই হয়নি। নিদারুণ ঔদাসীন্য আর নির্লিপ্ততার শিকার কুরআনের এই মহান সূরা—উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, কুরআনে আযীম, সূরায়ে শিফা পড়ছেন এখন আপনি। যাকে বলা হয়েছে সমগ্র কুরআনের মা, অর্থাৎ কুরআনের সারবস্তু। পূর্ববর্তী কোনো আসমানী কিতাবে এর সমতুল্য কোনো সূরা ছিল না, উম্মাতে মুহাম্মাদিকে দেয়া আল্লাহর বিশেষ তোহফা এই সূরা। এ সূরা 'সূরায়ে শিফা', সর্বপ্রকার শারীরিক-মানসিক সুস্থতা এবং প্রশান্তির চাবি এই সাতখানি আয়াত।[১৪০] আনাস রা. থেকে বর্ণিত: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

« কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হলো 'الحمد لله رب العالمين' (সূরা ফাতিহা)।»[১৪১]

মাত্র সাত আয়াত বিশিষ্ট ছোট্ট এই সূরাটিই আপনাকে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৭ বার পাঠ করতে হচ্ছে। আর যদি ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি আগে-পরের সুন্নাত সালাতসমূহ গুরুত্বসহকারে আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন; তবে তো সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি। সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে, যদি আপনি নফল সালাতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন। কেন এই সূরাটির এতো দাম? এতো কেন এর মর্যাদা যে, একে বার বার পড়তে হয়? এটি ব্যতীত সালাতই বিশুদ্ধ হয় না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

« যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার সালাত আদায় হলো না।»[১৪২]

---

[১৩৯] সূরা ফাতিহার শুরুতে বিসমিল্লাহ সূরার মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত কিনা এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ও এক বর্ণনায় ইমাম হন 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার আয়াত নয়। তবে ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মতে 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার আয়াত। ইমাম বুখারী, [illegible], ১/৩৩৫, ৩৩৬। সিফাতুস সালাত অধ্যায়।

[১৪০] আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, "কোনো বান্দা যদি উত্তমরূপে সূরা ফাতিহা দ্বারা চিকিৎসা করে তবে সে [illegible] ফলাফল লাভ করবে। আমি নিজে মক্কায় একাধিকবার অসুস্থ বোধ করে চিকিৎসক ও চিকিৎসার অভাবে সূরা ফাতিহা দ্বারা চিকিৎসা করেছি এবং অসাধারণ ফল পেয়েছি। যারা বিভিন্ন যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, [illegible] আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ দেবো। এটি খুবই বেশ কার্যকর একটি প্রতিষেধক।" [illegible], ৩৮।

[১৪১] ইমাম হাকিম, মুসতাদরাক, ২০৫৬। আনাস ইবনু মালিক রা. হতে। আলবানি সহিহ, ১১৮৮। সনদ সহিহ। ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেন, [illegible] বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া গেলে তাকে আফযাল তথা সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ বলা হয়। [illegible], সাওয়াব ও উপকারিতা অন্যান্য সূরা থেকে বেশি হয়। সূরা ফাতিহা ব্যাপক অর্থ ও গুরুত্ব বহন করে। তাই এই সূরাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা বলা হয়। পক্ষান্তরে সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত তথা আয়াতুল কুরসিকে পুরো কুরআনের সর্দার বলা হয়। তুলনা দুটির আপেক্ষিক বিশ্লেষণ রয়েছে। বিস্তারিত: ইমাম মুনাওয়ী, ফায়যুল কাদির, ২/৪৬। ১২৮৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যা।

[১৪২] বুখারি, ৭৫৬; উবাদা ইবনুস সামিত রা. হতে; আযান অধ্যায়। মুসলিম, ৩৯৪।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

সূরা ফাতিহার ভেতর কী এমন আছে, যা অন্য সূরায় নেই?

সূরা ফাতিহা কুরআনের একমাত্র সূরা, যা সালাতে পাঠ করার সময় প্রতি আয়াতে আল্লাহ তাআলা আপনার তিলাওয়াতের জবাব দিয়ে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা রা. বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি, আর বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।

বান্দা যখন বলে	আল্লাহ তাআলার জবাব
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য	حَمِدَنِي عَبْدِي 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে
الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু	أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي 'আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে, গুণগান করেছে।
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ কর্মফল দিবসের মালিক	مَجَّدَنِي عَبْدِي আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে।
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি	এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (৬) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (৭)। আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, তাদের পথ নয় যাদের ওপর আপনার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে আর যারা পথভ্রষ্ট।	এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তা সে পাবে।[১৩৪]

প্রতিটি আয়াতের পর একটু থামুন, যেমনটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন। উম্মু সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রহমানির রহীম' বলে থামতেন। এরপর 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলে থামতেন।[১৩৫]

প্রত্যেক আয়াতের পর কান পেতে আপনার রবের উত্তরটুকু শুনুন। এক সেকেন্ড থেমে সালাতে আপনার রবের সাথে আপনার সংযোগ ও সংলাপকে অনুভব করুন। আমার রব আমাকে কথোপকথনের বাহন এই মহিমান্বিত সূরা দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর সাথে কথোপকথনের বাহন এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলতে চান। বার বার এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলতে চান, বার বার তিনি সুযোগ করে দিচ্ছেন তাঁর সাথে কথা বলার। দিনের পর দিন ধরে আমাকে-আপনাকে বার বার তিনি সুযোগ করে দিচ্ছেন তাঁর সাথে অন্তরঙ্গতার। কত বড় অনুগ্রহ, কত বড় তাওফীক হেলায়-উদাসীনতায় হারাচ্ছি আমরা।

সূরা ফাতিহা

বিসমিল্লাহ'র পর সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত হলো,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[১৩৪] মুসলিম, ৩৯৫, সহীহ সালাত অধ্যায়।
[১৩৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/৩০২; সুনানু আবী দাউদ, ৪০০১; তিরমিযি, ২৯২৭।

আরবিতে—

'الْحَمْدُ' (হামদ) মানে প্রশংসা করা,

'الشُّكْرُ' (শোকর) মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা সকৃতজ্ঞ প্রশংসা করা,

আবার 'الْمَدْحُ' (মাদ্হ) মানেও 'প্রশংসা করা'।

তো এই ৩ প্রকার প্রশংসার মধ্যে পার্থক্য কী? কেন আল্লাহ এখানে 'হামদ' উল্লেখ করলেন।

'শোকর' ক্রিয়াপদটি কোনো 'প্রাপ্তির বিনিময়ে' কৃতজ্ঞতাসূচক গুণগান ও প্রশংসার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।[১৫৫] আর 'মাদ্হ' হলো যদি কোনোরকম অনুরাগ কিংবা উদ্দেশ্য ছাড়া প্রশংসা।[১৫৬] কিন্তু 'হামদ' শব্দটি দ্বারা নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতাও বুঝায়, আবার আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশংসাও বুঝায়। ব্যাপক অর্থে দরুন আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলির প্রশংসার পাশাপাশি তাঁর নিয়ামাতের শুকরিয়াও আদায় হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, এই 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ—

১. মিযানের (আমল ওজনের) পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেবে।[১৫৭]

২. এটি সব দুআর মধ্যে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ দুআ।[১৫৮]

৩. যেকোনো নিয়ামাতের দরুন বলা 'আলহামদুলিল্লাহ'-টুকু সেই নিয়ামাতের চেয়েও উত্তম।[১৫৯]

[১৫৪] এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনুল কাসীরের মতামত সবচেয়েই গোলমেলে। তিনি বলেন, "উলামায়ে মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, হামদ হলো মৌখিক প্রশংসা। 'হামদ' বা প্রশংসা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব গুণাবলীর কারণেও করা হয় কিংবা অন্যের প্রতি করা তার কোনো অনুগ্রহের কারণেও করা হয়। তবে এটা কেবল মুখে করা হয়। বিপরীতে 'শোকর' বা কৃতজ্ঞতা কারও নিজস্ব গুণের কারণে করা হয় না। বরং কারও অনুগ্রহের প্রতিদানেই করা হয়। আর এটা কেবল মুখের দ্বারা নয়, বরং অঙ্গের মাধ্যমেও করা যায়।" তাফসীর ইবনি কাসীর, ১/৪২। সূরা ফাতিহা ১:২ এর ব্যাখ্যায়। উল্লেখ্য যে, ইবনু কাসীর 'বিসমিল্লাহ' কে সূরা ফাতিহার আয়াত হিসেবে গণনা করেছেন।

[১৫৫] এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাসীর লেখেন, 'الْمَدْحُ' (মাদ্হ) মূলত 'الْحَمْدُ' (হামদ) এর একটি সমার্থক শব্দ। অর্থ হলো প্রশংসা করা। তবে হামদ ও মাদ্হ' শব্দ দুটির ব্যবহারিক ক্ষেত্র ভিন্ন। 'الْمَدْحُ' (মাদ্হ) শব্দটি 'الْحَمْدُ' (হামদ) শব্দের তুলনায় ব্যাপক। কারণ 'الْمَدْحُ' (মাদ্হ) শব্দটি জীবিত কিংবা মৃত, প্রাণী কিংবা নিষ্প্রাণ যেমন খাবার বা কোনো সবকিছুর প্রশংসা। কারও নিজস্ব গুণ কিংবা উপকারের জন্য এবং উপকারের আগে কিংবা পরে সর্বাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে 'الْحَمْدُ' (হামদ) শব্দটি কেবলমাত্র জীবিত প্রাণীর জন্য ব্যবহার হয়। তাফসীর ইবনি কাসীর, ১/৪৩; সূরা ফাতিহা ১:২ এর ব্যাখ্যায়।

[১৫৬] মুসলিম, ২২৩। আবু মালিক আশআরী রা. হতে। পবিত্রতা অধ্যায়।

[১৫৭] তিরমিযি, ৩৩৮৩। জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. হতে। দুআ অধ্যায়। সনদ হাসান।

[১৫৮] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৪৪০৯। আবু উমামা রা. হতে। সুনানু ইবনি মাজাহ, ৩৮০৫। আনাস বিন মালিক রা. হতে। শিষ্টাচার অধ্যায়। সনদ হাসান।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

এগুলো তো সালাতের বাইরে পাঠের ফযীলত। তাহলে সালাতের ভেতর হামদ পাঠের সওয়াব কী বিপুল!

আপনি যে আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠ করতে পেরেছেন, তাও কিন্তু আল্লাহরই দেয়া অন্যতম একটি নিয়ামাত। একটু ভেবে দেখুন, আপনি আসলে নিজ থেকে আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠে সমর্থ ছিলেন না। তিনিই আপনাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন ধরুন, তিনি যদি সালাতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে হামদ পাঠ ফরয না করতেন, আপনার হয়তো নিজের গরজে হামদ পাঠ করাই হতো না। মূলত বান্দাকে দিয়ে আল্লাহ হামদ পড়িয়ে নিচ্ছেন, যাতে বান্দাকে মাফ করা যায়, বান্দার মর্যাদা ও সাওয়াব বৃদ্ধি করা যায়।[১৬০] কতই না সৌভাগ্যবান আমরা! মহান আল্লাহ তাআলা আপনার জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা বার বার তাঁর প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিয়ে নিচ্ছেন!

যখন একবার হামদ পাঠ করলেন, তখন একবার এই নিয়ামাত লাভ করার আনন্দে আরেকবার হামদ পাঠ করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে বান্দা যদি এই একটি মাত্র নিয়ামাতের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে গিয়ে সমস্ত নিঃশ্বাসও ব্যয় করে দেয়, তবুও নিয়ামাতটির তুলনায় তা নগণ্য। তবে আল্লাহ তাআলার দয়ার বর্ষণে এই হামদ পাঠ করার সাওয়াব এইসব নিয়ামাতের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, আল্লাহই বানিয়ে দেবেন বেশি।

আর হামদ পাঠ করার সময় পুরোপুরি সত্তার সাথে পাঠ করুন, মন যেন সায় দেয় জবানের সাথে। সুখ-দুঃখ, ভোগ-ত্যাগ, আরাম-ক্লেশ—সব অবস্থার জন্যই আল্লাহর প্রশংসা। আজকে যা আমার কাছে অপছন্দনীয়, হয়তো তার মধ্যেই বড় কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে; যা এই মুহূর্তে আমি টের পাচ্ছি না। আর শুধু না আওড়ে, শুধু মৌখিক উচ্চারণে আটকে না থেকে অস্তিত্বের গভীর থেকে হামদ পাঠ করুন। তবে এখানে আবার কথা আছে, চাইলেই কেউ অনুভবের সাথে হামদ পাঠ করতে পারে না। একজন বান্দা তার রবের প্রশংসায় ঠিক ততটাই উন্মুখ হবে, যতটা সে চিনতে পেরেছে তার রবকে, নিজের ভেতর রবের নিয়ামাতরাজিকে। বান্দার দিলে আল্লাহ তাআলার পরিচয় যত গভীর হবে, মা'রিফাত যত স্পষ্ট হবে, তার হামদে অনুভবের পরিমাণও ততটাই বৃদ্ধি পাবে। চলুন দেখে আসি এমন কিছু নিয়ামাত, যেগুলোকে আমরা আজকাল তেমন কিছু মনে না করলেও আমাদের সালাফদের অন্তরের গভীরতা ঠিকই সেগুলোকে চিনে নিয়েছে।

[১৬০] আল্লামা ইবনু কাসীর বলেন, 'الْحَمْدُ لِلَّهِ' (আলহামদু লিল্লাহ) শব্দ দুটির সম্মিলনে আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। আর এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাগণকে তাঁর প্রশংসা করার পদ্ধতি ও সঠিক শব্দ শিক্ষা দিয়েছেন। এই শব্দ ও বাক্য দ্বারা মহান আল্লাহ যেন এ কথাই বলছেন — "তোমরা বল 'الْحَمْدُ لِلَّهِ'। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।" তাফসীর ইবনি কাসীর, ১/৪২; সূরা ফাতিহা ১:২ এর ব্যাখ্যায়।

১. আনুগত্যের সুবর্ণ সুযোগ

বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত তাবিয়ি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহ.) একবার কোনো এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি ছিল অন্ধ, কুষ্ঠরোগী এবং বিকলাঙ্গ। এ অবস্থায় সে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলল। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহ.) এর একজন সঙ্গী বললেন, "তোমার কাছে আল্লাহ তাআলার এমন কী নিয়ামাত আছে যে, তুমি তাঁর প্রশংসায় হামদ পাঠ করছ?" প্রতিবন্ধী লোকটি বলল, "একটু শহরের দিকে চোখ বুলিয়ে দেখুন, কত লোক গিজগিজ করছে? অথচ এত লোকের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা আমাকে বেছে নিয়েছেন (তাঁকে স্মরণ করার সুযোগ দান করেছেন)। এর জন্য কি আমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করব না?"[১১১]

২. পুণ্যবানদের সান্নিধ্য

তাবিয়ি আবূ ওয়াইল (রহ.) বলেন, "আমি আর আমার ভাই একদিন পায়ে হেঁটে হাদীর রবী বিন খুসাইম (রহ.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মাসজিদে। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। এরপর বললেন,

– তোমরা কেন এসেছ?

– আমরা আপনার কাছ থেকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার আলোচনা শুনতে এসেছি আর নিজেরাও এ বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি। আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ তাআলার স্তুতি বর্ণনা করবেন আর আমরাও আপনার নিকট তাঁর প্রশংসা তুলে ধরব।

এ কথা শুনে তিনি দু হাত উঠিয়ে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য), তোমরা এ কথা বলোনি যে, আমরা আপনার নিকট (হারাম পানীয়) পান করতে এসেছি! আপনি নিজে পান করবেন, আমরাও আপনার সাথে পান করব! কিংবা এ কথা বলোনি যে, আমরা আপনার কাছে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে এসেছি! আপনি নিজেও ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন আর আমরাও আপনার দেখাদেখি ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ব। আর অন্যরাও তাই করবে!"[১১২] (অর্থাৎ আল্লাহর শোকর যে, তিনি তোমাদের মত সংসঙ্গীদের সাথে আমাকে রেখেছেন, বদলোক থেকে হিফাযত করেছেন)।

৩. নিষিদ্ধ বিষয় হতে হিফাযত

বিখ্যাত সালাফ হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) বলেন, "আমি বিখ্যাত তাবিয়ি আইয়ুব

[১১১] ইমাম বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৪১৭৭।

[১১২] ইমাম বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯১০১।

সখতিয়ানী (রহ.)-কে দেখেছি, তিনি মাথার ওপর হাত রেখে বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে যাবতীয় শিরক হতে মুক্ত করেছেন। আমার আর তাঁর মধ্যে 'আবু তামীমা' ব্যতীত আর কেউ নেই।"[১১৩] আবু তামীমা হলেন আইয়ুব সখতিয়ানী (রহ.)-এর পিতা।[১১৪]

৪. অনুগ্রহরাজি

বর্ণিত আছে যে, শিবলু মাদারি (রহ.) নামক জনৈক সালাফের একবার মাংস খাওয়ার শখ জাগল। তিনি (খুব ভোরে) মাংস ক্রয় করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে একটি শিকারি চিল তার হাত থেকে মাংসের থলে ছোঁ মেরে উড়াল দিল। তিনি সাথে সাথে সাওমের (রোজার) নিয়ত করে মাসজিদে চলে গেলেন।

এদিকে থলে নিয়ে উড়ে যাওয়ার পথে মাংসের দখল নিতে আরেকটি চিল উড়ে আসে। দুই চিলের ঝগড়ায় মাংসের থলেটি নিচে পড়ে যায়। আর এ ঘটনা ঘটে ঠিক শিবলু মাদারি (রহ.)-এর বাড়ির ওপরে। তার স্ত্রী মাংসের থলেটি কুড়িয়ে নিয়ে (নিজেদের থলে চিনতে পেরে) তা রান্না করলেন। সন্ধ্যায় ইফতারে শিবলু (রহ.) মাংসের তরকারি পেয়ে অবাক, "মাংস পেলে কোথায়?" স্ত্রী চিল দুটির লড়াইয়ের কথা খুলে বললেন। সব শুনে শিবলু (রহ.) কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। শিবলু তাঁকে ভুলে গেলেও, তিনি শিবলুকে ভুলেননি।"[১১৫]

অন্তর থেকে বস্তুবাদিতার পর্দা একবার সরে গেলে আপনি চারিদিকে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ছাড়া আর কিছুই দেখবেন না। মহান রবের এত এত গুণ, এত অনুদান আপনার চোখে পড়বে; কী দিয়ে এসবের শোকর করা যায়, তা ভেবেই কূল পাবেন না। আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের রহস্য উদ্ভাসিত হয়ে আপনাকে জড়িয়ে নেবে অবাক মুগ্ধতায়, সপ্রশংস বিহ্বলতায়। পাঠক, এবার তাহলে আপনার প্রতি আল্লাহর সব নিয়ামতকে স্মরণ করে, তাঁর নিঃস্বার্থ বদান্যতাকে স্বীকার করে অকুণ্ঠচিত্তে, শরীরের সব রোমকূপ থেকে বলুন,

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।

[১১৩] আবু নুআইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৩/১১।

[১১৪] আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে পিতার অবস্থান দু রকম। ১. সন্তান জন্মে আল্লাহর ইচ্ছায় পিতার ভূমিকা রয়েছে। তিনি মাধ্যম। ২. আল্লাহ তাআলা জাতির কাছে পিতার সন্তুষ্টির মাঝে নিজের সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন।

[১১৫] আবু নুআইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১০/১৬১।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

'رَبّ' (রব) শব্দের অর্থ হলো—অধিকারী ও অভিভাবক। তিনি সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব রাখেন। এখানে ر-ب-ب হচ্ছে শব্দমূল। যা অনেকগুলো অর্থ একসাথে বিভিন্ন বুঝায়। নিচের সবগুলো কাজ যিনি একসাথে করেন, তিনি হলেন রাব্ব—رب[১৬৬]

বিচ্ছিন্ন কিছুকে জমা করা (Gather), একত্র করা (bring together), নিজের ভেতর ধারণ করা, ধরে রাখা (hold within itself), পরিপূর্ণ করা (fill or compress), ভেতরে নিয়ে নেয়া (include; take in), লালনপালন করা (foster ; raise), উন্নতি করা, বাড়ানো (develop; increase; prosper), প্রভু, স্বত্বাধিকারী (lord ; master) নিয়ন্ত্রণ রাখা, কর্তৃত্ব রাখা (have control, authority, power over), নিয়ন্ত্রণ করা (to regulate or restrain), রাজত্ব করা, শাসন করা (to rule), মালিক, অধিকারী (holder ; owner ; possessor)। আল্লাহ সমস্ত জগত ও সৃষ্টির একক প্রতিপালক। তিনি একাই সকলের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করেন। তিনিই সকলের স্রষ্টা, রিযকদাতা। সমস্ত বিষয় সম্পাদনকারী। অস্তিত্ব দানকারী। প্রাচুর্য দানকারী।[১৬৭]

'الْعَالَمِينَ' (আলামীন) শব্দটি দ্বারা মানুষ, জিন, পশুপাখি, উদ্ভিদজগতসহ জানা-অজানা সকল জগতই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা এককভাবে সমস্ত জগতের প্রতিপালক।[১৬৮] তিনি মুমিনেরও রব, কাফিরেরও রব। কাফিরের অন্তর ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহ তায়ালার অধীনতা স্বীকার করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

"আসমানে আর জমিনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রতি সাজদায় অবনত হয়, এমনকি তাদের ছায়াগুলোও।[১৬৯] [সিজদার আয়াত][১৭০]

[১৬৬] https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/رب /

[১৬৭] শব্দটির একক ব্যবহার অনুযায় আল্লাহ তায়ালার জন্যই প্রযোজ্য। তবে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে তা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। যেমন 'رَبُّ الدَّارِ' (রব্বুদ-দার) বাড়ির মালিক, রাব্বুল মাল মানে পুঁজিপতি, রব্বুল বাইত মানে বাড়িওয়ালা ইত্যাদি। তবে শুধু 'رَبّ' (রব) শব্দটি কিংবা আল যোগে ব্যবহার হয় (الرب)। শব্দটি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। তাফসীরে ইবনে কাসির, ১/৪৪; সূরা ফাতিহা ১:২ এর ব্যাখ্যায়।

[১৬৮] আল্লামা ইবনুল কাসীর বলেন, 'الْعَالَمِينَ' শব্দটি 'عَالَم' শব্দের বহুবচন। বাংলায় 'عَالَم' শব্দের অর্থ পৃথিবী বা জগত করা হলেও পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টিকে 'عَالَم' বলা হয়। 'عَالَم' শব্দটির অর্থ নিজ থেকে বহুবচন। এর নিজস্ব বা সমার্থক কোনো একবচন হয় না। যা দ্বারা আরবিতে 'الْعَوَالِم' আল আওয়ালিম শব্দ দ্বারা জল-স্থল ও আকাশের বিভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি ও শ্রেণিকে বুঝানো হয়। ভিন্ন ভিন্নভাবে এদের প্রতিটি প্রজাতিকে 'عَالَم' "আলম" বলা হয়। তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/৪৪, ৪৫; সূরা ফাতিহা ১:২ এর ব্যাখ্যায়।

[১৬৯] সূরা আর-রাদ, ১৩ : ১৫।

[১৭০] আরবি উচ্চারণে পাঠ করলে তিলাওয়াতের সিজদাহ আদায় করতে হবে। বাংলা অনুবাদ পাঠ করলে বা আরবিতে মনে মনে পাঠ করলে সিজদাহ দিতে হবে না।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

আয়াতে উল্লেখিত 'وَظِلَالُهُم' (যিলালুহুম) 'তাদের ছায়াগুলো'র ব্যাখ্যায় হাসান বাসরি রহ. বলেন, "তুমি কি কাফিরদের বিষয়টা খেয়াল করেছ? তাদের ছায়া হলো তাদের দেহ। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (বৃদ্ধি, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে) আল্লাহর অনুগত। তবে অনুগত নয় তাদের অন্তর।" মুজাহিদ রহ. বলেন, "কাফিরের ছায়াও সালাত আদায় করে (রূপকার্থে), কিন্তু সে আদায় করে না।"[১৭১]

এবার পাঠক একটু চোখ বুজে 'রাব্ব' শব্দের সবগুলো অর্থ একসাথে অনুভব করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ আপনার কে হন? কী সম্পর্ক তাঁর সাথে আপনার? এই সম্পর্ক কতটা আপন, কতটা নিঃস্বার্থ—গভীরভাবে ভাবুন। মায়ের চেয়ে আপন তিনি। আর সতৃষ্ণ স্বরে বলুন—আমার রব, আমার রব... 'আমার'।

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু

এই আয়াতটি পাঠ করার পর আপনি একটু থামুন। যেমন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থামতেন।[১৭২] আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে প্রতি-উত্তরের জন্য থামুন। ইতিপূর্বে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, "বান্দা যখন বলে, الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু); আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে, গুণগান করেছে।"

'الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ' (তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু) আয়াতটি মূলত হামদ তথা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসারই রেশ। এতে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে। একারণেই এই আয়াতের জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে, গুণগান করেছে।" কারণ 'الثناء' (সানা) অর্থাৎ 'গুণগানসূচক বাক্য' তো প্রশংসা-ই। 'আলহামদুলিল্লাহ' হলো আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তার প্রশংসাপূর্ণ আয়াত। আর 'আর-রহমানির রহীম' হলো তাঁর গুণাবলির প্রশংসা-সংবলিত আয়াত। নিরন্তর প্রশংসিত তাঁর সত্তা ও গুণাবলি।

কুরআনের প্রতিটি আয়াতের অনুগত হওয়া ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। এই আয়াতের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব, তা হলো দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস লালন করা যে, আমরা যত নিয়ামত ভোগ করছি, তা কিছুই আমার কৃতিত্ব নয়, সবই 'রহমান ও রহীম' আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ। তাঁর রহমতের ব্যাপ্তি সবকিছুকে ঘিরে, প্রতিটি সৃষ্টিকে

[১৭১] জালালুদ্দীন সুয়ূতী, দুররুল মানসুর, ৪/৬৩০; সূরা আর-রাদ ১৩ : ১৫ এর ব্যাখ্যায়।

[১৭২] তিরমিযি, ২৯২৭; কিরায়াত অধ্যায়; সনদ হাসান সহীহ।

তিনি দয়া করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সুপথ দেখাতে যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা একান্তই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ। নবি-রাসূলগণকেও তিনি আমাদের ওপর দয়া করে পাঠিয়েছেন। তিনি দয়া ও অনুগ্রহ করে জান্নাত তৈরি করেছেন। আমরা তাঁর বানানো জিনিস। তিনি যদি উচ্ছন্নে যাবার জন্য আমাদের সবাইকে জাহান্নামে পোরাতে চান, তাঁর কোনো জবাবদিহি নেই, তা তিনি করতেই পারেন। এটা তাঁর অসীম দয়া যে, তিনি নবি পাঠান, কিতাব পাঠান। পাঠিয়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে সুখে সম্মান দিতে চান, আবার মৃত্যুর পর পুরস্কৃতও করতে চান।

এমনকি জাহান্নামও তাঁর দয়ার প্রকাশ। জাহান্নাম হলো তাঁর চাবুক, যা দিয়ে তিনি মুমিনদেরকে হাঁকিয়ে জান্নাতের পথে ধাবিত করেন। তাওহীদে বিশ্বাসী অপরাধী মুমিনদের পবিত্র করার জন্য কিছু সময়ের শোধনাগার হলো জাহান্নাম। আর তাঁর শত্রুদের তিনি সেখানে শাস্তি দিয়ে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দেন। আজ কাফিররা যেমন মুমিনদেরকে উপহাস করে, শারীরিক-মানসিকভাবে কষ্ট দেয়, জাহান্নামে তাদেরকে পুড়তে দেখে মুমিনরাও সেদিন উপহাস করবে। সুতরাং জাহান্নামও মুমিনদের জন্য অনুগ্রহ ছাড়া আর কী?

আচ্ছা, সব বাদ দেন। এই সালাতটাই কত বড় নিয়ামাত, ভাবুন একবার। এই যে নাপাক আমি মহান আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্তুতি বর্ণনা করতে পারছি, দুআ করছি, ক্ষমা চাচ্ছি, এটা-ওটা চেয়েই যাচ্ছি। এসব কি তাঁর একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ নয়। তাঁর কী দরকার আমাকে, আমাকে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল আমার ভালোর জন্য আপনেরও আপন 'আমার রব' আমাকে সুযোগ দিচ্ছেন। আমার মত কত লোককে তিনি মাসজিদের আশপাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষই তো, এমনকি অধিকাংশ মুসলিমই তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ থেকে নিজ থেকে বঞ্চিত! কত লোক দোকানের জন্য ওযুখানা থেকে পানি নেয়, মাসজিদের টয়লেটে এসে প্রয়োজন সারে, কিন্তু মাসজিদে ঢুকে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর তাওফীক পায় না। কিন্তু আপনি সেই কাঙ্ক্ষিত নিয়ামাত লাভ করছেন, কতটা খুশনসিব আপনি! যদিও সকলের প্রতিই আল্লাহ তাআলার কমবেশি দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু আপনি কি অনেকের থেকে একটু বেশিই পাচ্ছেন না?

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

যিনি কর্মফল দিবসের মালিক

আয়াতটি পাঠ করার পর আল্লাহ তাআলার উত্তরের জন্য একটু থেমে যান, অনুভব করুন তাঁর মায়াময় জবাব। রবের সাথে আপনার সংযোগ অনুভব করুন। আগেই

বলেছি, বান্দা যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (যিনি কর্মফল দিবসের মালিক), তিনি বলেন, "আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে।"

'مَالِك' (মা-লিক) শব্দের অর্থ হলো মালিক হওয়া, মালিকানা লাভ করা। বস্তুর ওপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা পাওয়া। তবে আল্লাহ তাআলার জন্য ব্যবহৃত 'مَالِك' (শব্দের) অর্থ হলো—এমন মালিক বা অধিপতি, যিনি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মুখাপেক্ষী নন। বরং সকল ব্যক্তি ও বস্তুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর প্রকৃত পক্ষে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সব কিছুর একক মালিকানার অধিকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য যখন 'মালিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন তা ব্যবহার হয় রূপকার্থে। আমরা সাধারণত 'مَالِك' মা-লিক শব্দটা একটু (এক আলিফ পরিমাণ) টেনে পড়ে থাকি। তবে কোনো কোনো বর্ণনাতে না টেনে শুধু (مَلِكِ يوم الدين) 'মালিকি ইয়াউমিদ্দীন'-ও পড়া যায়।[১৭৩]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, হিদায়াত বা সত্যের সন্ধান সমস্ত সৃষ্টিই পাবে। তবে কেউ যথাসময়ে লাভ করবে। আর কেউ সময় গড়িয়ে অসময়ে গিয়ে পাবে তার পরিচয়। কিয়ামাতের দিন সমস্ত সৃষ্টিই এ কথা মেনে নেবে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত মালিক। কিয়ামাতের দিন শিঙায় ফুঁ দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা বলবেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 'আজ রাজত্ব কার?' তাঁর সেই প্রবল প্রশ্নের উত্তরে সবাই নিরুত্তর থাকবে। এবার তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তরে বলবেন, لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ...প্রবল প্রতাপশালী এক আল্লাহর।[১৭৪]

পার্থিব জীবনে আমরা বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না। সাময়িক ক্ষমতার অধিপতিরা এটা বুঝতে চান না যে, তার এই ক্ষমতা তার নিজের না। এটা মহান আল্লাহ প্রদত্ত খিলাফাত বা দায়িত্ব। এবং এটা ভোগের জিনিস না, এটা তার পরীক্ষা। দেখবেন, প্রত্যেকে নিজেকেই এই নিয়ামাতের প্রকৃত মালিক মনে করে বসে আছে। এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় তো দূর কি বাত, উলটো দম্ভভরে যুলুম ও কুফরির পথ বেছে নিয়েছে একেকজন।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'মালিক' শব্দটিকে কর্মফল দিবস তথা কিয়ামাতের দিনের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। কারণ সেদিন আর কেউ মালিকানা নিয়ে আল্লাহর সাথে

---

[১৭৩] আল্লাহ তাআলার গুণ হিসেবে 'مَلِك' (মা-লিক) এবং 'مَالِك' (মালিক) উভয়ই কুরআনে রয়েছে। সূরা ফাতিহা ও সূরা নাস দ্রষ্টব্য। আল্লামা ইবনুল কাসির লিখেন, 'مالك' শব্দটি বিভিন্নভাবে পাঠ করার ব' পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুটি মত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ১. প্রচলিত 'مَالِك' (মা-লিক) উচ্চারণ। ২. 'مَلِك' (মালি উচ্চারণে। উভয় পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ। এতে অর্থ ও মর্মের তেমন কোনো তারতম্য হয় 'مالك' শব্দটি আরবি 'المِلْك' মূলশব্দ হতে উদ্ভূত। যার অর্থ মালিক হওয়া। মালিকানা লাভ করা। তাফসীর ই কাসির, ১/৪৯, সূরা ফাতিহা ১:৪ এর ব্যাখ্যায়।

[১৭৪] সূরা গাফির, ৪০ : ১৬।

https://t.me/
Islamic books as pdf

বিবাদে জড়াবে না। আজ ইহজগতে কত মানুষই তো আল্লাহ যুল-জালালের সাথে রাজত্ব-ক্ষমতা-ঐশ্বর্য-বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তিমত্তা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে আছে, অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে অস্বীকার করছে, প্রত্যাখ্যান করছে। কিন্তু সেদিন সবাই নতশিরে মেনে নেবে তাঁর একচ্ছত্র মালিকানা। অবসান হবে আল্লাহর ব্যাপারে নাস্তিক-সংশয়বাদীর সংশয়ের আর আল্লাহর ক্ষমতার ওপর সেক্যুলারদের স্পর্ধার।

এই আয়াতে কিয়ামাতের দিনটিকে 'কর্মফল দিবস' বা 'বিচার দিবস' বা 'প্রতিফল দিবস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সেদিন বান্দাদের ইহকালীন জীবনের পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করে তাদের যথাযথ প্রতিফল দান করা হবে। প্রতিষ্ঠা করা হবে ন্যায়বিচার, যে জাহান্নামে যাবে সেও বিচারের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে, নিজের ওপরেই আফসোস করবে। একথা বলতে পারবে না যে, আল্লাহ আমার ওপর যুলুম করে জাহান্নামে দিয়েছেন। আর এ কারণেই বিচার দিবসের মালিক হিসেবেও আল্লাহ প্রশংসিত। তিনি নিজেই বলেন,

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আর সেদিন তাদের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে বিচার-ফয়সালা করা হবে। আর তখন বলা হবে যে, যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।"[১৭৫]

আয়াতটি পাঠ করার সময় আপনি সেই দিনের বিভীষিকা একটু কল্পনায় আনুন, পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হবে ভাবুন। আপনি বিবস্ত্র থাকবেন। শরীর ঢাকার জন্য এক টুকরো বস্ত্রের মিনতি, সংকোচ। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। এক ফোঁটা পানির জন্য চরম হাহাকার। অপেক্ষার অসহ্য যন্ত্রণায় মানুষ জাহান্নামে যাওয়ার কামনা পর্যন্ত প্রকাশ করবে! সেদিন তো সবাই আপনাকে অস্বীকার করে বসবে, এমনকি মা-বাবা-স্ত্রী-সন্তানও পরস্পর থেকে পালিয়ে বেড়াবে। সেদিন অনুতাপে-আফসোসে নাভিশ্বাস-উঠা সেই পরিস্থিতিতে আপনাকে রক্ষা করতে পারেন একজনই কেবল। তিনি হলেন, مَٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ কর্মফল দিবসের মালিক। বিচার দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। রহমতের মালিকও তিনি সেদিন একাই, আর শাস্তির মালিকানাও শুধু তাঁর হাতে।

রোজ এতবার এই আয়াত পাঠের পরও কিয়ামাতের দিন কেউ কি এই দাবি করতে পারবে যে, আজকের দিনের এই কঠিন পরিস্থিতি যে হবে, আগে থেকে আমি এসবের কিছুই জানতাম না! কেউ আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি! অথচ আল্লাহ রোজ রোজ কমপক্ষে পাঁচবার করে জরুরি ভিত্তিতে এই দিনের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

[১৭৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ৭৫।

এই পুনঃপুনঃ রিমাইন্ডার নিঃসন্দেহে এক বিশাল নিয়ামাত, আল্লাহর ... সত্যিই আল্লাহর দেয়া এই স্মরণবার্তা যদি আমার অন্তর ছুঁতে না পারে, উদাস মুখে শুধু যদি আওড়েই যাই; সে উদাসীনতার দায় কাকে দেবো বলুন? আহা! কবে জাগবে এই পোড়া অন্তর!

পাঠক, সূরা ফাতিহার আলোচনার শুরুতেই আমরা একটি হাদীস পাঠ করেছি। যেখানে সালাতে প্রতি আয়াতের উত্তরে আল্লাহ তাআলার জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি কি হাদীসটি গভীর মনোযোগে পড়েছেন? সালাতের ভেতরে আল্লাহ তাআলা যে তিন-তিনবার আপনাকে 'আমার বান্দা' বলে আপন করলেন, বিষয়টা কি খেয়াল করেছেন! আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে... আমার বান্দা আমার গুণগান বর্ণনা করেছে... আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করেছে।' যদি পশুত্ব সত্তায় আমাদের ফিতরাত নষ্ট না করে দিত, তবে মহান রবের এই স্বীকৃতি পেয়ে তো আমাদের আনন্দে উড়ে বেড়ানোর কথা। সূরা ফাতিহার মাত্র তিনটি আয়াতে মহান মালিকের পক্ষ হতে যে পুরস্কার ও স্বীকৃতি আমরা রোজ পাই, যে আদরের ডাক শুনি; এরপরে জীবনে কোনো কষ্টই আর কষ্ট মনে হবার কথা নয়। জীবনে আর কোনো দুঃখ-তিক্ততা-বেদনা অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। সুবহানাল্লাহ! এবার আপনিই বলুন, সালাতের মত নিয়ামাত ছেড়ে অন্যকিছুতে কীভাবে মেতে থাকা সম্ভব?

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

পাঠক, সূরা ফাতিহার একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়েছেন আপনি। যার আগের অংশে ছিল দাতার প্রশংসা ও মহত্ত্বের বর্ণনা। আর পরের অংশে আসবে প্রার্থীর আর্জি। আর মাঝ বরাবর এই আয়াতটিতে সেই দাতার আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে কেবল তাঁর কাছেই ফিরে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা।

আয়াতটি খেয়াল করুন। সাহায্য পাবার সাথে ইবাদাতের শর্তটি টের পাওয়া যাচ্ছে? মানে দাঁড়াল, আল্লাহর সাহায্য পেতে আবশ্যক হলো তাঁর হুকুম অনুযায়ী (কুরআন-হাদীস) আমল, যা হতে হবে نَعْبُدُ –র বহিঃপ্রকাশ। যদিও তাঁর বিধান মানার জন্য আমরা তাঁর সৃষ্টি হিসেবেই দায়বদ্ধ ও বাধ্য, কোনো গিভ-এন্ড-টেইক এর সুযোগ এখানে নেই। আয়াতটি পড়ার পর আল্লাহ তাআলার প্রতিউত্তর অনুভব করার চেষ্টা করুন—'বান্দা যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তিনি বলেন—'এটা আমার এবং

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার (চুক্তি)। আমার বান্দা যা চাইবে তা সে পাবে।' ঝর্ক, আমার কাজ সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ পালন করে যাওয়া, আর তাঁর সাহায্য করাটা হলো আল্লাহর জিম্মায়।

সমস্যা হলো, আমরা চুক্তিটি রক্ষা করতে পারি না। এমনকি এই আয়াত পড়ার সময় না। কত লোক সালাতে দাঁড়িয়ে বলছে 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ' (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি), অথচ সে আল্লাহ ছাড়াও ধনসম্পদ, প্রবৃত্তি, জায়গা-জমি, চাকুরি ও ক্ষমতার ইবাদাত করছে। এসব হাসিলের জন্য অহরহ সে আল্লাহর হুকুমকে বলি দিচ্ছে। স আর আল্লাহর গোলাম নেই; সে তখন টাকার গোলাম, খায়েশের গোলাম, চাকুরির গোলাম। আবার কত লোক 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' (আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) বলছে। অথচ সে খালিক-কে ছেড়ে মাখলুকদের কাছে মাথা ঠুকে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার সমস্যা সমাধানে আল্লাহ কী বলেছেন, রাসূল কী বাতলে দিয়েছেন, সেসবের কোনো পরোয়া নেই। মাখলুকের সাহায্য পেতে গিয়ে সে আল্লাহর হুকুম নষ্ট করছে, হারাম পথে সমাধান খুঁজে ফিরছে। আমরা কি ভেবেছি আল্লাহ আমাদের অন্তরের খবর জানেন না? মুখে এই আয়াত পড়ছি, আর অন্তর আল্লাহকে ছেড়ে কেন কেন মাবুদের মণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা আল্লাহ জেনে ফেলেছেন তাই। আপনার-অন্তর অন্তর আল্লাহর কাছে যেন খোলা খাতার মতোই মেলে রাখা।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা ইবাদাত করি কেবল আপনারই এবং সাহায্যও চাই কেবল আপনারই কাছে) এর আরেক অর্থ হলো, আমরা আপনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করি না। আপনার ইবাদাতেও আমরা নিজস্ব কোনো শক্তি বা সামর্থ্য রাখি না। একমাত্র আপনার সাহায্য ব্যতীত আমরা ইবাদাত করতেও সক্ষম নই। আসলেই তো, তাঁর সাহায্য ছাড়া তাঁর ইবাদাত করাও কি সম্ভব ছিল? তিনি যদি আমাদেরকে ইবাদাতের ব্যাপারে সাহায্য না করেন, তাহলে শয়তানের মত অভিশপ্ত হতে কতক্ষণ?

এই আয়াতে তাওহীদের প্রকার দুটি একসাথে উঠে এসেছে। এটা আমাদের একটু না জানলেই নয়—

- 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ' (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি)—এর দ্বারা আপনি 'তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ'-র সাক্ষ্য দিলেন। মানে, উপাস্য হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে গ্রহণ করলেন।
- আর 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' (আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) দ্বারা আপনি 'তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ' মেনে নিলেন। অর্থাৎ, প্রতিপালক হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করলেন।

আরেকটি বিষয় দেখুন। 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ' (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি) বলে

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

আপনি আপনার নিয়তকে বিশুদ্ধ (ইখলাস) করে নিচ্ছেন। অর্থাৎ এ কথা বলছেন, হে আল্লাহ, আমি একমাত্র আপনারই ইবাদাত করার সংকল্প করছি। আমাদের যাবতীয় আমল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, সমস্ত আমলের উদ্দেশ্য একমাত্র 'তাঁকে খুশি করা'। মানুষকে দেখানোর জন্য, শোনানোর জন্য কিংবা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নয়। বরং একমাত্র আল্লাহর জন্য, শুধুই আল্লাহর জন্য।

ইবাদাত ও ইস্তিআনা'র হাকীকাত

'ইবাদাত' বলতে মৌলিকভাবে দুটি জিনিসের উপস্থিতি—

১. গভীর ভালোবাসা ও

২. বিনীত সমর্পণ।

আরবিতে একটি কথা আছে 'طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ' (তরীকুন মুআব্বাদুন) অর্থাৎ লজ্জা ও বিনয়ের পথ। এখন, আপনি যদি শুধু ভালোবাসা নিয়ে কারও আনুগত্য করেন, কিন্তু তাতে বিনয় ও আত্মসমর্পণ না থাকে, তবে একে ইবাদাত বলা যায় না। আবার কারও প্রতি আপনি কোনো কারণে খুব বিনয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাকে ভালোবাসেন না। তার আনুগত্যও ইবাদাত নয়। ইবাদাতের জন্য চাই গভীর ভালোবাসা ও বিনম্র সমর্পণের সমন্বয়।

আবার আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনারও দুটি মৌলিক বিষয় রয়েছে—

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়া। 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' (আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) তিলাওয়াতের দ্বারা আপনি নিজের অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতাকে নতুন করে স্বীকার করে নিলেন, নিজেকে শক্তিহীন, তুচ্ছ ঘোষণা দিলেন। আর শর্তহীন আস্থা ও নির্ভরতা প্রকাশ করলেন আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার ওপর।

২. তাঁর প্রতি আস্থা ও ভরসা রাখা। মানুষ অনেক সময় আস্থাহীনতায় ভোগা সত্ত্বেও অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যেমন লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় এমন মানুষের ওপর আস্থা রাখতে হচ্ছে, যাকে সে নিজেও নির্ভরযোগ্য মনে করে না। একান্ত অনন্যোপায় হয়েই তার উপর আস্থা রাখতে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার সাথে এই দুটি মনোভাবের কোনোটিই চলবে না। তাঁকে শতভাগ নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাসও করতে হবে, আবার পুরোপুরি আস্থাও অর্পণ করতে হবে। আর এটাকেই বলে 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাগণ 'إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' (আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি)-এর প্রমাণ প্রতি পদে পদে দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট সাহায্য

কামনা ও তাঁরই প্রতি পূর্ণ ভরসার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাদের জীবনে। আউফ বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কিছু সাহাবিকে বাইয়াত করাতে গিয়ে বলেন, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে এবং আমীরের কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। তিনি সংক্ষেপে নিচু স্বরে বললেন, মানুষের কাছে কিছু চাইবে না।" আউফ (রা.) বলেন, "এদের কেউ (সফরে) একটি ছড়ি নিচে পড়ে গেলেও অন্যকে তা তুলে দিতে অনুরোধ করেনি।"[১৭৬] এতটুকু সাহায্যও কারও কাছে আর চাননি।

সাহাবাদের ছাত্র যুগশ্রেষ্ঠ তাবিয়িদের ভাষাতেও একই সতর্কবার্তা ফুটে উঠেছে। বিখ্যাত তাবিয়ি হাসান বাসরি (রহ.) খলীফা উমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহ.) এর বরাবরে প্রেরিত এক পত্র লিখেন,

> "আপনি আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নিকট কিছু চাইবেন না। যদি চান, তবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে সেই ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত করবেন।[১৭৭]

আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচন, অথচ পড়ছেন আপনি একজন!

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আয়াতটিতে 'আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি আর আপনারই নিকট সাহায্য চাই' বলা হয়েছে। এখানে বহুবচনে সবাই মিলে নিবেদন পেশ করা হচ্ছে কেন, অথচ আপনি পড়ছেন তো একা একাই। এর রহস্য কী?

এর অর্থ হলো, আপনি পুরো জামাআত তথা মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে আল্লাহর সাহায্য চাইছেন। উম্মাহর সামষ্টিক সমস্যা, পেরেশানি, ক্ষতি, পরীক্ষা আর প্রয়োজনকে আপনি আল্লাহর সামনে পেশ করলেন, যার মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনাও শামিল।

আবার এর দ্বারা আমার ব্যক্তিসত্তার ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাও প্রকাশ পেল। অর্থাৎ, আমি একা শুধু নিজের কথা বলে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবার থেকে কিছু হাসিলের যোগ্যতা রাখি না। তাই নিজের মুখে যেন বললাম, "হে আল্লাহ, আমার একার ইবাদাত ইত্যাদি আপনার মহান দরবারে পেশ করার মতো নয়। কেননা তাতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতির কোনো শেষ নেই। এ কারণেই আমি কবুলের আশায় পুণ্যবান বান্দাদের সাথে একাগ্র হয়ে আমার ইবাদাত ও প্রার্থনা একসাথে উপস্থাপন করছি।"

[১৭৬] সুনানু আবী দাউদ, ১৬৪২; যাকাত অধ্যায়; সনদ সহীহ; মুসলিম, ১০৪৩।

[১৭৭] ইবনু রজব হাম্বলী, জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম (মাহির ইয়াসিন সম্পাদিত), ২/৫৭৫; ১৯নং হাদিসের আলোচনায়।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

আগে ইবাদাত, পরে সাহায্য প্রার্থনা

আলোচ্য আয়াতে আগে ইবাদাতের ঘোষণা দিয়ে পরে সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে। সাহায্য হলো ইবাদাতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার দেয়া অনুগ্রহ ও সামর্থ্য। তাই আপনি যখন আপনার দায়িত্বে থাকা ইবাদাত ঠিকমতো আদায় করবেন, মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযাত নিজ গুণে আপনাকে সাহায্য করবেন। স্বাভাবিকভাবেই আগে তাঁর জন্য নিবেদন করতে হবে, তারপরে নিবেদনের মাধ্যমে তাঁর নিকট হতে কিছু আশা করা যাবে। যে বিষয়টা তাঁর জন্য নিবেদিত, তাই ইবাদাত। আবার, সাহায্য প্রার্থনা করাও ইবাদাতেরই একটি অংশ।

আয়াতে (তিনি/যিনি থেকে আপনিতে) সম্বোধন পরিবর্তনের রহস্য

সূরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবেন, সেখানে আল্লাহ তাআলাকে তৃতীয় পুরুষে (সে/তিনি/যিনি বলে) উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এসে তাঁকে মধ্যম পুরুষে (তুমি/আপনি) সম্বোধন করা হয়েছে। এর আসল রহস্য আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে আমাদের ক্ষুদ্র যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা হতে পারে এমন—

সালাত আদায়কারী সালাতের শুরুতে তাঁর রবের মহান দরবারে যেন নেহায়েত অপরিচিত একজন বান্দা হিসেবে হাজির হয়। তাই শুরুতে ঘনিষ্ঠতা থাকে কম। এরপর যখন সে তিলাওয়াতে প্রশংসা-কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হতে থাকে। তিন আয়াত কথোপকথনের পরে আল্লাহ যেন তাকে অনুমতি দিচ্ছেন চাইবার জন্য। এই মাঝের আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত রয়েছে দুআ। আর দুআ তো সম্বোধন করেই করতে হয়।

বাক্যের গঠনে অস্বাভাবিকতা

'إِيَّاكَ نَعْبُدُ' (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি), বাক্যে 'إِيَّاكَ' (কেবল আপনারই) শব্দটি 'কর্ম কারক', যা আরবি ব্যাকরণে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়াপদের পরে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এই আয়াতে বিশেষ নিয়মে এবং গুরুত্ববাচক শব্দ সংযোগে তা ক্রিয়াপদের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হতে পারে—

- সম্মানসূচক শিষ্টাচার প্রকাশের জন্য। কারণ আরবি ব্যাকরণের নীতি অনুসারে 'نَعْبُدُ' (আমরা ইবাদাত করি) বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে কর্তাও (আমরা) যুক্ত রয়েছে,

পরে আসার কথা কর্ম (আপনাকে)—যা সঠিক হলেও সম্মান একটু কম প্রকাশ পায়। বরং আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধনটা 'إِيَّاكَ' (কেবল আপনারই) শুরুতে এনে নিজেকে পরে নিয়ে গেলে সম্মান-বিনয় বেশি প্রকাশ পায়। ব্যাকরণিক এই সূক্ষ্ম দিক দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই আদবও শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন নিজেদের সকল বিষয়-আশয়েও একমাত্র তাঁকেই প্রাধান্য দেই।

- 'إِيَّاكَ' (কেবল আপনারই) শব্দটি আগে ব্যবহৃত হওয়ায় ইবাদাতে বিশেষ শক্তি আসে। কী করছি, কার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কাকে কী বলছি—স্মরণ করিয়ে দেয়। 'إِيَّاكَ' শব্দটি চকিতে আপনাকে ইবাদাতের উপকরণ-মাধ্যম ইত্যাদির গণ্ডীর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হলেন—একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর ইবাদাত হলো লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম।

আয়াতটিতে ইবাদাতের শুরুতেও 'إِيَّاكَ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার সাহায্য কামনার শুরুতেও 'إِيَّاكَ' ব্যবহৃত হয়েছে। একই আয়াতে এই শব্দ দুইবার স্পষ্টরূপে ব্যবহার না হয়ে প্রথমটিতে থাকলেই দ্বিতীয়টিতে প্রকাশ পেত। অতিরিক্ত একবার ব্যবহারের কারণ কী হতে পারে?

- আরবি ব্যাকরণের নীতি অনুসারে কোনো বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য এমনটা করা হয়ে থাকে। আয়াতে এই রীতি প্রয়োগের অর্থ হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করার যেমন অনুমতি নেই। তেমনিভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করারও অনুমতি নেই। যেমন, আমরা এভাবে বলে থাকি—'ভালোও বাসি আপনাকে, ভয়ও করি আপনাকে।' বারবার 'আপনি' শব্দ সম্বোধনে এখানে তার প্রতি সবিশেষ ভালোবাসা ও সত্যিকারের ভীতি স্পষ্ট হয়েছে। দুটো বিপরীতমুখী ক্রিয়াই সমান ওজন পেয়েছে। যদি বলা হতো—'আপনাকে ভালোবাসি ও ভয় করি', বৈপরীত্যের প্রকাশটা অতটা জোরদার হতো না।
- আর, মধ্যমপুরুষে (second person) সম্বোধন 'আপনি/আপনার' শব্দটি যখন রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সত্যিকার উপলব্ধি বারবার আপনার মাঝে জাগিয়ে তোলে।

এই আয়াতকে কেন্দ্র করেই পুরো কুরআন

একটু ভেবে দেখলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় এই আয়াতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সমস্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তা পূরণের যাবতীয় মাধ্যম-উপকরণ এই আয়াতে চলে এসেছে। সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মূল হলো আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়া। আর এসবের সোপান হলো তাঁরই সাহায্য ও অনুগ্রহ।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

মুযাহির বিন মুযার ﷺ বলেন, "আমরা একবার সুফিয়ান সাওরি ﷺ এর পেছনে মাগরিবের সালাত আদায় করছিলাম। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) আয়াত পাঠ করতেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার কারণে তার সালাতে কিরাতের সময় দুই আয়াতের মধ্যবর্তী (তিন তাসবীহ) পরিমাণ সময় গড়িয়ে গেল। তিনি আবার প্রথম থেকে শুরু করলেন।"[১৭৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ বলেন,

"সবচেয়ে উপকারী দুআ কোনটি, যে দুআয় আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়েছে—তা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। অতঃপর আমি তা সূরা ফাতিহায় খুঁজে পেয়েছি। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি)।"[১৭৯]

মুহাম্মাদ বিন আউফ হিমসী ﷺ বলেন, "আমরা আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারি ﷺ এর সাথে (বর্তমান তুরস্কের) তরতুস শহরে অবস্থান করছিলাম। ঈশার সালাত শেষ করে তিনি নফল সালাত শুরু করলেন। সূরা ফাতিহা শুরু করে তিনি যখন 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' (আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) আয়াত পড়ছিলেন আমি তখন উঠে গিয়ে আশেপাশে পুরো জায়গাটায় একটা চক্কর দিয়ে আসলাম। এসে দেখি তিনি এই আয়াতটিই বারবার পড়ে যাচ্ছেন, আর সামনে বাড়েননি। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাহরির সময় ঘুম থেকে উঠে দেখি তখনো তিনি একই আয়াত পড়ে যাচ্ছেন। ফজরের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।"[১৮০]

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

এই আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করার পর আল্লাহ তাআলার উত্তরটুকু অনুভব করার জন্য একটু থামুন। এ সময় আল্লাহ তাআলা বলেন, "এটুকু কেবল আমার বান্দার জন্য; আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা সে পাবে।"

---

[১৭৮] আবু নুআইম ইসফাহানি, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭/১৭।

[১৭৯] ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১০০।

[১৮০] ...যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ১৮/৩১; ২৫৬ হিজরির আলোচনায়।

সূরার শুরুতে আপনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেছেন। একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও তাঁরই নিকট সাহায্য কামনার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন। এখন যখন আপনি আল্লাহ তাআলার সাড়া পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন, যখন আপনার দুআ কবুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তখন আপনার প্রথম দুআ হবে— 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ' (আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন)।

হিদায়াত: পথের দিশা

এই আয়াতে আমরা দুআ করছি 'اهْدِنَا' আমাদেরকে হিদায়াত দিন, পথ দেখান। আমরা সবাই হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। তবে একেকজনের ক্ষেত্রে এই মুখাপেক্ষিতা একেকরকম। যেমন—

- ক্রমাগত গুনাহের দরুন ঈমানের মাঝে তৈরি হয় ফাঁকফোকর। সেই ফোকর দিয়ে সন্দেহ-সংশয় ঢুকে পড়ে অন্তরে। শয়তানের প্ররোচনায় বান্দা তখন আকিদায়, কাজেকর্মে কিংবা চিন্তা চেতনায় হিদায়াতের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তওবা করে ফিরে না এলে ঈমান চলে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পারা, সংশয়ের অপনোদন হওয়া—এ সময় এটা হচ্ছে তার জন্য হিদায়াত।
- কিছু বিষয় আছে এমন, যেগুলো সম্পর্কে বান্দা মৌলিক হিদায়াত লাভ করেছে ঠিক, কিন্তু বিষয়গুলোর হাকীকাত বুঝে আসেনি। যেমন, একজন দান সাদাকাহ করে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে লৌকিকতা কাজ করে। সালাত আদায় করে, কিন্তু সালাত তাকে অশ্লীল ও অপকর্ম হতে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। আবার দেখা যায় হাজ্জ করেছে ঠিকই, কিন্তু হারাম মাল দিয়ে। এসব ক্ষেত্রে তার জন্য দ্বীনি বিষয়াদি সম্পর্কে যথাযথ ইলম হাসিল করাটাই হিদায়াত।
- দ্বীনের কিছু বিষয় এমন আছে যে, মানুষ যেগুলো সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখে। যেমন কেউ মনে করে যে, মনের বিশ্বাস ও সংশোধনই আসল বিষয়। আমলের প্রয়োজন নেই। আবার কেউ মনে করে যে, মানুষের সাথে উঠাবসা করে তাদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম চালানোর চেয়ে ব্যক্তিগত সাধনা ও নির্জনবাস আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। আবার শয়তান অনেককে এই কুবুদ্ধি মার্কা ফাতওয়া দিয়ে বসে যে, সন্তানাদির পেছনে খরচ করার জন্য ঘুষ খাওয়া বা হারাম পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন জায়িয আছে। কেউ ভাবে, সালাত না পড়লে কী হবে, ঈমান ঠিক আছে। কেউ ভাবে, মনের পর্দাই আসল পর্দা। কেউ মুশরিকদের উৎসবে যোগ দেয়াকে গুনাহই মনে করে না। এসব ক্ষেত্রে অন্তর থেকে এধরনের মিথ্যা ও ভুল ধারণা দূর হওয়াটাই হিদায়াত।
- কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাস্তবে পালন করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। কিন্তু অনেকেই তা করার দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প করে কাজে বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। যেমন, অনেকেই আছে বেশ কয়েক বছর সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছেন; কিন্তু নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারছেন না। অনেক বোন আছেন যারা হিজাব পরিধান করার নিয়ত করে থাকেন; কিন্তু শয়তান ও প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণায় তা আর করা হচ্ছে না। অনেকে আছেন যাদের হজ্জ পালন করার শারীরিক সুস্থতা এবং আর্থিক সামর্থ্য দুটিই আছে; কিন্তু অন্তরে কার্পণ্য বাসা বেঁধে বসে আছে। আবার অনেকেই গুনাহ ছেড়ে তাওবা করার সামর্থ্য রাখেন; কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা আর করা হয়ে উঠছে না। এখনো গুনাহের সাগরেই ডুবে আছে। এসব ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা ও সংকল্পের ব্যাপারে আমরা হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। আর অন্তরে হিদায়াতের এই বীজ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বুনে দিতে পারেন।

- কিছু বিষয় আছে যা মানুষের আয়ত্তে নেই। অর্থাৎ, ইচ্ছা থাকলেও সে তা করতে পারছে না। এসব ক্ষেত্রে বান্দা সামর্থ্য লাভের মুখাপেক্ষী। আর এসব ক্ষেত্রে এই সামর্থ্য লাভ করাটাই হিদায়াত। যেমন, কারও দান সাদাকাহ করতে মন চায়; কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ নেই। কারও হজ্জ করতে মন চায়; কিন্তু সে দরিদ্র কিংবা অসুস্থ। অথবা উভয় সমস্যাতেই আক্রান্ত। কারও আবার রাতের আঁধারে একটু রবের সামনে দাঁড়ানোর শখ; কিন্তু তার সারাদিন ও রাতের এক অংশ কাটে হালাল জীবিকার সন্ধানে, কঠোর পরিশ্রমে। তাওফীক মিলছে না।
- কিছু বিষয় যেগুলো বান্দা পালন করার সামর্থ্য রাখে না। আর এসবের সে নিয়তও করে না। সেসব বিষয়ে বান্দা সামর্থ্য ও নিয়ত উভয় প্রকার হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। নিয়ত করতে পারাটাই তার জন্য হিদায়াত।
- কিছু বিষয় আছে যেগুলোর প্রতি বান্দা হিদায়াত লাভ করেছে এবং আমল করে যাচ্ছে। এসব বিষয়ে সে আমৃত্যু যথাযথভাবে আমল করে যাওয়ার তাওফীক লাভের মুখাপেক্ষী। আমলে লেগে থাকাই তার জন্য হিদায়াত।

আপনি যখন 'اهْدِنَا' (আমাদেরকে হিদায়াত দিন) বলছেন, তখন এ কথা কল্পনা করুন যে, আপনার সবচেয়ে বড় অভাব হলো হিদায়াত। আর তা আপনার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় বিষয়। বাকী সব কিছুর চেয়ে আপনার হিদায়াতের প্রয়োজনীয়তা ও মুখাপেক্ষিতা অনেক অনেক বেশি। সুখে-দুখে, অভাবে-স্বচ্ছলতায়, প্রতিটি নিঃশ্বাসে, চোখের প্রতিটি পলকে আপনার সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের নাম হিদায়াত। আর এ কারণেই দয়াময় প্রতিপালক দিন-রাতের শ্রেষ্ঠ সময় সালাতের মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে আপনার জন্য হিদায়াতের দুআকে ফরয করে দিয়েছেন। প্রতি ওয়াক্ত সালাতে কয়েকবার করে। কারণ, হিদায়াত তো আমাদের জন্য অক্সিজেনের চেয়েও জরুরি।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

- ☑ নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে আমি বিশেষভাবে সচেতন হব। শয়তান কীভাবে আমার মাঝে অনুপ্রবেশ করে, আর আমাকে বিভ্রান্ত করে সে ব্যাপারে সজাগ থাকব। হিদায়াতের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরও ঠিক কী কী কারণে তা পাচ্ছি না, সেসব সমস্যা খুঁজে বের করব।
- ☑ এবার প্রথমবারের মতো আমি সালাতে দাঁড়িয়ে পূর্ণ সংকল্প ও মনোযোগের সাথে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ওপরে বর্ণিত সাত প্রকার হিদায়াতের প্রতিটির জন্য দুআ করব। বিশেষ করে আমার মাঝে যেগুলোর উপস্থিতি একেবারে নেই, তার জন্য উন্মুখ হয়ে দুআ করব। হিদায়াতের যেসব প্রকার হতে আমি এখনো বঞ্চিত রয়েছি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে সেসব দান করে পূর্ণ করেন, সেই প্রার্থনা করব।

'الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ' সরল (সঠিক) পথ

কুরআনে বর্ণিত 'الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ' সরল (সঠিক) পথ একটিই। এর কোনো দ্বিতীয় বা বিকল্প নেই। আরবি ভাষারীতি অনুযায়ী শব্দটির শুরুতে 'আলিফ' ও 'লাম' যুক্ত করে শব্দটির সুনির্দিষ্ট একটি পথের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ফলে সেই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে হিদায়াত পাওয়া যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কি আসলেই সঠিক সে পথের সন্ধান পেয়েছেন? নাকি এখনো বিভ্রান্তির আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছেন? আমরা কি আসলেই চিনতে পেরেছি সে পথ? 'الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ'-র সরল (সঠিক) পথের সাথে সম্পর্কিত ছয়টি বিষয় রয়েছে—

১. সত্য ও সঠিক পথ চেনা।

২. সত্য ও সঠিক পথে থাকার সংকল্প করা।

৩. সে অনুযায়ী আমল করা।

৪. আমলের ওপর অটল থাকা।

৫. সত্যের দিকে দাওয়াত দেয়া।

৬. সত্যের আহ্বানে যত কষ্ট ক্লেশ আসে তা সহ্য করা।

পরের এই ছয়টি বিষয় পরিপূর্ণরূপে আমার মাঝে বুঝতে হবে, আপনি 'صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ' তথা সরল (সঠিক) পথের দিশা পেয়েছেন। কোনোটিতে কমতি থাকলে সালাতের মূল পথে ঘাটতি রয়ে যাবে। খেয়াল করে দেখুন, আমাদের মাঝে

হয়তো একটিও পূর্ণরূপে নেই। বা দুই একটি থাকলেও অধিকাংশ বিষয়েরই পূর্ণতা নেই।

- যে কারণে গুনাহগার ব্যক্তি সত্য-সঠিক পথের দিশা পাচ্ছে না। আবার পেলেও তা আমলে নিচ্ছে না।
- আর যারা অনুগত বান্দা, তারা এক দুদিন ঠিকমতো চললেও এই পথের ওপর অটল স্থির হতে পারছে না।
- হাতে গোনা কয়েকজন পারলেও তারা আবার নিজেকে নিয়ে তুষ্টিতে রয়েছে। অন্যকে আহ্বানের দায়টুকু অনুভব করছে না।
- যারা সব বাধা ডিঙিয়ে দাওয়াতের ময়দানে নেমেছেন তারা এক সময় কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই পিছু হটছেন।

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

- ☑ সরল সঠিক পথ থেকে বিমুখ থাকার আড়মোড়া ভেঙে এখন থেকে তার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করব।
- ☑ উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ে পূর্ণতা অর্জনের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখব।
- ☑ আল্লাহ তাআলার হক আদায়ে আমার অপূর্ণতাগুলো নির্ণয় করব।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাদের পথে যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন, তাদের পথ নয় যাদের ওপর আপনার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে, আর যারা পথভ্রষ্ট।

আগের আয়াতের অভীষ্ট হিদায়াতগুলো লাভের ভিত্তিতে মানুষ তিন প্রকার—

এক. আল্লাহ তাআলা যাদেরকে হিদায়াতের নিয়ামাত দান করেছেন।

দুই. 'الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ' যাদের ওপর আল্লাহ তাআলার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে।

তিন. 'الضَّالِّينَ' যারা পথভ্রষ্ট।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

যারা নিয়ামাত লাভ করেছেন

সাধারণত নিয়ামাত বলতে আমরা কী বুঝি? স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন আর সুরম্য অট্টালিকা? রূপসী স্ত্রী আর সন্তানসন্ততি? সম্মানজনক পেশা আর ঈর্ষণীয় উপার্জন? সুস্বাস্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা আর আধিপত্য? সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তো আল্লাহ তায়ালার নিয়ামাত।

- তাহলে এটা কী ধরনের নিয়ামাত হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানিতা নয় স্ত্রীর ঘরে নয়টি চুলা থাকা সত্ত্বেও অভাবের দরুন পর পর তিন চাঁদ অর্থাৎ টানা দুই মাস উনুনে আগুন জ্বলল না। কিছু রান্না হলো না।[১৮১]
- এটা কী ধরনের নিয়ামাত হলো যে, ক্ষুধার জ্বালায় দানাপানি না পেয়ে মানবতার সর্দার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেটে পাথর বাঁধতে হলো? তাও খন্দকের যুদ্ধের সময় বাঁধতে হলো দুটি পাথর?[১৮২]
- কী তাহলে সেই নিয়ামাত যে উমর ﷺ বললেন, "মানুষ কী পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করেছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারাদিন অস্থির থাকতেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিম্নমানের খেজুরও তিনি পেতেন না (যার মাধ্যমে পেটপূর্ণ করবেন)।"[১৮৩]
- কী তবে সেই নিয়ামাত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন টানা দুদিন পেটভরে গমের রুটি খাননি।[১৮৪] উলটো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের সময় তাঁর লৌহবর্মটি ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক রাখতে হলো?[১৮৫]

তাহলে বুঝা গেল নিয়ামাত বলতে আমরা যেমন প্রাচুর্য বুঝে থাকি, আয়াতে উল্লিখিত নিয়ামাত সেগুলো নয়। কী তবে সেই নিয়ামাত তাঁরা লাভ করেছিলেন, যেটার জন্য আমরা দুআ করে থাকি? কী সেই নিয়ামাত যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-কে পূর্ণতা দান করেছেন! প্রকৃত সেই নিয়ামাতটা আসলে কী?

শুনুন আল্লাহর কালাম থেকেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

[১৮১] মুসলিম, ২৯৭২, আম্মাজান আয়িশা ﷺ হতে, যুহদ অধ্যায়।

[১৮২] তিরমিযি, ২৩৭১, আবু তালহা ﷺ হতে, যুহদ অধ্যায়, সনদ হাসান গরীব; মুসনাদু আহমাদ, ১৪৪২০; জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে। সনদ মুসলিম শর্তে সহীহ। মুসনাদু আহমাদের বর্ণনায় খন্দকের যুদ্ধেও একটি পাথর বাঁধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৮৩] মুসলিম, ২৯৭৮, নিমান ইবনু বাশির ﷺ হতে, যুহদ অধ্যায়।

[১৮৪] মুসলিম, ২৯৭০, আম্মাজান আয়িশা ﷺ হতে, যুহদ অধ্যায়।

[১৮৫] বুখারি, ২৯১৬, আম্মাজান আয়িশা ﷺ হতে, জিহাদ অধ্যায়।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উম্মাহর মাকবুল জামায়াত সাহাবায়ে কিরামকে কোন নিয়ামাত দান করে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

« আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।[১৮৬]

শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারী দাবিদার ভাই ও বোনেরা আমার, সেই নিয়ামাতটি হলো—মহান রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদাতের নিয়ামাত। সীরাতুল মুস্তাকীমের খোঁজ, সেই সরল সঠিক পথের দিকে হিদায়াতের নিয়ামাত। তাঁর নৈকট্যলাভের নিয়ামাত। আখিরাতে চির সফলতার নিয়ামাত। তার তুলনায় দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী বিলাস-ব্যসন-প্রাচুর্য কিছুই নয়, দুনিয়ার তাবৎ সুখ-সমৃদ্ধি তার তুলনায় মশার পাখনার মতোই মূল্যহীন। কীভাবে ধ্বংসোন্মুখ হতচ্ছাড়া-হবার-উপক্রম ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়াকে আরাধ্য নিয়ামাত বলা যায়? আল্লাহর আনুগত্যহীন যে সম্মান-প্রাচুর্যের শেষ পরিণতি জাহান্নাম, তাতে আমরা কোন সুখ হাতড়ে বেড়াচ্ছি?

হিদায়াত নামক বিশেষ এই চিরস্থায়ী নিয়ামাতটির কথাই বলা হয়েছে সূরা ফাতিহায়। হিদায়াত এমন নিয়ামাত—

১. যাতে কোনো প্রকার কলুষতার সংমিশ্রণ নেই।
২. যার শেষ পরিণাম কখনোই মন্দ হওয়া সম্ভব না।
৩. যাতে নিহিত রয়েছে যাবতীয় পার্থিব কল্যাণ।
৪. যার আধিক্যও কখনো মন্দ হয় না।
৫. যা আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতার দিকে টেনে নেয়।
৬. এর জন্য কোনো শর্ত নেই—শিক্ষিত-মূর্খ, ধনী-গরিব, ছেলে-বুড়ো—যাকে ইচ্ছে আল্লাহ দেন।

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, যারা এই হিদায়াতের নিয়ামাত লাভ করেছেন এবং এর ওপর অটল থেকে ইহকাল ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে এই নিয়ামাত দান না করলে তারা কেউই হিদায়াত লাভ করতে পারতেন না। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ না করলে তারা হিদায়াতের পথে অটল থাকতে পারতেন না।

[১৮৬] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৩।

হিদায়াতের জন্য আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। খোদ নবিজিকে আল্লাহ বলছেন, 'হে নবি, আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আপনি হিদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আমি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দিয়ে থাকি।' এজন্যই সালাতের মাঝে আমরা আল্লাহর কাছে সেই নিয়ামাতটিই চাই, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দেবার সামর্থ্য রাখে না, এমনকি নবিজিও নন। যে নিয়ামাত পেলে দুনিয়া-আখিরাত উভয়টিই সুন্দর ও উপভোগ্য হয়।

আপনি যখন সালাতে নিয়ামাতপ্রাপ্ত বান্দাদের কথা বলবেন, তখন সৌভাগ্যবান সেই দলের কথা স্মরণ করতে পারেন। আপনার সাথে তাদের আন্তরিক ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি কল্পনা করতে পারেন। আপনার অন্তরকে ঘুরিয়ে আনুন সেই সুখী কাফেলার মাঝে। সালাতের এক রাকাআতে এই আয়াত পাঠ কালে আপনি স্মরণ করুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর হিদায়াতপ্রাপ্ত সাহাবাদের কথা স্মরণ করুন। অন্যান্য রাকাআতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতো ব্যক্তিবর্গের কথা স্মরণ করতে পারেন। সালাফ যুগে যারা শত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সত্যের পথে অটল ছিলেন। কিংবা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক -এর কথাও মনে জাগতে পারে যিনি একই সাথে ইলম ও জিহাদের খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। অথবা স্মরণ করতে পারেন রাজত্বের মসনদে বসেও আল্লাহর বড়ত্বের ভয়ে কম্পমান উমর ইবনু আব্দুল আযীয -এর অবস্থা।[১৮৭] আর মনে মনে দুআ করুন যে, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকেও তাদের পথে পরিচালিত করেন এবং কিয়ামাতের কঠিন দিনে তাদের কাঁধের সাথে আপনার কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। আমীন!

যারা হিদায়াত পায়নি

যারা হিদায়াত পায়নি, তারা দুই দলে বিভক্ত—

১. যারা আল্লাহর ক্রোধভাজন (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) এবং

২. যারা পথভ্রষ্ট (الضَّالِّينَ)

কোনো কোনো বর্ণনা প্রমাণ করে যে, এখানে ক্রোধভাজন হলো ইয়াহূদীরা। আর পথভ্রষ্ট বলতে খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনু আবী হাতিম বলেন, মুফাসসিরীনের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, 'الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ' হলো ইয়াহূদীরা এবং 'الضَّالِّينَ' হলো খ্রিষ্টানরা। [ফাতহুল কাদীর]

[১৮৭] সালাতে সালিহদের স্মরণ খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তবে নিয়ামাতপ্রাপ্ত বান্দা বলতেই এমন লোকদের কথা ও তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা স্মরণ হওয়া দূষণীয় নয়। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুযায়ী নবী-রাসূলগণের পর একমাত্র সাহাবাগণই সত্যের মাপকাঠি। তাই নিয়ামাতপ্রাপ্ত বলতে তাদের কথা স্মরণ করাই উত্তম। সর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত 'খাইরুল কুরূন' তথা সাহাবি, তাবিঈ ও তাবে তাবিঈ পর্যন্ত আসা যায়। এর পরে না আসাই উত্তম।—অনুবাদক।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

১. যারা আল্লাহর ক্রোধভাজন (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)

হিদায়াতের সন্ধান পেয়েও কর্মদোষে যাদের পদস্খলন ঘটেছে। কিছু লোক সরল-সঠিক পথটির সন্ধান পেয়েছিল ঠিক, কিন্তু তারা সে পথে চলেনি, আমলে বাস্তবায়ন করেনি। যার ফলে আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হয়ে রহমতের ছায়া থেকেই তাদের বিতাড়িত করেছেন; অভিশাপ বর্ষণ করেছেন তাদের প্রতি। আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও অভিশাপের মাঝে সমস্ত ফেরেশতা, নবি-রাসূল এবং মুমিনগণের ক্রোধও শামিল রয়েছে। সুতরাং এই শ্রেণির দুরাচারদের প্রতি সর্বযুগের সর্বভাষার সর্বশ্রেণীর ঈমানদারদের অভিসম্পাত রয়েছে।

বনী ইসরাইল আল্লাহর বিশেষ প্রিয়ভাজন জাতি ছিল। আল্লাহ বলছেন, হে ইসরাইলের বংশ, আমার প্রদত্ত নিয়ামাতরাজির কথা স্মরণ করো। নিশ্চয়ই আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।[১৮৮] আল্লাহ বারবার তাদের সম্মানিত করেছেন, অলৌকিকভাবে সাহায্য করেছেন। আল্লাহকে বারবার চেনার পরও আল্লাহর ইহসানের বিপরীতে বারবার তারা কুফরির পথই বেছে নিয়েছে। সূরা বাকারাহ-তে আল্লাহ তাদের কীর্তিকলাপ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আল্লাহর দেয়া নিয়ামাত	তাদের অকৃতজ্ঞতা
ফিরআউনের নৃশংস যুলুম থেকে উদ্ধার করেছেন। চোখের সামনে সাগর ভাগ হয়ে গেল। তার ভেতর দিয়ে হেঁটে পার হলো। ফিরআউনকে দলবলসহ ডুবিয়ে মেরেছেন। তারা স্বচক্ষে দেখেছে। পাথর ফেটে ১২টা ঝরনা বের করেছেন, তা থেকে তারা পানি খেয়েছে। [২: ৬০] মূসা -কে চল্লিশ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে রেখেছেন তাদের জন্য ইহকাল-পরকালে সুখের একটা গাইডলাইন পাঠাবেন বলে।	এতো কিছু দেখার পরও, আল্লাহর এতো পরিচয় দেখার পরও তারা গোবৎসের পূজা করল।

[১৮৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ৪৭।

আল্লাহ তাদের জীবন পরিচালনার জন্য দিয়েছেন তাওরাতের শারীয়াত।	তারা বলেছে, 'হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না'।[২:৫৫] অথচ মূসা (আ.) যে আল্লাহর নবি, তারা তা স্বচক্ষে দেখেছে।
তারা ৭০ জন প্রতিনিধি পাঠাল আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার জন্য। তূর পাহাড়ে গিয়ে তারা আল্লাহর বাণী শুনল।	এরপরও তারা বলল, নিজ চোখে দেখতে চাই।
বজ্র তাদের গ্রাস করল। মূসা (আ.)-এর অনুরোধে আল্লাহ আবার তাদের পুনর্জীবিত করলেন। তারা ফিরে এসে সাক্ষ্য দিল।	এরপরও তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের ওপর আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে তূর পাহাড় মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখে আনুগত্যের অঙ্গীকার করানো হলো।[২:৬৩,৬৪]
খাবার জন্য জান্নাত থেকে মান্না-সালওয়া দেয়া হয়েছে।	তারা বলেছে, 'হে মূসা, আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্যধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো–তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন।' [২:৬১]
আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে এই জনপদ দখল করো, সেখানে বসবাস করো।	তারা বলল, মূসা, তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ করোগে। অথচ তারা কিন্তু প্রথম থেকেই দেখে আসছে যে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করছেন।
শহর দখলে আসার পর আল্লাহ বললেন, ঢুকো। দরোজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ করো। আর বলো, 'ক্ষমা চাই'।[২:৫৮]	তারা তা না করে শব্দ বিকৃত করে 'গম চাই' বলতে বলতে ঢুকল।
বারবার তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন এই জাতিতে।	তারা নবিদের হত্যা করেছে।

…শেষে আল্লাহ তাদের কিয়ামাত পর্যন্ত অভিশপ্ত করলেন।

«আর সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার রব জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অবশ্য তিনি ইহুদীদের ওপর কিয়ামাত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠোর শাস্তি পৌঁছাতে থাকবে।»[১৮৯]

…তাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক নবির কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন 'শেষ নবির আনুগত্যের' ব্যাপারে। এমনকি শেষ নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর খুঁটিনাটি বিবরণ তাওরাতে ছিল। সব জানা সত্ত্বেও তারা কেবল 'কেন শেষ নবি বনী ইসরাইলে না এসে বনী ইসমাইলে এলেন' এই যুক্তিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অস্বীকার করল। আল্লাহ বলেন,

«আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে। আর নিশ্চয়ই তাদের একদল জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে থাকে।»[১৯০]

…আম্মাজান সাফিয়া বিনতু হুয়াই (রা.) বলেন, আমি ছিলাম আমার বাবা ও চাচার সবচেয়ে আদরের, তাদের মনোযোগের মধ্যমণি। তাদের অন্য সন্তানদের সাথে একসাথে দেখলে আমাকেই তারা কোলে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা এলেন আমার বাবা-চাচা তাঁর সাক্ষাতে গেলেন। তারা গেলেন ভোরে ভোরে, আর ফিরলেন সূর্য ডোবার আগে। ক্লান্ত-অবসন্ন, পা টেনে হাঁটছিলেন। আমি বরাবরের মতোই তাদের দিকে চেয়ে হাসি দিলাম, কিন্তু তারা কেউই আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। শুনতে পেলাম চাচা জিজ্ঞেস করছেন আমার বাবাকে—

–ইনিই কি তিনি? (ইনিই কি সেই রাসূল, যার কথা আমাদের কিতাবে আছে?)

–আল্লাহর কসম, ইনিই তিনি।

–আপনি তাঁকে ঠিক ঠিক চিনেছেন তো? আপনি নিশ্চিত?

–হ্যাঁ

–আচ্ছা, তো তাঁর ব্যাপারে আপনার অবস্থান?

–আল্লাহর কসম, যতদিন বেঁচে আছি, তাঁর শত্রু হিসেবে থাকব।[১৯১]

আমাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সব জেনেশুনেও ইয়াহূদীরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আনীত শারীয়াতকে অস্বীকার করে, কেবল জাতিগত শত্রুতার দরুন। কেননা তারা আশা করছিল, শেষ নবি এই এলাকাতেই হবে তাদের

[১৮৯] সূরা আ'রাফ, ৭: ১৬৭।

[১৯০] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৬।

[১৯১] সীরাতে ইবনু হিশাম, ১/৫১৭।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

মধ্য থেকে কেউ। মদীনার মুশরিকদের সাথে ঝগড়াঝাটি হলে ইয়াহুদীরা হুমকি দিত, 'দাঁড়াও, শেষ নবি এসে নিক, তারপর তোমাদের দেখছি।'

২. যারা পথভ্রষ্ট (الضَّالِّين)

যারা হিদায়াতের পথ হতে দূরে সরে গিয়েছে, সঠিক পথের দিশা না পেয়ে চক্রবিভ্রমে বিভ্রান্তিকে জড়িয়ে নিয়েছে। নিজেদের কর্মদোষে না তারা হিদায়াত লাভ করেছে, আর না হিদায়াতের তাওফীক অর্জন করেছে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এরা খ্রিষ্টান জাতি। ঈসা عليه السلام-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকে ভিত্তি ধরে যাদের পুরো আকীদা-আদর্শ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ আদৌ তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছেন কিনা সে ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই, কেবল অনুমান ছাড়া। আল্লাহ বলছেন,

> "...অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (এক লোককে) তাঁর সদৃশ করে দেয়া হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই যারা তাঁর সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে ছিল সংশয়যুক্ত। এ ব্যাপারে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি।[১৩২]

এভাবেই একটা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে তারা যে আকীদা বানিয়ে নিয়েছে তা আরও অনুমানের জন্ম দিয়েছে, তা থেকে আরও যা যা এসেছে তা সত্য থেকে আরও দূরেই নিয়ে গেছে। তারা হয়ে গেছে পথভ্রষ্ট। ইবনু কাসীর رحمه الله বলেন,

> "'মাগদ্বুব' বা গযবপ্রাপ্ত হলো যারা সবকিছু জেনেও তা অনুসরণ করে না। আর 'দ্বল্লিন' বা পথভ্রষ্ট হলো, যারা জ্ঞান রাখে না। আর জ্ঞান না থাকার দরুন বিশুদ্ধ পথও চেনে না।

তবে এর দ্বারা শুধু ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরাই উদ্দেশ্য, তা ভাবলে ভুল হবে। একই বৈশিষ্ট্যের লোক বা দল কিন্তু আমাদের মুসলিমদের মাঝেও রয়েছে। প্রথমত, বহু মুসলিম রয়েছে যারা শারীয়াহর অনুসরণের চেয়ে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের গড়া মতবাদ-বিশ্বাস-জীবনাচরণের প্রতি বেশি অনুরক্ত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছেন,

> "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে। যেমন এক পালক অন্য পালকের সমান হয়। এমনকি তারা যদি দব্ব-এর (গুইসাঁপ সদৃশ প্রাণী) গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও প্রবেশ করবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এরা কি ইয়াহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর

[১৩২] সূরা নিসা, ৪: ১৫৭।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

আধুনিকতার নামে, সভ্যতার নামে, উদারতার নামে, মুক্তচিন্তার নামে পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ নবিজির এই হাদীসের সত্যতাই প্রমাণ করে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরবি নামের অনেক ব্যক্তি তাদের মতোই 'মাগদ্বুব-দ্বল্লিন' হওয়াকেই বেছে নিয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, কিছু মুসলিম রয়েছে যারা দ্বীনের ব্যাপারে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের মেজাযকে অনুসরণ করে। ইয়াহুদীদের মতো ঐশী কালামকে বিকৃত, কাটছাঁট করে, আংশিক দলিল দিয়ে, মনমতো ব্যাখ্যা করে নিজের খেয়ালখুশি, শাসকগণদের সুনজর, দুনিয়ার অর্থ-সম্মানকে নিশ্চিত করে থাকে; ঠিক যেটা ইয়াহুদীরা তাওরাতের ব্যাপারে করতো। ইসলামের পরাজয়ের যুগে পরাজিত মানসিকতার আলিমদের ব্যাখ্যা, কাফিরদের নানান কুফরি মতবাদের সাথে সংগতি রেখে কুরআন-হাদীসকে উপস্থাপনের চেষ্টা এখন চারিপাশে খুব বেশি দেখা যায়। আবার কিছু মুসলিম পাবেন, যারা অনুমানের ওপর, মনগড়া অলৌকিক কানকথার ওপর বিশ্বাস করে, নিজেদের আকীদার ভিত্তিকে দাঁড় করায়। নবিজি-আহলে বাইত-পীর-দরবেশের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি-ভজনা করে থাকে। অথচ নবিজি নিজের ব্যাপারেই যেন নিষেধ করে গেছেন,

> "খ্রিষ্টানরা যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা عليه السلام-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি কোরো না। আমি কেবলমাত্র আল্লাহর একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বোলো।[১৩৪]

ইসলামের নামে সমস্ত বাতিল ফিরকার আকীদা-বিশ্বাস দেখবেন হয় কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও লুকোছাপার ওপর প্রতিষ্ঠিত; নইলে দলিল-বিহীন অলৌকিক কেরামতির গালগল্পের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সূরা ফাতিহার শেষে এসে হিদায়াতের ব্যাপারে ভয় ও আশা দুটিই জেগে উঠে। ভয় এ জন্য যে, হতে পারে আমার অবাধ্যতার দরুন হিদায়াতের পবিত্র সরোবর হতে উঠিয়ে আমাকে অন্য কোনো অভিশপ্ত শ্রেণীতে নিক্ষেপ করা হলো। তাই গাফিল বা উদাসীন থাকার কোনো সুযোগ মুমিনদের নেই, এক মুহূর্তের জন্যও না।[১৩৫]

আপনার কর্তব্য হলো, সালাতে সূরা ফাতিহার দুআ অংশে আপনি এই কামনা করবেন যে, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে সেইসব সৌভাগ্যবানদের পথে পরিচালিত

[১৩৩] মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি ও মুসলিম)।

[১৩৪] বুখারি, ৩৪৪৫।

[১৩৫] মুফাসসিরগণের মতে আয়াতে 'الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ' যাদের ওপর আল্লাহ তাআলার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে সাধারণত ইয়াহুদী জাতিকে বুঝানো হয়েছে। আর 'الضَّالِّينَ' দ্বারা পথভ্রষ্ট বলতে খ্রিষ্টানদের বুঝানো হয়েছে। তবে ব্যাপক অর্থে উভয়জাতিই উভয়দোষে দুষ্ট। তাফসীর ইবনি কাসীর, ১/৫৫, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা।

করেন, যাদের প্রতি তিনি হিদায়াতের বিশেষ নিয়ামাত দান করেছেন। সেইসব অভিশপ্ত লোকের পথে যেন আপনাকে ছেড়ে না দেন, যারা হিদায়াতের আলোকজ্জ্বল পথের সন্ধান পেয়েও অহংকারবশত পা বাড়ায়নি, [illegible] বয়ে বেড়াচ্ছে। পাশাপাশি এমন বিভ্রান্ত লোকদের পথেও যেন আপনাকে তিনি চলতে না দেন, যারা পথ হারিয়ে ভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। না তারা শুরুতে সত্যের পরিচয় জানতে পেরেছে। আর না শেষে এসে আমলের সৌভাগ্য লাভ করেছে!

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

“বিশুদ্ধ বিবেকবোধ আর সদিচ্ছা বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি নিয়ামাত। বরং এ কথা বলা যায় যে, ইসলামের মতো নিয়ামাত লাভের পর এরচেয়ে মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামাত আর হতে পারে না। এ দুটি বৈশিষ্ট্যকে বলা যায় ‘ইসলামের মেরুদণ্ড’, যার ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ গুণ দুটি দ্বারা একজন বান্দা সেসব অভিশপ্ত লোকজন হতে নিরাপদ থাকতে পারে যাদের সদিচ্ছা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর এমন সব বিভ্রান্ত লোক হতেও দূরে থাকতে পারে, যাদের বিবেকবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার নিয়ামাত-ধন্য এমন লোকদের অনুসরণ করতে পারে, যাদের নিয়ত ও বিবেকবোধের উভয় বলে আল্লাহর কাছে স্বীকৃত। আর তারাই সরল সঠিক পথের পথিক, যাদের ব্যাপারে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা প্রতি সালাতেই তাদের পথের পথিক হওয়ার সৌভাগ্য কামনা করি।”[১০২]

আয়াতের ব্যাকরণিক সৌকর্য ও এর অন্তর্নিহিত রহস্য

শেষের আয়াত দুটিতে নিয়ামাত, ক্রোধ ও পথভ্রষ্টতার বর্ণনা রয়েছে।

নিয়ামাতের বর্ণনায় মহান আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন তাঁর সত্তা-গুণাবলির মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, অপর দিকে সরাসরি তাঁর প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষিতা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে নিয়ামাত বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও আশাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ন্তু ক্রোধের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করা হয়নি। এটা আল্লাহ তাআলার তি বান্দাকে আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। নিয়ামাত-হিদায়াত সমস্ত কল্যাণকর বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যেন

১ [illegible]

[illegible] ও [illegible] প্রকাশ, বিপরীতে ক্রোধ-অভিশাপের ক্ষেত্রে তাঁর পবিত্র নাম উল্লেখ না করাও আদবেরই অংশ।

[illegible] পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি বান্দার দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ এসবকিছু [illegible] মন্দ আমল-আচরণের পরিণাম।

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

☑ প্রথমেই নিজের সারাদিনের আমলনামা [illegible] যিকর ও অন্যান্য আমলের দিকে চোখ বুলাব। নিজের ভালো-মন্দের হিসাব নেবো। আর এই পাতায় [illegible] যে, এমন যেন না হয় আমি সত্য সঠিক পথ চিনতে পেরেও মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, [illegible] আর আল্লাহর প্রতি [illegible]।

☑ [illegible] আল্লাহর [illegible], [illegible] আমার সামনে [illegible] ... মনে করে [illegible] নিলাম। আর [illegible] ... পথভ্রষ্টদের [illegible] ... সকল [illegible] ... করুন।

আমীন পাঠ

[illegible] আমরা ‘আমীন’ বলব। সূরা ফাতিহার [illegible] আল্লাহর পক্ষ হতে [illegible] ‘আমীন’ বলুন। ফেরেশতাদের সাথে কণ্ঠ মেলানোর [illegible] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“ইমাম ‘[illegible]’ পড়লে তোমরা ‘আমীন’ বোলো। [illegible] ফেরেশতাদের (আমীন) বলার সাথে একই [illegible] (আমীন) [illegible] তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”[১০৩]

এই ‘আমীন’ উঁচু আওয়াজে [illegible] কিছু মতভেদ আছে, তা নিয়ে দলিলভিত্তিক [illegible] উভয় অবস্থাই [illegible] হাদীস ও আসার দ্বারা প্রমাণ [illegible]। তাই এই বিষয় নিয়ে, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পরিহার করা চাই। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

“এটা ইখতিলাফে মুবাহ পর্যায়ভুক্ত, যেখানে কোনো পক্ষকেই নিন্দা করা যায়

[১০৩] [illegible]

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

না। যে কাজটি করছে তারও না, যে করছে না তারও না। এটা সালাতে রুকু ইয়ালাইন করা ও না-করার মতোই বিষয়।[১৮]

তবে মনে মনে বলা যাবে না, এ ব্যাপারে কারও মাঝে দ্বিমত নেই। আওয়াজ কম না বেশি এটা নিয়ে মতভেদ আছে। নিম্ন আওয়াজের নিম্নসীমা হলো নিজের নিজেকে শুনিয়ে পড়া।

সমস্বরে উচ্চ আওয়াজে আমীন বলার রহস্য

জামাআতে সালাত আদায় করার সময় ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে সকল মুসল্লি এক যোগে সমস্বরে 'আমীন' বলবে। এ যেন পুরো উম্মাহর দৃঢ় ঐক্যের দৃপ্ত ঘোষণার অনুরণন। ঐক্যের এই প্রতীকী ঘোষণা উম্মাহর পুরোনো শত্রু ইয়াহূদীদের চিরকাল মর্মপীড়ার কারণ। স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "*ইয়াহূদীরা তোমাদের আমীন বলায় যত বেশি ঈর্ষান্বিত হয়, অন্য কোনো জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলো।*"[১৯]

আমাদের শত্রুদের গা জ্বলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ সালাত দেখে; অথচ আফসোস, আমরাই কত সালাত-বিমুখ! তারা আমাদের নিয়ামাত দেখে ঈর্ষান্বিত হয়, অথচ আমাদেরই কত ভাই পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় এই নিয়ামাতকে! কেউ কেউ তো সালাত আদায়ই করে না। অনেকে আবার করে ঠিকই, কিন্তু শুধু দেহ সালাত আদায় করে, মন্তর করে না। সালাতের মধ্যে আমরা একটিমাত্র শব্দ পাঠ করি 'আমীন', তাতেই ইসলামের শত্রুদের গায়ে জ্বলুনি ধরে যায়। তাহলে পুরো সালাতের প্রতি তাদের মনোভাবটা কেমন হতে পারে? আল্লাহ তাআলা আমাদের সালাতের সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করে যথাযথভাবে তা আদায় করার তাওফীক দান করুন।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[১৮] যাদুল মাআদ, ১/২৬১।

[১৯] ইবনু মাজাহ, ৮৫৭, ইবনু আব্বাস রা. হতে, সালাত কায়িম ও সালাতের সুন্নাত অধ্যায়। শাইখ আলবানি কোনো তাহকীকে সনদ অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। তবে সামগ্রিকভাবে সনদ হাসান।

ধ্যানময় বৈঠক

তাশাহহুদ-তাহিয়্যাত

২য় রাকআতে ও ৪র্থ রাকআতে আমরা সিজদাহ শেষে তাশাহহুদ বা আত-তাহিয়্যাতু পাঠ করি। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রা. বলেন,

> "*রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন, "আমাকে সমস্ত কালিমার শুরু এবং শেষ দান করা হয়েছে।" আমরা বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন, আপনি আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন। তখন তিনি আমাদেরকে তাশাহহুদ শেখালেন।*"[২০০]

ইবনু মাসঊদ রা. আরও বলেন,

> "*রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।*"[২০১]

ওপরের হাদীস দুটি থেকে তাশাহহুদের গুরুত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি উপলব্ধি করা যাচ্ছে। আরবি 'التحيات' (আত-তাহিয়্যাতু) শব্দটি 'تحية' এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ অভিবাদন জানানো, সম্ভাষণ জানানো, স্বাগত জানানো, সর্বপ্রকার প্রশংসা করা। শব্দটি আরবি 'الحياة' (হায়াত) শব্দ হতে উদ্ভূত। যার অর্থ জীবন, বেঁচে থাকা। আত-তাহিয়্যাতু শব্দ দ্বারা কারও গুণগান করার অর্থ হলো তার চিরজীবন কামনা করা। যেমন, নেতৃস্থানীয় লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় 'لك الحياة الباقية' (লাকাল হায়াতুল বাকিয়া) আপনি দীর্ঘজীবী হোন।

[২০০] মুসনাদু আবু ইয়ালা, ৭২৫৮, সনদ দুর্বল। তবে সহীহ বর্ণনায় সমার্থক হাদীস রয়েছে। মুসনাদু আহমাদ, ৪১৬০।

[২০১] ইবনু হিব্বান, ১১৮; মুসলিম, ৪০৩, ইবনু আব্বাস রা. হতে, সালাত অধ্যায়। উল্লেখ্য যে, প্রশ্নকারের উদ্ধৃত ইবনু মাসউদের বর্ণনাটি দুর্বল। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস হতে সহীহ মুসলিমে একই বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সত্তা যিনি ছাড়া বাকি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং নশ্বর কোনো সৃষ্টি নয়, 'চিরস্থায়ী-চিরঞ্জীব'—প্রভৃতি স্তুতিবাক্য তথা 'আত-তাহিয়্যাতু'র একমাত্র যোগ্য সত্তা তো তিনিই। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির সাথেই কেবল প্রযোজ্য এই শব্দ। পৃথিবীর ক্ষণিকের রাজা-বাদশাহ ও নেতৃবৃন্দের জন্য যে সিজদাহ, প্রশংসা, দীর্ঘায়ু এবং স্থায়িত্ব কামনা ইত্যাদির মাধ্যমে 'তাহিয়্যা' করা হয়, তাঁর আসল ও একমাত্র উপযুক্ত তো হলেন আল্লাহ তাআলাই। এ কারণেই সালাতে পাঠ্য 'التحيات' (আত-তাহিয়্যাতু) শব্দের শুরুতে আরবি 'আলিফ (ا)' ও 'লাম (ل)' বর্ণ জুড়ে দিয়ে আরবি ভাষারীতি অনুযায়ী শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা সর্বপ্রকার 'তাহিয়্যা' নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে (সিজদাহ, প্রশংসা, দীর্ঘায়ু-স্থায়িত্ব কামনা) শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

'التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ' (আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি) অর্থাৎ সমস্ত সম্ভাষণ ও অভিবাদন একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি বিপদ এবং ধ্বংসের যাবতীয় কারণ হতে ঊর্ধ্বে। তাঁর কখনো ধ্বংস হয় না। তাঁর রাজত্ব ব্যতীত বাকি সকল রাজত্ব একদিন মিশে যাবে ধুলোয়।

'وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ' 'সালাত ও পবিত্রতা সমর্পণ'। আল্লাহ তাআলার প্রতি আত-তাহিয়্যাতু (সালাম ও অভিবাদন) জানানোর কারণ হলো, তিনি এগুলোর একমাত্র উপযুক্ত। আর সালাত সমর্পণ করার উদ্দেশ্য হলো তাঁর দাসত্বের ঘোষণা দেয়া। আত-তাহিয়্যাতু (সালাম ও অভিবাদন) তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য হতেই পারে না, একই ভাবে সালাতের উদ্দেশ্যও তিনি ব্যতীত অন্য কেউ হওয়া কাম্য নয়।

অতঃপর সালাতের সাথে 'তয়্যিবাত' তথা সকল পবিত্রতাকেও তাঁর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। 'الطَّيِّبَاتُ' (তয়্যিবাত) তথা তাঁর পবিত্রতা তিন ভাগে বিভক্ত—

- পবিত্রতা তাঁর একটি সত্তাগত গুণ,
- তাঁর কালাম (কথা) পবিত্র এবং
- তাঁর সমস্ত কাজ পবিত্র।

'الوصف' (ওয়াসাফ) তথা গুণগত পবিত্রতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে পবিত্র। তিনি পবিত্র বৈ অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। তাঁর সমস্ত কাজকর্ম পবিত্র। তাঁর সমস্ত গুণাবলি পবিত্রতম। তিনি পবিত্র বান্দাদের ইলাহ (উপাস্য) এবং রক্ষক। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ ঘরের প্রতিবেশীগণও (মাসজিদে সালাত আদায়কারী বান্দা) পবিত্র। পবিত্র না হয়ে কেউ তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। বরং পবিত্র সেই সত্তার তাওফীক ব্যতীত কেউ পবিত্রতা অর্জনও করতে পারে না। সুতরাং তিনি ব্যতীত আর যা কিছু পবিত্র আছে, সবই তাঁর পবিত্রতার ছোঁয়ায় পবিত্র হয়েছে। এমনকি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছুই পবিত্র। যেমন, তাঁর ঘর (মাসজিদ), বান্দা, (নবি-রাসূল), তাঁর রূহ

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

(জিবরীল), তাঁর উটনি (সালিহ ﷺ-এর উটনি) এবং তাঁর জান্নাত ইত্যাদি।

'كلام' (কালাম) তথা তাঁর সকল কথা ও বাণী পবিত্র। তাঁর পবিত্রতা, প্রশংসা, বড়ত্ব, স্তব এবং যেসব কালাম দ্বারা তাঁর গুণগান করা হয়, সবই পবিত্র। তাঁর প্রশংসার জন্য ব্যবহারযোগ্য সকল উপমাই পবিত্র। যে শব্দ ও বাক্য লা-শরিক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না তাও পবিত্র। যেমন নিচের কথাগুলো—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ, আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মহিমা সুউচ্চ। আর আপনি আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই।[২০২]

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়।[২০৩]

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

আমি আল্লাহ তাআলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।[২০৪]

'فعل' (ফেয়েল) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সমস্ত কাজ পবিত্র। তাঁর কাছ থেকে পবিত্র বৈ অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। তাঁর প্রতি শুধুমাত্র পবিত্র বিষয়সমূহ সম্পর্কিত করা হয়। অপবিত্র কিছু তাঁর সামনে পেশ করা হয় না।

কখনো কখনো 'الطَّيِّبَاتُ' (তয়্যিবাত) দ্বারা নিয়তের মধ্যে ইখলাসের ব্যাপারে সচেতন করা হয়। অর্থাৎ ইবাদাতগুলো যেন সমস্ত বদ-নিয়তের অপবিত্রতা হতে মুক্ত হয়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য যেন না হয়। আরও বলা হয় যে,

- 'التحيات' (আত-তাহিয়্যাতু) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মৌখিক ইবাদাত।
- 'الصَّلَوَاتُ' (সালাওয়াত) দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত শারীরিক ইবাদাত।
- আর 'الطَّيِّبَاتُ' (তয়্যিবাত) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আর্থিক ইবাদাত।

[২০২] নাসায়ি, সুনানুল কুবরা, ১০৬১১। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. হতে। শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন। সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২৯৩৯।

[২০৩] মুসলিম, ২১৩৭, সামুরাহ ইবনু জুনদুব রা. হতে, শিষ্টাচার অধ্যায়।

[২০৪] বুখারি, ৭৫৬৩, আবু হুরায়রা রা. হতে, তাওহীদ অধ্যায়।

তাহিয়্যাতুর মাঝে সালাম

এবার সকল পুণ্যবান বান্দার প্রতি শান্তির দুআ (সালাম) পাঠের পালা। আর পুণ্যবান হলেন আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত বান্দাগণ। যাদের উপমা পেশ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

"(হে নবি) বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর এমন বান্দাদের প্রতি যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।[২০১]

ধরে নিন, আপনার সালাতে আল্লাহ তাআলার পাশাপাশি পুণ্যবান বান্দাগণেরও কিছু অধিকার রয়েছে। আর তা হলো সালাম অর্থাৎ শান্তির দুআ। আল্লাহ চান একজন মুসলিম তার সালাতে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের জন্য দুআ করুক। বলাই বাহুল্য যে, প্রিয় বান্দাদের আলোচনা আসলে প্রিয়তম দিয়েই শুরু হওয়া চাই। কে তিনি, তা কী আর বলার অপেক্ষা রাখে? তিনিই আল্লাহর প্রিয়তম, আমাদের প্রিয়তম নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সৃষ্টিজগতে তাঁর অনন্য মর্যাদা ও যোগ্যতাবলে তাঁকে দিয়েই শুরু আল্লাহর মনোনীত প্রিয়দের তালিকা।

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

হে নবি! আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি, তাঁর রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক।

এই দরুদ পাঠের সময় নিয়ত করুন, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর দাওয়াত ও উম্মাত-কে সকল অপূর্ণতা হতে নিরাপদ রাখুন। শান্তিতে রাখুন। দিনকে দিন তাঁর আনীত শারীআহর আওয়াজ যেন সমুন্নত হয়। তাঁর উম্মাতের সম্মান ও মর্যাদা যেন বৃদ্ধি পায়। তাঁর আলোচনা যেন পৌঁছে যায় সুউচ্চে। দুআয় রহমত কামনার অর্থ হলো, তিনি যেন সকল প্রকার কল্যাণে সমৃদ্ধ হন। এবং আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য তিনি যে কষ্ট-মুজাহাদা করেছেন, তার (দ্বীন) উপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতিতে (মাকামে মাহমুদ দ্বারা) যেন তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরুদ পাঠের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে মর্যাদা দান করছেন, তার প্রতি খেয়াল করুন। দরুদ পাঠকারীর জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

"কেউ আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আল্লাহ (তাওয়াতেই) আমার 'রূহ' ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দিই।[২০২]

তবে দেখুন তো বিষয়টা! আপনার দরুদ ও সালামের উত্তর দেয়ার জন্য নবিজির রূহ তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হলো, আর তিনি আপনার সালামের উত্তর দিলেন! একজন ভক্তের জন্য এর চেয়ে বড় পুরস্কার, মর্যাদা আর গর্বের কী হতে পারে? সালাম প্রেরণের সময় মনে করুন যে, তিনি আপনার কাছেই আছেন। সেই সাথে এই অনুভূতি আনুন যে, আপনার সালাম তাঁর নিকট পৌঁছে যাচ্ছে। আর তিনিও মমতার সাথে শেষ যামানার এক ইয়াতীম উম্মাতের সালামের জবাবও দিচ্ছেন, ঈমান ধরে রাখার হিম্মত আর ভরসা দিচ্ছেন। প্রত্যেক নবিই তাঁর উম্মাতের জন্য পিতাস্বরূপ।[২০৩] অনুভব করুন, পিতা তার সন্তানের মাথায় হাত রেখে বলছেন, 'বেটা, এই তো আর ক'টা দিন। ফিতনার যুগের পুরস্কারও বিরাট।'

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

শান্তি ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সকল পুণ্যবান বান্দার ওপর।

এবার আপনি নিজেকে সহ সকল পুণ্যবান বান্দার প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। পুণ্যবান বান্দাগণের সান্নিধ্য লাভের আশা লালন করুন। আসমান ও জমিনবাসী সকল পুণ্যবান বান্দার প্রতি সালামের নিয়ত করুন। এর ফলে জিন, ইনসান ও সকল ফেরেশতা আপনার দুআর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আরেকটা নতুন দৃষ্টিকোণ কিন্তু ফুটে উঠে এখানে, তা হলো—সালাত আল্লাহর হক, পাশাপাশি সালাত কিন্তু বান্দারও হক। সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তি সমস্ত মুসলিমের হকও নষ্ট করার মাঝে লিপ্ত রয়েছে। কারণ সালাতের ভেতর তার দুআতে সমস্ত মুসলিমের যে হক ছিল, তা সে আদায় করছে না। অতীত-বর্তমান সহ কিয়ামাত পর্যন্ত অনাগত সকল মুসলিম মানুষ-জিন-ফেরেশতার হক সে নষ্ট করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"তোমাদের কেউ যখন সালাতের তাশাহহুদের বৈঠকে বসে তখন সে বলবে,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

আমাদের সমস্ত অভিবাদন, সালাত ও দুআ এবং পবিত্রতা মহান আল্লাহর জন্য। হে নবি! আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।

---

[২০১] সূরা নামল, ২৭ : ৫৯।

[২০২] সুনানু আবী দাউদ, ২০৪১, আবু হুরায়রা রা. হতে, হজ্জ অধ্যায়, সনদ হাসান।

[২০৩] মুনিরুদ্দিন আহমাদ, তাফসীর মাআরিফ, ৪/২২৫ (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫ এর ব্যাখ্যায়)।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

আমাদের ও আল্লাহর সকল নেক বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

কেননা, তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন তা আসমান ও জমিনের মাঝে আল্লাহর যত নেক বান্দা আছে সবার নিকটেই পৌঁছে যাবে।[১০৮]

তাহিয়্যাতুর বৈঠকে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান

তাহিয়্যাত শেষ করে এবার আমরা আল্লাহ তাআলার তাওহীদের সাক্ষ্য দান করব। এই কালিমাই সালাত অর্থাৎ সকল ইবাদাতের মূল ভিত্তি। সালাত তো নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতের ঘোষণা ছাড়া শুধু তাওহীদের ঘোষণা আপনার কোনো কাজে দেবে না। তাই তাহিয়্যাত পাঠ করার পর আল্লাহ তাআলার তাওহীদ আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বান্দা ও রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দান করুন। গভীর থেকে বলুন—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

এটুকু পাঠ করার পর আপনার সালাতের মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষ। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, "এই পর্যন্ত বলার পর তুমি তোমার সালাত শেষ করলে। এবার তুমি চাইলে দাঁড়িয়ে যেতে পারো। আর চাইলে (দরুদ ও দুআর জন্য) বসতেও পারো।"[১০৯]

হানাফি আলিমগণের মতে তাশাহহুদ পাঠ করার পর বাস্তবিক অর্থেই সালাত শেষ হয়ে যায়। এর পর সালাম ফিরিয়ে নিলে কিংবা সালাত ভঙ্গ হয় স্বেচ্ছায় এমন কোনো কাজ করলেও সালাত আদায় হয়ে যাবে।[১১০] পক্ষান্তরে ফিকহের অন্যান্য মুজতাহিদগণের মতে তাশাহহুদ পাঠ করার দ্বারা সালাত প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসে এবং সালাতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, কিন্তু সালাত পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না। কেউ দরুদ ও দুআ পাঠ করার ইচ্ছা করলে সে সময়টুকুতে সে সালাতের মধ্যে আছে বলেই ধরে নেয়া হবে। এবং সালাতের যাবতীয় বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত

[১০৮] সুনানু আবী দাউদ, ৯৬৮, ইবনু মাসউদ رضي الله عنه হতে, সালাত অধ্যায়, সনদ সহীহ।

[১০৯] মুসনাদু আহমাদ, ৪০০৬, সনদ হাসান সহীহ।

[১১০] মুগনিল মুহতাজ, ১/৪৭৫, ৫৭৫।

যে, তাশাহহুদ তথা শাহাদাতের কালিমাই হলো সালাতের মূল সমাপিকা। যেমনটি এই কালিমা দ্বারাই আমরা কামনা করি জীবনের সমাপ্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যার সর্বশেষ বাক্য হবে "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"—আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১১১]

তাশাহহুদ পাঠ করার সময় তর্জনি (শাহাদাত আঙুল) উঁচু করে মুখে যা পড়ছেন তার সত্যতার প্রতি ইশারা করুন। এ সময় মনে মনে কল্পনা করুন যে, আঙুল উঁচিয়ে তাওহীদ-রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়ে আপনি শয়তানকে পিটিয়ে ধরাশায়ী করে সালাত শেষ করছেন। সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর رضي الله عنه একবার সালাত আদায় করার সময় তাশাহহুদ আদায়ের জন্য বসলেন এবং আঙুলি দ্বারা ইশারা করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"নিশ্চয়ই এই (তর্জনির) ইশারা শয়তানের ওপর লোহার (আঘাতের) চেয়ে কঠিন।"[১১২]

দরুদে ইবরাহীম

আল্লাহ তাআলার পর আপনার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান কার বলুন তো? সবচেয়ে বেশি মায়া, সবচেয়ে বেশি হক?

একবার আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها নবিজিকে বললেন,

– ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দুআ করুন।

– আল্লাহ, আয়িশা-কে মাফ করে দেন।

এই দুআ পেয়ে আম্মাজান খুশিতে লুটোপুটি। নবিজি জিজ্ঞেস করলেন,

– আয়িশা, তুমি এতো খুশি যে?

– ইয়া রাসূলাল্লাহ, খুশি হব না? আমার চেয়ে খুশি আর কে হবে, আপনি স্বয়ং আমার জন্য দুআ করলেন।

– আয়িশা, আমি প্রত্যেক সালাতের পর আমার উম্মাতের জন্য এই দুআ করি।[১১৩]

চিন্তা করুন, তিনি বলেছেন, আয়িশা আর তার বাবা আমার সবচেয়ে প্রিয়।[১১৪] ভে

[১১১] সুনানু আবী দাউদ, ৩১১৬, মুআয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে, জানাযা অধ্যায়, সনদ সহীহ।

[১১২] মুসনাদু আহমাদ, ৬০০০; শাইখ শুআইব আরনাউত সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাসান বলেছেন। শাইখ আলবানি সহিহ বলেছেন।

[১১৩] সহীহ ইবনু হিব্বান, ৭১১১, সনদ সহীহ।

[১১৪] বুখারি, ৩৬৬২; হাদিসে উমার رضي الله عنه-এর নামও রয়েছে।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

প্রিয়তমার চেয়ে তিনি আপনাকে-আমাকে নিয়ে বেশি ভেবেছেন। তিনি বলেছেন,

> *“আমার আর তোমাদের উদাহরণ পোকামাকড়ের মতো। তোমরা ঝাঁপ দিয়ে আগুনে পড়তে যাচ্ছো। আর আমি কোমর ধরে ধরে তোমাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছি।”*[২১৫]

হাশরের মাঠেও তিনি আপনাকে নিয়েই ভাববেন। সমস্ত বড় বড় নবি-রাসূলগণ পর্যন্ত সেদিন নিজেকে নিয়েই পেরেশান থাকবেন—ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী... হায় আমার কী হবে! আর সেদিনও তিনি না নিজের, না কলিজার টুকরা ফাতিমা-হাসান-হুসাইনের আর না ভালোবাসার স্ত্রীদের নিয়ে বিচলিত থাকবেন। তাঁর সকল টেনশন, সকল দৌড়ঝাঁপ সেদিন হবে আমার-আপনার জন্য—ইয়া রাব্বী, উম্মাতী... ইয়া রাব্বী উম্মাতী... আল্লাহ, আমার উম্মাতের কী হবে?[২১৬]

তিনি আপনাকে তাঁর 'ভাই' বলে ডেকেছেন। একদিন সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন,

— আমার খুব মনে চায় আমার 'ভাই'দের সাথে দেখা করতে।

— ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই?

— না, তোমরা আমার সাহাবি। আমার 'ভাই' তো তারা, যারা আমাকে না দেখে আমার ওপর ঈমান আনবে।[২১৭]

আহ! কী অবস্থা তাঁর প্রিয় 'ভাই'দের। তাঁকে অফার দেয়া হয়েছিল, তখন তাঁর ভরা যৌবন। কুরাইশরা উতবা ইবনু রবীআ-কে পাঠাল নবিজির দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করার একটা চেষ্টা করতে। উতবার প্রস্তাব ছিল[২১৮]—

> *“হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার যদি আর্থিক চাহিদা থাকে তাহলে বলো। আমাদের সকলের সম্পদ থেকে অংশবিশেষ জমা করে তোমাকে দেবো। তাতে তুমি বনে যাবে কুরাইশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। (সম্পদ)*
>
> *যদি বিয়ের প্রয়োজন বোধ করো, বলো। কুরাইশ নারীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নাও। আমরা তোমার কাছে ১০ জনাকে বিয়ে দেবো। (নারী)*
>
> *যদি বাদশাহী চাও বলো, তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে নেব। (ক্ষমতা)*
>
> *তোমার উদ্দেশ্য যদি সম্মান হাসিল করা হয়, তবে আমরা তোমাকে এমন সম্মান দেবো যে, কওমের কেউ তোমার চেয়ে সম্মানের অধিকারী হবে না। (সম্মান)*
>
> *আর তোমার যদি নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা আমাদের সকল গোত্রের ঝাণ্ডা তোমার ঘরের সামনে গেড়ে দেবো। (নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব)*

[২১৫] বুখারি, ৬৪৮৩; মুসলিম, ২২৮৪।

[২১৬] বুখারি, ৪৭১২; মুসলিম, ১৯৪।

[২১৭] মুসনাদু আহমাদ, ৩/১৫৫।

[২১৮] হাকিম, ইবনু আবী শাইবা, আবু ইয়ালা, ইবনু হিশাম, বাইহাকি সূত্রে প্রাগুক্ত; এবং হায়াতুস সাহাবা, ১/৯০-৯১।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

ক্ষমতা-নারী-মর্যাদা-সম্পদ — এর সবগুলো তাঁকে আবু তালিব বেঁচে থাকতেই অফার করা হয়েছিল। মেনে নিলে তখনই জোয়ানকালে আরবের সর্দার হয়ে যেতেন তায়িফ-বদর-উহুদ-খন্দক ছাড়াই। সারাটা জীবন এতো কষ্ট-বিপদ-উৎকণ্ঠা পাড়ি দিতে হতো না। মেনে নিলেই আরবের টপ-টেন সুন্দরী-কুমারী ১০ জন একসাথে পেতেন স্ত্রী হিসেবে। বিধবা আম্মাজানদের পেতাম না তখন আমরা। মেনে নিলেই মক্কার সবচেয়ে ধনী বনে যেতেন এক নিমেষেই। খেয়ে-না খেয়ে, পেটে পাথর বেঁধে, পা-মেলা-যায়-না-এতটুকু খুপরিতে শুয়ে জীবন পার করতে হতো না। সকল প্রলোভন আর হুমকির মুখে তাঁর জবাব ছিল একটাই—

> *“আপনারা যদি সূর্যের আগুন দিয়ে একটা মশাল জ্বালিয়ে এনে দেন, তাতেও আমি আমার কার্যক্রম ছাড়তে পারব না। আমাকে যে কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তা ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।”*[২১৯]
>
> *“যদি আমার বামহাতে সূর্য ও ডানহাতে চন্দ্র এনে দেয়া হয়, তারপরও আমি এই কাজ (তাওহীদের দাওয়াহ) ছাড়তে পারব না।”*[২২০]

শুধু আপনার-আমার জন্য, যেন আপনি-আমি জাহান্নামের মহাকষ্ট থেকে, দুনিয়ায় জালিমের যুলুম আর মাখলুকের দাসত্ব থেকে বেঁচে যাই। যেন আপনি দুনিয়াতে সুখ-সফলতা-প্রশান্তির ফুরফুরে জীবন কাটান, আর মৃত্যুর পর হয়ে যান জান্নাতের বাদশাহ। শুধু আপনার জন্য তিনি সব পায়ে ঠেলেছেন। আপনজনদের কাছে অপমানিত হয়েছেন, চড়-থাপ্পড়-পাথর খেয়েছেন, রক্ত ঝড়ে পায়ের জুতো ছিপকে গেছে। গিরিখাতে ২ বছর পুরো গুষ্টি পার করেছেন খেয়ে-না-খেয়ে। ৫৩ বছরের বৃদ্ধ মানুষটা ৪০০ কিলো আরবের ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উটের পিঠে পাড়ি দিয়েছেন জন্মভূমির মায়া ছেড়ে। কী দরকার ছিল তাঁর, নেতৃত্বের অফার তো পেয়েই গিয়েছিলেন। কী দরকার ছিল তাঁর বদরে-উহুদে নিকটাত্মীয়দের মরতে দেখার? কী দরকার ছিল তাঁর খন্দকে পেটে দুটো পাথর বেঁধে মাটি খোঁড়ার? এ কেমন বাদশাহী যে, দু'বেলা রুটি জোটে না, মাসে একবার উনুনে আগুন জ্বলে না, রাতে না ঘুমিয়ে সালাতে পা ফুলিয়ে ফেলতে হয়? এ কেমন মিসকিনের জীবন তিনি বেছে নিয়েছেন? কার জন্য? আপনার জন্য, আমার জন্য।

আর তার বদলা এই দিচ্ছি যে, মন দিয়ে একবার দুআটাও করার ফুরসত নেই আমাদের। শেষ বৈঠকে মন আর কোনোভাবেই ধরে রাখা যায় না। শেষ বৈঠক পুরোটাই আমাদের কাটে প্রলাপ বকার মতো—কী পড়ছি, কেন পড়ছি; হুঁশই নেই।

[২১৯] মুসনাদু আবু ইয়ালা, তাবারানী আওসাত ও তাবারানী কাবীরে বিশুদ্ধ সনদে। সীরাতুন নবি ﷺ, শাইখ ইবরাহীম আলী, মাকতাবাতুল বায়ান।

[২২০] বাইহাকি থেকে বর্ণিত, হায়াতুস সাহাবাহ, দারুল কিতাব, ৩/৬৪।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাঁর তাফসীরে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস এনেছেন হাসান বাসরী (রহ.), মুজাহিদ (রহ.) ও যাহহাক (রহ.)-এর সনদে।[২২১] হাদীসের সনদ নিয়ে কথা রয়েছে। মিরাজে নবিজি ﷺ ও আল্লাহর কথোপকথন আমরা আত-তাহিয়্যাতুর ভেতরে পড়ি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিবাদন জানিয়েছিলেন আল্লাহকে:

আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত ত্বয়্যিবাতু।

আল্লাহ তাআলা জবাবে বলেছিলেন:

আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

তখন নবিজি চাইলেন আল্লাহর এই সালামের মাঝে তাঁর উম্মাতও শরীক হোক, তিনি একা না। তাই তিনি বললেন:

আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন...

(আমাদের ওপর এবং নেককার বান্দাগণের ওপরও শান্তি হোক)

তারপর জিবরীল (আ.) এবং আসমানবাসী সবাই সমস্বরে সাক্ষ্য দিলেন:

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

চিন্তা করুন, আল্লাহর তাআলার সম্মুখে সেই পরম মাহেন্দ্রক্ষণেও তিনি আমাকে-আপনাকে ভোলেননি। আমি একা কেন, আমার ইয়াতীম উম্মাতও শামিল হোক মালিক আপনার পক্ষ থেকে সালামের সুসংবাদে। প্রিয় পাঠক, কমপক্ষে আসুন, এতটুকু তো করি। কৃতজ্ঞতা আর একটা বার ঐ চাঁদমুখ না দেখতে পারার বেদনা[২২২] থেকে পড়ি—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারস্থ (বংশীয়) লোকজনের

[২২১] আল-জামে লি আহকামিল কুরআন তথা তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে সূরা বাকারাহ, আয়াত নং- ২৮৫, ২৮৬।

[২২২] আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের মাঝে আমার প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণকারী এমন লোকেরা আছে, যারা আমার পরে আসবে। তারা এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, নিজেদের ঘরবাড়ি-ধনসম্পদ সবকিছুর বিনিময়ে হলেও একবার আমাকে যদি দেখতে পেত।' [মুসলিম, ৭১৪৫]

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারস্থ (বংশীয়) লোকজনের মাঝে বরকত দান করুন যেভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের মাঝে। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।[২২৩]

সালাত নিজেই পূর্ণ দুআ। আর যেকোনো দুআর শেষে দরুদ উত্তম সমাপ্তির পরিচায়ক। দুআর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরুদ পাঠ দুআ কবুলে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নবিজির পরিবার পরিজনের প্রতিও আমরা দরুদ পাঠ করি। তাঁর পরিবারকে ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন আপনাকে তাঁর প্রিয়জনে পরিণত করবে। এমনিভাবে আমরা ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতিও দরুদ পাঠ করে থাকি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি দরুদ পাঠের অর্থ, ইবরাহীম (আ.)-এর পরে যত নবি-রাসূল এসেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি এবং তাঁদের বংশধর ও ঈমানদার অনুসারীদের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করা। এতো ব্যাপ্তি ও ওজনের দরুদ সালাতে এই দরুদটি পাঠ করা সবচেয়ে উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ।

দরুদের প্রথমাংশে সালামের দুআ, দ্বিতীয়াংশে বরকতের দুআ। মূলত বরকত হলো, কোনো বস্তু 'যথাসময়ে যথাপরিমাণে সহজলভ্য' হওয়া। যেমন প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট পরিমাণে উটের জোগান থাকাকে উটের ক্ষেত্রে বরকত বলে ধরে নেয়া হয়। সাধারণত বরকত বলতে আমরা যা বুঝি, তা হলো ভালো বিষয় কল্যাণের স্বার্থে বৃদ্ধি পাওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য বরকতের দুআর অর্থ হলো—হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যে ইয্যাত ও সম্মান দান করেছেন, তা বহাল রাখুন। চিরস্থায়ীভাবে দান করুন। তিনি যেই রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন তাতে যেন বরকত হয়। যদিও নবিজি সশরীরে আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষা চিরকাল থাকবে। আর তাতে বরকতের উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকভাবে এর প্রসার ঘটা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার পরিজন তথা বংশধরদের মাঝে

[২২৩] বুখারি, ৩৩৭০, কা'ব ইবনু উজরা (রা.) হতে, নবি ও রাসূল অধ্যায়।

বরকতের দুআর উদ্দেশ্য হলো, তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পথ ও মতের অনুসরণ করেছেন, তাঁর মূলনীতি অনুযায়ী চলেছেন, তাঁদের জন্য বরকত চাওয়া। বিষয়টি বুঝতে হলে একটি আয়াত ও এর তাফসীরের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا

"আর (আমি যেখানেই থাকি না কেন) তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।[৯৮]

আয়াতের এই অংশের তাফসীরে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ ﵀ বলেন, 'কল্যাণকর কথা ও কর্ম শিক্ষাদানকারী' বানিয়েছেন, আমি যেখানেই থাকি না কেন'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য উত্তম শিক্ষাই হলো আল্লাহ প্রদত্ত বরকত। অতএব যদি বরকত বলতে কল্যাণ লাভ করা, এর উন্নতি ঘটা এবং তা স্থায়ী হওয়াকে বুঝানো হয়, তবে বাস্তবে (দুনিয়া ও আখিরাতের) সমস্ত কল্যাণ রয়েছে নবি-রাসূলগণের রেখে যাওয়া ইলমের মধ্যে।[৯৯] ওয়াহইব ইবনুল ওয়ারদ ﵀ হতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, নবি-রাসূলগণ বরকতময় এভাবে হতেন যে, তাঁরা 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ' করতেন।[১০০]

এবার বলুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেখে যাওয়া বরকত 'ইলম' হতে আমি-আপনি কিছু অর্জন করতে পেরেছি? কতটুকু পেরেছি? ২৪ ঘণ্টার একেকটি দিনে আমার কি সময় হয় কিছু 'বরকত' নেবার? নাকি এই বরকত-কে আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করে রেখেছি? যদি আমি নিজে নিয়ে থাকি, অন্যকে এই বরকতের পথে আহ্বান জানাবার সময় হয় কি আমার? সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আমার ভূমিকা কী? নাকি কারও ভয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে নীরবতা ও অপব্যাখ্যার নতজানু পথ বেছে নিয়েছি? সালাতে এই দুআয় উদ্দিষ্ট বরকত কি আমার ঝোলায় এসেছে, নাকি তোতাপাখির মতো আওড়েই গেলাম? নাকি আমি ভাবছি আল্লাহ আমার হিসাব নেবেন না?

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

৯৮] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩১।

৯৯] ইবনুল কাইয়িম ﵀, বাদাইউত তাফসীর (তাফসীর), ৪/১৮০।

১০০] তাফসীরু ইবনি কাসির, ৫/২০৩।

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

৬

- আমি উপলব্ধি করছি যে, দ্বীনের মধ্যে আমার একটি ভূমিকা রয়েছে, যা আমি পালন করছি না। আমার কিছু অবশ্য কর্তব্য রয়েছে, যাতে আমি অবহেলা করেছি। আমার জন্য একটি নির্দেশিকা রয়েছে, যার কথা আমি বেমালুম ভুলে বসে আছি। আর দীর্ঘ সময় ধরে আমি আল্লাহ তাআলার নিকট এমন অনেক দুআ করে আসছি, যেগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই—আসলে আমি কী বলেছি, কী চেয়েছি এতোদিন।
- আমার তো করণীয় ছিল, আল্লাহ তাআলাকে ডাকার পাশাপাশি মানুষকেও কল্যাণের পথে ডাকা, তাদেরকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা, আলোর পথে আহ্বান করা। আজকের এই সালাতের পরপরই আমি বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াস হব, চিন্তাভাবনা করব। প্রথমে পরিবার, অতঃপর কর্মস্থল এভাবে সকল মানুষের ব্যাপারে আমার দায়িত্ব অনুধাবন করে তা আদায়ের জন্য চেষ্টা করব। যেন মাত্রই পড়া দুআটিতে উল্লেখিত বরকত আমার অর্জন হয়।

إِنَّكَ حَمِيدٌ

নিশ্চয়ই আপনি অতি-প্রশংসিত।

'حَمِيد' (হামীদ) শব্দটি কারক অর্থাৎ প্রশংসাকারী অর্থে ব্যবহার হলেও আরবি ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী কর্তৃবাচ্য তথা 'مَحْمُود' (মাহমূদ) অর্থাৎ প্রশংসিত অর্থেও ব্যবহার হয়। এখানেও তাই হয়েছে। এখানে শব্দটির মর্ম হলো: আপন সত্তা, গুণাবলি এবং কর্মগুণে আল্লাহই সকল প্রশংসার একমাত্র যোগ্য। তিনি ব্যতীত আর কেউই প্রশংসার যোগ্য নয়। তিনি আমাদের সুখে-দুখে, অভাব-সচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় প্রশংসাই (প্রশংসার উপযুক্ত)। কারণ তিনি মহাপ্রাজ্ঞ এক সত্তা, যার কাজে কোনো ভুল হয় না, হতে পারে না। আমার দুঃখ-দুর্দশাই হতে পারে তাঁর অনুগ্রহ, যা আমার সুখে আসবে পরে।

অবশ্য 'حَمِيد' (হামীদ) শব্দটি কারক অর্থাৎ প্রশংসাকারী অর্থেও ব্যবহার হতে পারে। তখন এর ব্যাখ্যা হবে, আল্লাহ তাআলা নিজের এবং প্রিয়জনদের প্রশংসাকারী। কিংবা এও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ বান্দার ভাষায় নিজের প্রশংসা করিয়ে নিয়েছেন। তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহে প্রশংসাকারীগণ প্রশংসার সুযোগ লাভ করেছে, যা তাদেরই মুক্তির রাস্তা হয়েছে। এই সুযোগ তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিরাট নিয়ামাত।

'مَجِيدٌ' (মাজীদুন) 'অতি মর্যাদার অধিকারী' শব্দটি এমন সত্তাকে বুঝিয়ে থাকে যিনি সব ধরনের মর্যাদাপূর্ণ গুণে গুণান্বিত। শব্দটি আরবি 'المجد' (আল মাজদু) শব্দ হতে উদ্ভূত। শব্দটি দ্বারা সর্বপ্রকার আভিজাত্য-সম্মান-উচ্চতা-গুণের পরিপূর্ণতা বুঝানো হয়। সত্তাগত আভিজাত্যের পাশাপাশি যার সমস্ত কর্মও উত্তম, তার ক্ষেত্রে 'المجد' (আল মাজদু) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ফলে 'مَجِيدٌ' (মাজীদুন) এর অর্থ দাঁড়ায়—যিনি নিজ কর্মগুণে মর্যাদা লাভ করেছেন, আর তার অধীনস্থরা মহত্ত্বের কারণে তার মর্যাদা বর্ণনা করে থাকে। এই নামের সবচেয়ে উপযুক্ত সত্তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে?

দরুদ পরবর্তী দুআ

আশ্রয় প্রার্থনা

তাশাহহুদ ও দরুদ পাঠের পর এবার আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে সমস্ত মন্দ বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করব। আপনার আমার প্রিয়জন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ওসীয়ত করে গিয়েছেন—

> *"তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়কালে তাশাহহুদ পড়বে, তারপর চার বস্তু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে: ১. জাহান্নামের আযাব থেকে। ২. কবরের আযাব থেকে। ৩. জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। ৪. এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। অতঃপর তার জন্য (প্রয়োজনীয়) যা মনে আসে তার দুআ করবে।*[২২৭]

তিনি সাহাবিগণকে তাশাহহুদের পর করণীয় দুআ শিক্ষা দিয়েছেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মরণকালের পরীক্ষা থেকে আর মিথ্যা মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।[২২৮]

দুআটিতে মূলত দু'ধরনের ফিতনার আলোচনা রয়েছে। ১. ব্যাপক শব্দে ফিতনার উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে একাধিক প্রকারের ফিতনা শামিল। ২. একেক প্রকারের মধ্য হতে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ফিতনাকে আবার আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

২২৭] নাসায়ি, ১৩১০, আবু হুরাইরা রা. হতে, সালাত শুরুর অধ্যায়, সনদ সহীহ।
২২৮] বুখারি, ২/১০২; মুসলিম, ১/৪১২।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

কবরের আযাব মৃত্যুর ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। আর দাজ্জালের ফিতনা জীবনের ফিতনার অন্তর্ভুক্ত।

মৃত্যুর সবচেয়ে ভয়াবহতম বিপদ হলো আখিরাতের আযাব, যা দুই ভাগে বিভক্ত— ১. কবরের আযাব আর ২. জাহান্নামের আযাব। আর যা কিছু এই আযাবের কারণ হবে, সেগুলোই হলো ফিতনা—তথা পরীক্ষা ও আপদ। এই ফিতনাও আবার দুই প্রকার—বড় ও ছোট। বড় ফিতনা হলো দাজ্জালের ফিতনা আর মৃত্যুকালীন ফিতনা। এ ফিতনায় একবার পড়লে ফিরে আসার কোনো উপায় থাকে না, এজন্যই এরা বড় ফিতনা। আর ছোট ফিতনা হলো জীবদ্দশার পরীক্ষাগুলো—পরিবার-পরিজন, অর্থ-সম্পদ এবং অন্যান্য পার্থিব বিষয়। তবে এগুলো দাজ্জাল ও মৃত্যুর ফিতনা হতে কম ক্ষতিকর। কেননা এই ফিতনায় নিপতিত ব্যক্তির সামনে তাওবা করে ফিরে আসার পথ খোলা থাকে। সালাফদের অনেকেই এমনকি খালাফ তথা পরবর্তী অনেক আলিমও এই দুআটি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর বারবার পাঠ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর যারা পড়েন, তাদের বারবার পড়তে বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এই দুআ করেছেন আমাদের শেখানোর জন্য। যেন তাঁর আমল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা দুআ করি ও এসব থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে গিয়ে বেঁচে যাই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমার সময়ে দাজ্জাল এলে আমিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হব।' এরপরও সাহাবিগণ এই দুআ পাঠ করে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে চেয়েছেন। এটাও আল্লাহ তাআলার আরেকটি হিকমাহ। যুগ হতে যুগে, এক দল হতে অন্য দলের কাছে দাজ্জালের খবর, তার ভয়াবহতম ফিতনার খবর টেক্সট ছাড়াও আমল আকারে মুতাওয়াতিরভাবে নিরবচ্ছিন্ন সনদে প্রজন্মান্তরে বয়ে এসেছে। বারবার সালাতের ভেতর দাজ্জালের স্মরণ সর্বদা মুমিনকে ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করে রেখেছে। যখন দাজ্জালের আবির্ভাবের আসল সময় এসে যাবে, তখনকার মুমিনদের অন্তরে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী যাচাই করে সহজেই তাকে চিনে ফেলবে একজন মুসলিম।

ইসতিগফার

আর সালাতের একেবারে শেষে সালাম ফিরানোর আগে ইসতিগফার পাঠ করা বিধান রয়েছে। সালাতের শুরুতে যেমন আপনি ছানা, আউযুবিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা মাধ্যমে এক প্রকার মাগফিরাত কামনা করে সালাত শুরু করেছিলাম, শেষটাও তা মাগফিরাত কামনা দিয়ে করা হবে। এ সময় ইসতিগফারের জন্য বিভিন্ন দুআ রয়ে

পাঠ করার জন্য। যেমন এই দুআটি প্রসিদ্ধ—

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত, আবু বকর সিদ্দিক রা. প্রশ্ন করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে: আমাকে এমন কোনো দুআ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি সালাতে আল্লাহকে ডাকব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: তুমি বলো—

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি নিজের ওপর যুলুম করেছি, ভীষণ যুলুম। মাফ করার আপনি ছাড়া কেউ নেই। অতএব, আপনি আপনার ক্ষমা দ্বারা আমাকে মাফ করে দিন। আর আমার ওপর রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৯৯]

আরেকটি দুআ রয়েছে এমন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বের ও পরের, গোপনে এবং প্রকাশ্যে কৃত গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আর যেসব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি তাও ক্ষমা করে দিন। আমার কৃত যেসব পাপ সম্পর্কে আপনি আমার চাইতে বেশী জানেন তাও ক্ষমা করে দিন। আপনিই আদি এবং আপনিই অন্ত, আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই।[২০০]

সালাত আদায়কারীকে সালাতের শেষে এসে তার যে কোনো প্রয়োজন তুলে ধরে দুআ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। "অতঃপর তার জন্য (প্রয়োজনীয়) যা মনে আসে তার দুআ করবে।" যেন তাকে বলা হচ্ছে, তোমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তুমি যথাযথভাবে পালন করেছ, এবার কী চাইবে চাও, বান্দা। সালাতের ভিতরে দুআ করা সালাম ফিরানোর পরে দুআ করার চেয়ে উত্তম, কবুল হবার সম্ভাবনা অত্যধিক। কেননা এই সময় সালাত আদায়কারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের একেবারে কাছাকাছি অবস্থান করেন। দুআ কবুলের সম্ভাবনা খুব বেশি।[২০১] সুতরাং নফল সালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে আরবিতে দুআ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হব।

[১৯৯] বুখারি, ৮৩৪।

[২০০] মুসলিম, ৭৭১, আলি রা. হতে, মুসলিমের শব্দের আলোকে।

[২০১] সালাতের ভিতর দুআ অবশ্যই আরবিতে হতে হবে।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

প্রথমবারের মতো আমার সংকল্প

☑ আমি তাশাহহুদের পর সালামের আগে দুআর বিশেষ মূল্য সম্পর্কে জানতে পারলাম। এখন থেকে আমার যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার দরবারে এই সময়ে পেশ করব। বিশেষ বিশেষ দুআগুলোর আরবি জেনে তুলে রাখব এই বরকতময় সময়ে চাওয়ার জন্য।

☑ শুধু এই সময়টাতে এবং সিজদায় মনের কথা খুলে বলার জন্য হলেও যতটুকু আরবি জানা লাগে, ততটুকু শিখে নেবো। একান্তই না পারলে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আরবি দুআগুলো মুখস্থ করে নেবো।[২০২]

☑ এই মুহূর্তে দুআ করার ফযীলত জানার পর—আরবিতে দুআ করতে পারি আর না পারি, আরও বেশি ধ্যান-বিনয়-মিনতি সহকারে এই সময়টুকু যোগসূত্র রাখব।

সালাম ফিরানো

হজ্জের সময় হাজী যেভাবে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়, ইহরাম খোলার অনুমতি লাভ করে, তেমনি আপনি সালাম ফিরানোর দ্বারা সালাত থেকে অবসর হলেন। যদি সালাতে ইমামের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাহলে সালাম ফিরানোর সময় পিছনের মুক্তাদিদের জন্য কল্যাণ ও সফলতার দুআর নিয়ত করুন মনে মনে। এমনিভাবে মুক্তাদীও ইমাম সাহেব ও সহ-মুসল্লিগণের ব্যাপারে দুআর নিয়ত করবে।

এই সালামে নিজের জন্য সহ বাকি সকল মুসল্লিদের জন্য দুআ রয়েছে। প্রত্যেকেই এইভাবে সকলের জন্য দুআ করবে। এমনকি একাকী সালাত আদায় করলেও সালামে সবার জন্য দুআর নিয়ত করবে। মুসলিম উম্মাহর প্রতি শান্তির দুআর মাধ্যমে সালাত শেষ করে থাকি আমরা। পরস্পর শুভকামনা ও দুআর চেয়ে উত্তম পন্থা আর কী হতে পারে?

সালাম ফিরানোর সময় সমস্ত মুসলিমের সাথে সাথে নেককার জিন ও ফেরেশতাগণের প্রতিও দুআর নিয়ত করা চাই। আর আল্লাহ তাআলা যে আমাকে এই সালাত আদায় করার সুযোগ দান করলেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থাকবে অন্তরে। এই সালাতকেই নিজের জীবনের শেষ সালাত মনে করা দরকার, হয়তো এই সুযোগ আর নাও পেতে পারি।

[২০২] ফুতুহাতে রব্বানি, মাওলানা আশরাফ আলি থানবী রহ., মাকতাবাতুল কুরআন; [illegible]
হাদিস আল-কারযাবী রহ., মাকতাবাতুল বায়ান।

বৃষ্টি শেষে

সালাত শেষ হয়ে গেল। শেষ হলো রহমানের একান্ত সান্নিধ্যে রহমতের এক পশলা। কী মধুময় ছিল এই ক'টি মুহূর্ত! বস্তুবাদী পৃথিবীর বস্তুদের নিষ্পেষণে আপনার আত্মা যখন বস্তুদেহের খাঁচায় ছটফট করছিল, এই চেতনার গহীনে সামান্য ক'টি মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গিয়ে যেন আবার ফিরে পেলেন নিজেকে। ভাবের গভীরে আত্মার সাথে স্রষ্টার এই ক্ষণিক আলাপটুকুই আত্মার খোরাক, আর আত্মাই তো আপনি, দেহ রইবে পড়ে পোকার খাবার হিসেবে। কিছুক্ষণ পরই এই জায়নামাযের বেহেশত ছেড়ে আবার দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততা, ভোগবিলাস, দুশ্চিন্তা আর পেরেশানির জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন আপনি।

সালাম ফিরানোর পর এসব ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ুন। সালাত আপনাকে এসব জটিলতা থেকে দু দণ্ড স্বস্তি দিয়েছিল। সালাত শুরুর আগে আপনার আত্মা এসব অসাড় পার্থিব ভাবনায় হাবুডুবু খাচ্ছিল। সালাতে এসে আল্লাহর সামনে কায়মনোবাক্যে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য লাভ করেছেন তাঁর নৈকট্যের অনুভব, তাঁর ঘনিষ্ঠতার বেহেশতী স্বাদ। যতক্ষণ সালাতে মগ্ন ছিলেন, শৃঙ্খলমুক্ত ছিলেন। এখন সালাম ফিরিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছেন সেই যাঁতাকলে পিষ্ট হতে। সালাতে কাটানো স্বর্গালী সময়টা ফুরোনোর বেদনাটুকু উপলব্ধি করুন।

তবে এই বিষয়টি সবার অনুভবে আসবে না। যার অন্তর জাগ্রত নয়, ঈমান সংশয়ে জর্জরিত—তার উপলব্ধিতে এসব ধরা দেবে না। আবার সৃষ্টজীবের নানাবিধ অপূর্ণতা, অস্থিরতা, মানসিক সীমাবদ্ধতা, গুনাহের প্রভাব, নেককাজের তাওফীক না পাবার কারণসমূহ, অলসতা-উদাসীনতা এবং অবৈধ উপার্জন—ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানাশোনা না থাকলেও সালাতের অন্তর্নিহিত মর্ম ও রহস্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় নষ্ট ফিতরাত, সংশয় আর ইলমের অভাবের দরুন মানুষের

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

[illegible] আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। প্রশান্তি ও জিকিরের সুমিষ্ট সরোবরের স্বপ্নও আর মূল্য রাখে না তার কাছে। যাদের আত্মারই মৃত্যু ঘটেছে, তাদের কাছে আত্মার খোরাক তো মূল্যহীন।

☑ সালাতে ঘটে যাওয়া জানা-অজানা ভুলত্রুটির জন্য অন্তরে লজ্জা ও অনুশোচনা জাগিয়ে তুলুন। না জানি রহমানের সামনে কী ভুলচুক হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে পড়ুন:

আল্লাহু আকবার! আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ!

সালাত কবুল হওয়ার আশায় বুক বাঁধুন, আবার একই সাথে কবুল না হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিতও হোন। উমার (রা.) বলেছেন, 'আশা ও ভয়ের মাঝেই পরিপূর্ণ ঈমান।'[১৫৩]

লোকমান হাকীম (রা.)-এর ছেলে প্রশ্ন করেছিল,

–বাবা, কলব তো একটাই। একই কলবে আশা ও ভয় কীভাবে থাকে?

–বেটা, মুমিনের অন্তর হবে দুইটা—একটিতে পরিপূর্ণ আশা, আরেকটিতে পরিপূর্ণ ভয়।[১৫৪]

এজন্যই শুধু সালাত না, প্রতিটি নেক আমলের পরই ইসতিগফার করা প্রয়োজন। আল্লাহই জানেন, এমন কোনো ভুল হয়ে গেল কি না, যদ্দরুন সালাতটি আমাকেই না আবার ফিরিয়ে দেয়া হলো, আর পুরো পরিশ্রমটাই বাতাসে মিলিয়ে গেল! কত রকমের ভুলই তো হতে পারে—নিয়তে গড়বড় থাকতে পারে, রুকু সিজদায় মাসআলাগত ভুল থেকে যেতে পারে, আর মন? সে তো থাকেই না একদণ্ড। আমাদের সর্বোচ্চ ইবাদতটিও কখনোই আল্লাহর শান ও মর্যাদা মোতাবেক হয় না। এজন্য অন্তরে একই সাথে ভয়ও থাকবে, জিম্মা থেকে সালাত আদায় হয়ে গেলেও সালাতের সাওয়াব ও বারাকাহ থেকে না আবার বঞ্চিত হয়ে যাই!

☑ পেছনের ইবাদাতের কমতির জন্য মনোকষ্টের সাথে সাথে সামনের ইবাদাতগুলোতে আরও প্রচেষ্টার ইচ্ছা থাকবে। আল্লাহর কাছ থেকে সামনের ইবাদাতে যেন আরও সাহায্য মেলে, সেজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ শিখিয়েছেন:

---

[১৫৩] উমর (রা.) হতে এই বক্তব্য বর্ণিত হয়নি। বাক্যটি মূলত উমার (রা.)-এর বক্তব্যের সারমর্ম। উমর (রা.) বলেন, 'যদি আসমান থেকে কোনো ঘোষণাকারী ডাক দিয়ে বলে, হে লোকসকল, তোমাদের একজন ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করো। তবে আমি আশঙ্কা করি, জাহান্নামে প্রবেশকারী সেই একজন আমিই হতে পারি! আবার যদি বলে, তোমাদের একজন ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করো। তবে আমি আশা করি, জান্নাতে প্রবেশকারী সেই একজন আমিই হবো।' আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৫৩, সনদ হাসান পর্যায়ের।

[১৫৪] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১০১৫।

"হে মুআয, আল্লাহর কসম তোমাকে আমি মুহাব্বত করি। আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, কোনো সালাতের পর এই দুআ পড়তে বাকি রেখো না—

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

আল্লাহ! আপনার যিকর, আপনার শোকর আদায় এবং ভালোভাবে আপনার ইবাদাত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।[২০৫]

☑ আরও পাঠ করুন আয়াতুল কুরসি। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পড়বে, তার এবং জান্নাতের মাঝে বাধা রইবে একমাত্র মৃত্যু।[২০৬] আরও এসেছে, যে ব্যক্তি ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পড়ে নেয়, সে পরবর্তী সালাত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হিফাযতে থাকে।[২০৭]

☑ তাড়াহুড়ো করে উঠে চলে যাবেন না। আমরা সালাতের আগে-পরে স্থিরতার প্রয়োজন নিয়ে শুরুতেই আলাপ করেছি। স্থিরতা বজায় রাখুন। অধিকতর স্থিরতার জন্য আসন করে বসুন। মাসনুন যিকরগুলো আদায় করুন। ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার। ফজর ও মাগরিবের পর সুন্নাহ দুআ ও যিকর আদায় না করে উঠবেন না। এসকল যিকর এমনি এমনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বাতলাননি। ফাতিমা ﵂ যখন নবিজির কাছে খাদিম চেয়েছেন গৃহস্থালি কাজে সহযোগিতার জন্য, নবিজি খাদিম না দিয়ে তাসবীহে ফাতেমীর আমল শিখিয়েছেন।[২০৮]

৩৩ বার সুবহানাল্লাহ

৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ

৩৩ বার আল্লাহু আকবার

১ বার

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।[২০৯]

[২০৫] আবু দাউদ, ১৫২২।
[২০৬] তাবারানি, কাবির ও আওসাত, জায়্যিদ সনদে; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০/১২৮।
[২০৭] প্রাগুক্ত, সনদ হাসান; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১/১২৮।
[২০৮] মুসলিম, ১৩৫২; আবু দাউদ, ২৯৮৭।
[২০৯] মুসলিম, ১৩৮০।

আখিরাতের সাওয়াব তো আছেই, খাদিমের প্রয়োজনও পুরা হবে এই আমলের দ্বারা—দ্রুত কাজ হয়ে যাওয়া, কাজের চাপ হালকা অনুভূত হওয়া, কাজের ভিতর বরকত হওয়া, খাদিম থাকলে যা যা হতো। এছাড়াও এইসব ছোট ছোট মাসনুন আমল দ্বারা ক্ষতি থেকে, বদনজর থেকে, জিনের খারাবি থেকে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে হিফাযত থাকা যায়। এর ফলে আরেকটি আমল হয়ে যাচ্ছে আপনার, সেটি হলো—সালাতের পর মাসজিদে বসে থাকা। আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

"তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ সালাতের সাওয়াব পেতে থাকে যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে। ফেরেশতারা তার জন্য দুআ করতে থাকেন, 'আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে মাফ করে দিন, তার ওপর রহম করুন।' (সালাত শেষেও) যতক্ষণ সে সালাতের স্থানে ওযুর সাথে বসে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য এই দুআই করতে থাকেন।[২১০]

ফরয সালাতের পর কিছুক্ষণ বসে মাসনুন এইসব আমল পুরা করে এরপর সুন্নাতের জন্য দাঁড়াব। মাসজিদ ত্যাগের সময় অন্তরে ব্যথা রাখব এই সুখের বাগিচা ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে। কাজ সেরেই আবার ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা রাখব। পরের সালাতে যতদ্রুত সম্ভব আসতে হবে, এমন সংকল্প নিয়ে মাসজিদ থেকে বের হব। হাশরের সেই ৫০ হাজার বছরের সমান লম্বা দিনে, যেদিন সূর্য থাকবে ১ হাত বা ১ মাইল দূরে, সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। ৭ প্রকারের খুশনসিব ছায়ায় চলেফিরে খোশগল্পে মত্ত থাকবে। তার মধ্যে এক কিসিম হলো—যার অন্তর লটকে থাকে মাসজিদে। আল্লাহ আমাদের এই দলের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[২১০] বুখারি, ৩২২৯।

সালাতের নির্যাস

- সিয়াম পালনের মূল উদ্দেশ্য যেমন অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করা।
- যাকাতের মূল নির্যাস হলো সম্পদ পবিত্র করা।
- হাজ্জের মূল উদ্দেশ্য মাগফিরাত লাভ করা।
- জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের প্রাণটি সমর্পণ করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই পার্থিব জীবনটি কিনে নিয়েছেন; যার মূল্য হলো জান্নাত।

ঠিক তেমনি অন্য সব ইবাদাতের মতো সালাতেরও একটি মূল লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে, আছে নির্যাস। সালাতের মূল নির্যাস হলো—আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হওয়া; তাঁর [illegible] সাথে [illegible] হওয়া। এবং সেই সাথে বান্দার দিকে আল্লাহ তাআলারও [illegible] আসা, বান্দাকে আপন করে নেয়া। সালাত হলো আল্লাহ তাআলার নিকট [illegible] প্রধান [illegible] পদ্ধতি। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের চক্ষুর শীতলতা হিসেবে সিয়াম, হাজ্জ, উমরাহ কিংবা অন্য কোনো [illegible] কথা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, "আমার চক্ষুর শীতলতা রয়েছে সালাতে।"[১৪৫]

একটু ভেবে দেখুন তো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু এ কথা বলেননি যে, 'সালাতের [illegible]' আমার চক্ষু শীতল হয়। বরং বলেছেন, আমার চক্ষুর শীতলতা 'রয়েছে' সালাতে। মানে হলো, সালাত শেষ করে [illegible], ব্যাপারটা তা না। বরং

[১৪৫] [illegible] [illegible]

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

সালাতে দাঁড়ালেই তিনি চক্ষুর শীতলতা অনুভব করেন। আবার [illegible], [illegible] [illegible] যে কেবল সালাত শেষ পূর্ণাঙ্গ [illegible] না, বরং [illegible] [illegible] হয়। বরং শুধু সেবার দ্বারা অনেক সময় [illegible] [illegible] [illegible] হয়। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন নিজের পরিতৃপ্ত ও [illegible] [illegible] [illegible] শান্তি পান না। অর্থাৎ সালাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত [illegible] [illegible] অন্তরে শান্তি পান না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [illegible] [illegible] [illegible] পেতেন না। [illegible] প্রশান্তির খোঁজা যখন পেতে চাইতেন, তখন বলতেন, "বিলাল [illegible] [illegible] কায়েম করো, এতেই আমাদের স্বস্তি।"[১৪৬]

[illegible] ব্যক্তি প্রতিনিয়ত গুনাহে নিমজ্জিত, অসংলগ্ন [illegible] [illegible] হারাম উপার্জন দ্বারা বিশাল ভুঁড়ি বানিয়ে বসে আছে, সে কীভাবে সালাতে [illegible] প্রশান্তির খোঁজ পাবে? বর্তমানে আমাদের অধিকাংশের অবস্থাই যে [illegible] মুখে বলছি আল্লাহ-ই উপাস্য, আর বাস্তবে আরাধনা করছি কীসের? [illegible] [illegible] -এর কথাটা তীব্রভাবে সত্য:

> "অধিকাংশ মানুষের কোনো জীবনদর্শন নেই; এবং যার জীবনদর্শন নেই, বাইবেলই তার জীবনদর্শনের (দ্বীন) স্থান নেয় 'সেক্যুলারিজম'।

এবং বাইবেলই তার ইবাদাত পুঁজির বৃদ্ধি (ক্যারিয়ার)। এবং তার ইবাদত 'অর্থ/ পুঁজি' বা 'লাইফস্টাইল', তার রব 'অর্থ সমাগমের পদ্ধতি (চাকরি/ব্যবসা), তার জান্নাত হলো 'বাপের চেয়ে ওপরের লেভেলের ভোক্তা হওয়া' এবং তার জাহান্নাম হলো 'লাইফস্টাইল নেমে যাওয়া'। এই 'লাইফস্টাইল' ইলাহর পুঁজিবাদী উপাসনার বেদীতে কোনোকিছু কুরবান করতে তার দ্বিধা নেই। বাপ-মা, সন্তান, ভাই থেকে নিয়ে দ্বীন-ধর্ম-চরিত্র-নীতি-শিক্ষা সবকিছুই এই দেবতার উদ্দেশ্যে বলির পাঁঠা।

তার এ অবস্থাতেই সালাতে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে অলৌকিক কিছু আশা করে বসে থাকি আমরা। এই নাইওয়ার্ক নিয়ে আমরা মুসলিমরা কী জানি কোন বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] ও মাত্রে একই করুণ চিত্র। [illegible] [illegible] সালাতের কসরত করছে উঠাবসা করছে, কিন্তু আত্মা মৃত। আত্মার সাথে আল্লাহর সংযোগ নেই, অন্তর তৃপ্ত হয় না, আনন্দে উদ্বেলিত হয় না, কোনোভাবে স্থির হতে পারে না। সালাতের মূল নির্যাস এখন বিলুপ্ত প্রায়! আমি এ থেকে বলছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বললেন:

> "এমন সময় আসবে যখন ইসলাম [illegible] ব্যক্তি থাকবে, [illegible]

[১৪৬] [illegible]

বাকি রইবে শুধু চিহ্ন। মাসজিদগুলোতে লোকসমাগম হবে, কিন্তু বাস্তবে রইবে খালি...।[২৬৫]

এক নজরে সালাত

প্রিয় পাঠক, আমাদের এই সামান্য আলোচনা মূলত একটি হিসেব মেলানোর চেষ্টা। যার মাধ্যমে আপনি নিজের সালাতে আপনার বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার হিসেব নিজেই নিতে পারবেন। বাস্তবতার আয়নায় নিজের সালাতকে দেখে আপনার অন্তরে আল্লাহর জায়গা কতটুকু, তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমাদের সালাতে ত্রুটি আছেই, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধরে নেবার চেষ্টায় যেন কোনো ত্রুটি না থাকে।

এই অধ্যায়ে পুরো বইয়ের সবক'টি পৃষ্ঠার নির্যাস তুলে আনব আমরা। যাতে এই অধ্যায়টুকু হাতে লিখে বা অন্য উপায়ে নিজের কাছে সবসময় রেখে দেয়া যায়। কিংবা শোবার ঘরের দেয়ালেও সেঁটে দিতে পারেন। যাতে করে রোজ ঘুমুতে যাওয়ার আগে বা সকালে ঘুম থেকে উঠে কিংবা দিনের যেকোনো সুবিধাজনক সময়ে একবার দেখে নেয়া যায়। যখন তখন চোখ বুজিয়ে আমলে আনার চেষ্টা করা আরকি। আর প্রতিবার সালাতে দাঁড়ানোর আগে বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভাবতে পারলে তো আরও ভালো। সেইসাথে প্রতি রাতে শোবার আগে নিজের অগ্রগতি কতটুকু হলো, তার হিসেবও একটু কষলেন। সেইসাথে কেউ চাইলে হ্যান্ডবিলের মতো করে দাওয়াতের নিয়তে বিলিও করতে পারবেন।

সালাত শব্দের অর্থ 'সংযোগ'। অথচ আমরা সংযোগ ছাড়াই বছরের পর বছর সালাত পড়ে চলেছি। সালাত এতোটাই মনকে নিয়ন্ত্রণ করে যে, সঠিকভাবে সালাত পড়তে পারলে মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

➡ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একজন বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক তো সালাত পড়ে, আবার চুরিও করে।' নবিজি জবাব দিলেন, 'শিগগিরই এই সালাত তাকে চুরি থেকে ফেরাবে।'

➡ আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত সকল অশ্লীল ও পরিত্যাজ্য কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।'

চলুন দেখি, আমাদের সালাতে কীভাবে আমরা 'সংযোগ' স্থাপন করতে পারি। কীভাবে এমন সালাত পড়তে পারি, যা আমাদের 'সালাতের বাইরের জীবনে'ও সমানভাবে 'ফোকাসড' এবং মনের উপর বিজয়ী করে রাখবে।

---

[২৬৫] (Imam Baihaqi in his Shu'ahul Iman)

১. ওযু

☑ ওযুর সময় পূর্ণমাত্রায় মনকে ওযুর ভিতর কেন্দ্রীভূত করুন।

☑ ওযু দিয়ে যে কাজ আপনি করতে যাচ্ছেন (সালাত বা তিলাওয়াত), সেটার কথা ভাবুন।

☑ সম্ভব হলে বসে ওযু করুন। তাতে এই মনোসংযোগগুলো সহজ হবে।

☑ পানির ব্যবহারের দিকে খেয়াল করুন, অপচয় যেন না হয়।

☑ ওযু শেষে দুআ পাঠ করতে ভুলবেন না। ওযুর সময় তিনটি বিষয় হতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করুন—শিরক, গুনাহ এবং অপবিত্রতা হতে।

☑ সম্ভব হলে ওযুর পর প্রস্তুতিমূলক দু'রাকাআত সালাত আদায় করুন।

এই চিন্তাগুলোর ভিতরেই মনকে বন্দী রাখতে হবে।

২. মাসজিদে যাওয়া

☑ মাসজিদে যাওয়ার সময় এই নিয়ত করুন যে, আপনি নিজের সংশোধনের জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসার উদ্দেশে তাঁরই ঘরে যাচ্ছেন।

৩. প্রতিবার তাকবীর বলার সময়

☑ নিজেকে আবার গুছিয়ে নিন। পরের রুকনের জন্য মনকে আবার ফিরিয়ে আনুন।

☑ আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছু থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করুন। প্রতি তাকবীরেই নতুন করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ অভিমুখী করুন।

☑ অহংকার ও অহংকারের সমস্ত আভাস ঝেড়ে ফেলুন। মনকে কান্নাবিগলিত করুন।

☑ আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব-মহত্ত্ব আর নিজের ক্ষুদ্রতা চিন্তা করুন।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

৪. আউযুবিল্লাহ পড়ার সময়

- ☑ শয়তান আপনাকে আল্লাহ থেকে কতটা সরিয়ে নিয়ে গেছে, ভাবুন। এই দূরত্ব আপনাকে পেরেশান করে তুলেছে।
- ☑ আল্লাহর বিশাল রাজত্বে শয়তান এক ক্ষুদ্র মাখলুক। শয়তানের ওপর আল্লাহর হুকুম ক্রিয়াশীল। সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর শরণ নিচ্ছেন, ভাবুন।

৫. কিয়াম (দাঁড়িয়ে থাকা)

- ☑ এসময় চোখ সিজদাহ-র স্থানে স্থির। শরীর টাইট না, শরীর ছেড়ে দেবেন। শরীরের ওজন থাকবে পায়ের পাতার গোড়ালির ওপর, সামনের দিকে না। তাহলে শরীর স্থির হয়ে যাবে, নড়বে না সামনে পিছে।
- ☑ মনের অবস্থা এমন করে ফেলুন যেন আপনি আজীবন এভাবেই থাকতে পারবেন। রুকুতে যাবার জন্য মনে একবিন্দুও তাড়াহুড়া নেই।
- ☑ সূরার অর্থ জেনে অর্থের দিকে খেয়াল করুন।
- ☑ কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এটা একটা আলাদা রকম অনুভূতি। ধরেন আপনি সামনে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার বন্ধু আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে, একটু অস্বস্তির অনুভূতিটা। সালাতের মধ্যে এই অনুভূতিটা আনতে হবে, আনা যায়। ভাবুন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। কোনো ভুল হচ্ছে কি না, এমন একটা তটস্থ ভাব আনুন।

এই চিন্তাগুলোর মাঝে ঘুরেফিরে মনকে আটকে ফেলুন।

৬. সূরা ফাতিহা পাঠকালে

- ☑ প্রতিটি আয়াত শেষ করে ১-২ সেকেন্ড থামুন। আল্লাহর জবাবধ্বনি মনের কানে শোনবার চেষ্টা করুন।
- ☑ ১ম দুই আয়াত পড়ার সময় আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত-নিয়ামত স্মরণ করুন। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুভবের দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে উঠুন।
- ☑ 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' পড়ার সময় আল্লাহর একক কর্তৃত্বের কথা ভাবুন।
- ☑ 'اهْدِنَا' (আমাদেরকে হিদায়াত দিন) বলার সময় হিদায়াতের সকল প্রকার কামনা করুন এবং তা হাসিলের নিয়ত করুন।
- ☑ 'আন'আমতা আলাইহিম' পড়ার সময় সাহাবা, তাবিয়িনদের জামায়াতের কথা স্মরণ করুন। তাদের দলে থাকার ঐকান্তিক কামনা অনুভব করুন।
- ☑ হিদায়াতের পথ চেনার পরও অভিশপ্ত হওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে নিজেকে সতর্ক করুন।

৭. আমীন বলার সময়

- ☑ কবুলিয়াতের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে তাতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখুন।
- ☑ নিজের আমীন-কে ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মেলানোর নিয়ত করুন এবং মাগফিরাতের আশা করুন।
- ☑ উচ্চৈঃস্বরে বা 'নিম্নস্বরে' আমীন বলুন, মনে মনে বলাটা ভুল আমল। এটা ইসলামের একটি নিদর্শন। এতে ইয়াহুদীরা ক্ষুব্ধ হয়।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

৮. রুকু

☑ চোখ দুপায়ের বুড়ো আঙুলের মাঝে। শরীরের ওজন এবার পায়ের পাতার সামনের অংশে, তাহলে বডি ফিক্স হবে। কোমর টানটান করুন, দেখবেন নিতম্ব ও উরুর পিছনে একটা টান অনুভব হবে। শরীরের ওপরের অংশ টাইট থাকবে না, লুজ থাকবে। এমন পজিশন করুন আর মনের ভাব এমন করুন যেন, আপনি এই পজিশনেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন আল্লাহ একবার বললে, উঠার জন্য কোনো তাড়া নেই।

☑ রুকুর তাসবীহ'র অর্থ খেয়াল করে পড়ুন। ৩ বার না; ৭/৯ বার পড়ুন।

☑ বাদশাহের বাদশাহ, আপনার Owner-এর সামনে আপনি কুর্নিশের ভঙ্গিতে আছেন। অন্তরকে ঝুঁকিয়ে দিন।

☑ আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, আপনার অন্তর জেনে ফেলছেন। হায় আমার নাপাক অন্তর! এমন একটা জড়সড় ভাব আনুন।

☑ যখন মনের ভেতর একটা শান্তি ভাব আসবে যে, আল্লাহ আপনার তাসবীহ শুনেছেন, তখন দাঁড়াবেন।

☑ মনকে ওপরের চিন্তাগুলোর বাইরে যেতে দেবেন না। ছটফটে মন এটুকুর ভেতরেই ছটফট করবে।

৯. রুকু থেকে দাঁড়ানো

☑ সোজা হয়ে দাঁড়ান। শরীরের ওপরের অংশের পেশী বিন্যাস্ত করে দিন। যেন এইভাবে দাঁড়িয়ে আজীবন থাকতে পারবেন, দিলের অবস্থা এমন করুন। যেন সিজদায় যাবার কোনো তাড়া নেই।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

☑ 'রব্বানা লাকাল হামদান কাসীরান তইয়্যিবান মুবারাকান ফীহ'- অর্থ খেয়াল করে পড়ুন। এত সাওয়াব পেলেন, যা আল্লাহর কাছে নেবার জন্য ত্রিশের অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতা করছে, এত সাওয়াবের কথা ভেবে মনে আনন্দের আবহ নিয়ে আসুন।

☑ আপনার হামদ (প্রশংসা) যেহেতু ফেরেশতাগণের হামদের সাথে মিলে গেছে, তাই গুনাহ মাফের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠুন।

☑ অপরাধীকে যেভাবে আদালতে হাজির করা হয়, তেমন একটা তটস্থ ভাবও মনে নিয়ে আসুন।

☑ সাথে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, এই অনুভূতি তো আছেই।

☑ যখন মনের ভেতর একটা শান্তি ভাব আসবে যে, আল্লাহ আপনার হামদ শুনেছেন, তখন সিজদাহ-তে যাবার সিদ্ধান্ত নিন।

একবার আনন্দ, একবার তটস্থ, একবার অর্থ এইসব বিচিত্র চিন্তার ভেতর মনকে আটকে দিন। এর ভেতর ঘুরপাক খাক।

১০. সিজদাহ

☑ চোখ অবশ্যই খোলা রাখবেন। চোখ খুলে না রাখলে আপনি যে মাটিতে লুটিয়ে আছেন, পরিপার্শ্বের তুলনায় এই অনুভূতি আসে না।

☑ পায়ের আঙুল যথাসাধ্য কিবলামুখী রাখার চেষ্টা করবেন। দেখবেন কপালে কিছুটা চাপ পড়ছে। এই অবস্থায় শরীর ছেড়ে দেবেন, লুজ করে দেবেন।

☑ এমন একটা ভাব আনুন মনে, যেন আপনি আজীবন এভাবেই থাকতে প্রস্তুত। এই অবস্থাতেই আপনার যত শান্তি। উঠার জন্য মনে একবিন্দুও তাড়াহুড়া নেই।

☑ শরীরের সাথে সাথে মনকেও ছেড়ে দিন। অন্তরকে মাটিতে বিছিয়ে দিন। নিজেকে হতদরিদ্র, নিঃস্ব হিসেবে পেশ করুন।

☑ সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায়। আল্লাহর নিকট উপস্থিতি অনুভবের চেষ্টা করুন। বুঝানোর জন্য বলছি। কেউ আপনার পেছনে এসে দাঁড়ালে আপনার ভিন্ন এক অনুভূতি হয়। পরীক্ষা দেবার সময় পরিদর্শক পেছনে এসে দাঁড়ালে কেমন অস্বস্তি অস্বস্তি একটা ভাব আসে। ধরুন তিনিই খাতা দেখবেন, তিনি আপনার লেখার দিকে তাকিয়ে থাকলে সেই ভাবটা গাঢ় হয়—ভুল লিখছি, না ঠিক লিখছি! এরকম একটা মনের ভাব আনতে হবে।

☑ আবার আনন্দের অনুভূতিও আসবে। এমন সর্বশক্তিমানের কাছে আমি এই সিজদার দ্বারা প্রিয়তর হচ্ছি। হাদীসে এসেছে, প্রতি সিজদায় বান্দার মর্যাদা বাড়ে। সেই আনন্দ অনুভব করুন। সান্নিধ্যের আনন্দ, ঘনিষ্ঠতার আনন্দ।

☑ সিজদার তাসবীহ-গুলো অর্থ খেয়াল করে ৭/৯ বার পড়ুন।

☑ যখন মনে এমন একটা তৃপ্তি আসবে যে, আল্লাহ আপনার প্রশংসা শুনেছেন, তখন মাথা উঠাবেন। প্রথম প্রথম এই তৃপ্তির অনুভূতি আনতে দেরি হয়, ৭/৯ বা আরও বেশি তাসবীহ পড়া লাগতে পারে। চর্চা করতে করতে ৫ বারেই এই অনুভূতি চলে আসে।

১১. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে

☑ হাটু গেঁড়ে শাস্তির মুখোমুখি অপরাধীর মতো বসে নিজের গুনাহের তালিকা নিয়ে ভাবুন।

☑ অর্থ খেয়াল করে মাগফিরাত, রহমত, মার্জনা, অনুগ্রহ, হিদায়াত এবং রিযক কামনার দুআটি পাঠ করুন।

☑ বিগলিত অন্তরে নিজের এসব প্রয়োজন, আপনি এসবের কতটা মুখাপেক্ষী, তা ভাবুন।

১২ বৈঠক

☑ কোলের ওপর চোখ থাকবে।

☑ আত-তাহিয়্যাতু, দরুদ ও দুআ মাসুরা'র অর্থের দিকে খেয়াল থাকবে। মনের অবস্থাও অর্থের সাথে বদলাবে।

☑ আল্লাহ দেখছেন, এমন অনুভূতি থাকবে।

☑ আল্লাহ বললে এভাবেই বসে থাকতে আপনার কোনো সমস্যা নেই, এমন তৃপ্তি ও রিলাক্সের সাথে বসবেন। মনে এই অনুভবটা আনবেন।

☑ দরুদ পড়ার সময় প্রিয় হাবীব উত্তর নিচ্ছেন ভেবে পুলকিত হোন।

☑ দরুদ পাঠের সময় আপনার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইহসানের কথা স্মরণ করুন।

☑ দুআ মাসুরা পাঠকালে নিজের গুনাহের বোঝা ও তার দরুন আল্লাহর সাথে দূরত্বের কুফলের কথা ভাবুন।

☑ যখন মনে এমন একটা তৃপ্তি আসবে যে, আল্লাহ আপনার প্রশংসা শুনেছেন, তখন মাথা উঠাবেন। প্রথম প্রথম এই তৃপ্তির অনুভূতি আনতে দেরি হয়, ৭/৯ বা আরও বেশি তাসবীহ পড়া লাগতে পারে। চর্চা করতে করতে ৫ বারেই এই অনুভূতি চলে আসে।

১৩. সালাম ফিরানোর সময়

☑ সালাত শেষ হয়ে যাবার বেদনা ও পেরেশানির দুনিয়ায় ফেরার কথা ভেবে বিমর্ষ হোন।

☑ সালামে সমস্ত উপস্থিত-অনুপস্থিত মুসল্লি, নেককার জিন আর ফেরেশতাদের প্রতি দুআর নিয়ত করুন।

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

ফরয সালাত আমরা জামাআতে পড়ি। ফলে হুবহু এভাবে পড়া পুরোপুরি সম্ভব না-ও হতে পারে। সুন্নাত ও নফল সালাত এভাবে পড়লে ইনশাআল্লাহ তাড়াহুড়ার ভেতরেও মন আটকানোর দক্ষতা চলে আসবে। সালাতের ধ্যান আনতে হবে নিয়মিত যিকর করে। সকাল-সন্ধ্যা যিকরে অভ্যস্ত হোন।

➡ সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) - ১০০ বার
➡ আলহামদুলিল্লাহ (প্রশংসা আল্লাহর) - ১০০ বার
➡ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই) - ১০০ বার
➡ আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) - ১০০ বার
➡ আস্তাগফিরুল্লাহ (আল্লাহ, মাফ করুন) -১০০ বার
➡ দরুদে ইবরাহীম -১০০ বার

প্রতিটি যিকরের ভেতরে মনকে আটকে রাখুন। সহজ হবে যদি অর্থের দিকে খেয়াল রাখেন। এবং আল্লাহ আপনার ডাক শুনছেন, এমন অনুভূতির সাথে করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন। আমীন। সবশেষে বলব, "মধু আহরণের নির্দেশিকা" শিরোনামে ভূমিকাটুকুর কথা কিন্তু মোটেও ভোলা যাবে না।

আলোকদ্যুতি: সালাফদের সালাত

জনৈক কবি বলেন,

دَلَائِلُ الْحُبِّ لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ
كَحَامِلِ الْمِسْكِ لَا يَخْفَى إِذَا عَبِقَا

ভালবাসার আবেশটুকু লুকিয়ে রাখা বড় দায়,
মৃগনাভীর বাহক যেমন সুবাসখানি ছড়িয়ে যায়।[২৪৪]

ভালোবাসার সালাফদের জীবনী হতে কিছু ঘটনা তুলে ধরলাম। আপনার যেটি পছন্দ গ্রহণ করুন।

এক.

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ﵀ বলেন, "সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁-এর সালাতের দৃশ্য যদি তুমি দেখতে! তিনি গাছের ডালের ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর শত্রুর ছোঁড়া কামানের গোলা, ধুলোবালি উড়ে এসে এদিক সেদিক

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

[২৪৪] মুহাম্মাদ সাঈদ রমাদান বুতী, শরহুল হুকমিল আতাইয়্যাহ, ৩৯।

পড়েছিল।"[২৪৫]

মুজাহিদ ﵀ বলেন, "সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ এমন বিনয়ের সাথে সালাতে দাঁড়াতেন, যেন একটি কাঠের লাঠি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।"[২৪৬]

ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াছাব ﵀ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ এমনভাবে সিজদাহ করতেন যে, পাখি এসে তাঁর পিঠে বসে যেত। পাখিগুলো তাঁকে মাটির ঢিবি মনে করত।"[২৪৭]

দুই.

মুসলিম ইবনু ইয়াসার ﵀ একদিন মাসজিদে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় মাসজিদের একটি অংশ ধ্বসে পড়লে লোকজন শোরগোল শুরু করে। কিন্তু তিনি টেরও পেলেন না যে, মাসজিদের একটি অংশ ধ্বসে পড়েছে।[২৪৮]

তিন.

ইয়াকুব হাযরামী ﵀ ছিলেন তাঁর সময়ের সেরা সাধকদের একজন, তাঁর জুড়ি মেলা ছিল কঠিন। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় চোর এসে তাঁর কাঁধ হতে চাদর চুরি করে পালাতে উদ্যত হয়। কেউ একজন তা দেখে ফেলে এবং চাদরটি উদ্ধার করে আবার তাঁর কাঁধে রেখে দেয়া হয়। অথচ তিনি কিছুই টের পাননি।[২৪৯]

চার.

হুসাইন ইবনু আলি ﵁ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর সিজদারত অবস্থায় ঘরে আগুন লেগে যায়। লোকজন তাঁকে ডেকে বলতে থাকে, "হে নবিজির বংশধর! আগুন! আগুন!!" কিন্তু তিনি সিজদাহ থেকে মাথা উঠালেন না। এক সময় আগুন নিভে গেল। সালাত শেষ হলে তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বললেন, "অন্য এক আগুন আমাকে বিচলিত করে রেখেছিল।"[২৫০]

[২৪৫] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ২৮/১৭১।
[২৪৬] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ২৮/১৬৯।
[২৪৭] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ২৮/১৭০।
[২৪৮] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀, আয-যুহদ, ১০৮২; প্রায় হুবহু বর্ণনা করেছেন।
[২৪৯] ইমাম যাহাবী, মা'রিফাতুল কুররা, ৯০।
[২৫০] ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৩৯১।

পাঁচ.

[illegible]

ছয়.

[illegible]

সাত.

[illegible]

আট.

[illegible]

[illegible]

নয়.

[illegible]

দশ.

[illegible]

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

[illegible]

আমি সালাত বলছি

" প্রিয় মুসলিম ভাই!

আমি সালাত বলছি। আমি আপনার সেই বিশেষ উপঢৌকন, যা সকল রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তাআলার দরবারে আপনি পেশ করতে যাচ্ছেন।

আপনি কি রাজাধিরাজের সম্মুখে ফাঁকা উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন?

নাকি পাঠাচ্ছেন নিম্নমানের ত্রুটিপূর্ণ কোনো নযরানা?

সকল ধনসম্পদ আর প্রাচুর্য-ঐশ্বর্যধারীর সম্মুখে শূন্য ডালি হাজির করে 'আনুগত্যের নমুনা' দিচ্ছেন না তো?

" প্রিয় সালাত আদায়কারী বোন আমার!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও উত্তম, তিনি পবিত্র ও উত্তম বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না।"[২৪৭] আর পরিপূর্ণ একাগ্রতা ব্যতীত সালাত কি পবিত্র বা উত্তম হতে পারে? এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আল্লাহর দরবারে আপনার নযরানা সর্বাঙ্গসুন্দর করে সাজিয়ে পাঠাবেন? নাকি যাচ্ছেতাইভাবে ছুড়ে পাঠাবেন?

আপনার প্রতি আপনার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ ওসীয়তটি কী ছিল মনে পড়ে? যা তিনি আপনার জন্য রেখে গিয়েছেন তাঁর মৃত্যু শয্যায়।[২৪৮] তাঁর শেষ ওসীয়ত ছিলাম 'আমি'—'আস-সালাত, আস-সালাত'। যেদিন নবিজির সাথে আপনার সাক্ষাত হবে আর তিনি জানতে চাইবেন, তার অবর্তমানে আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর এই ওসীয়ত কতটুকু পূরা করেছেন। সেদিন তাঁকে মুখ দেখাতে পারবেন তো?

" আপনার ও আপনার রবের মাঝে সংযোগ আমি। আমিই আপনাকে সাক্ষাত করিয়ে দিই আপনার রবের সাথে। অথচ আপনি আমাকে উপেক্ষা করছেন! আমার পেছনে মেহনত করাকে তুচ্ছ মনে করছেন! আমাকে বেমালুম ভুলে বসে আছেন! আমিই কিন্তু আপনার জান্নাতের চাবি। আমাকে ছেড়ে অন্য পথে হাঁটলে আপনি তো জান্নাতের গেটেই পড়ে রইলেন। তাহলে আর কোন সে আমল, যার ভরসায় আমাকে অবহেলা করছেন?

" বিচারের দিন আপনার আমলনামার প্রথম প্রশ্নই আমি।[২৪৯] আপনি যদি আমার উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, কিংবা অগ্রহণযোগ্য উত্তর দেন, তাহলে আপনার ধ্বংস অনিবার্য। আপনার অন্যান্য আমল যদি পাহাড়সমও হয়, তবু আমাকে ছাড়া এসব আপনার কোনো কাজে দেবে না। নবিজি ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসেব নেয়া হবে। যদি সালাতের হিসেব ঠিক থাকে, তবে বাকি আমলও ঠিক হয়ে হবে। আর যদি সালাত খারাপ হয়ে থাকে, তবে বাদবাকি আমলও খারাপ হয়ে যাবে।'[২৫০]

" আমি আঁধার নিঃসঙ্গ কবরে আপনার পক্ষে দাঁড়ানো শক্তি। আপনার শিয়র হতে আযাবের ফেরেশতা আর হিসাবের দুশ্চিন্তা হটিয়ে দেবো আমি। আমার আর আপনার মাঝের বন্ধনকে আপনি যেকোনো মূল্যে ঠিক রাখুন, যাতে আমি আপনাকে সেসময় যথাযথ সহযোগিতা করতে পারি। আপনার ইচ্ছা, আপনি চাইলে আমাকে শক্তিশালী-মজবুত করে নিজের কল্যাণ ডেকে আনতে পারেন। আবার ইচ্ছে হলে আমাকে বরবাদ করে নিজের সর্বনাশও নিশ্চিত করতে পারেন।

" নিয়ম হলো রাজা-বাদশাহগণ যার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে উত্তম বিনিময় ও নৈকট্যের মর্যাদায় বিভূষিত করেন। যেমন, ফিরআউনের আহ্বানে জড়ো হওয়া যাদুকরদল বলেছিল, 'أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ' 'আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?'[২৫১] উত্তরে ফিরআউন বলেছিল, 'قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ' 'হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই (আমার) নৈকট্যলাভকারীদের মধ্যে শামিল হবে।'[২৫২] এবার তাহলে আপনিই বলুন, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামহিম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? আমিই আল্লাহ

[২৪৭] মুসলিম, ১০১৫, আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে, যাকাত অধ্যায়।

[২৪৮] সুনানু আবী দাউদ, ৫১৫৬, আলি رضي الله عنه হতে, শিষ্টাচার অধ্যায়, সনদ সহীহ।

[২৪৯] সুনানু নাসায়ি, ৪৬৬, আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে, সালাত অধ্যায়।

[২৫০] তাবারানি, আওসাত, সনদ ত্রুটিহীন; আত-তারগীব, ১/২৪৫।

[২৫১] সূরা শুআরা, ২৬ : ৪১।

[২৫২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১৪।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf

তাআলার নৈকট্য মাপার মিটার। আমার ব্যাপারে আপনি যতখানি যত্নবান, খবর নেবেন আল্লাহর কাছে আপনি তত আদরণীয়।

" আপনার সেই ঋণাধারা, রোজ পাঁচবার পবিত্রতার পুণ্যস্নানে যে আপনাকে পাপ মুক্ত করে, সে তো আমিই। যতবার আপনি গুনাহ আর বেখেয়ালির খাদে পড়ে কলুষিত হন, ততবারই আমি আপনাকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে তুলি। ভেবে দেখুন তো, আমি ছাড়া আর কে আছে, যে আপনাকে রোজ রোজ গুনাহমুক্ত করে শুদ্ধপ্রাণ ও পবিত্র করে তোলে?

" আমি দ্বীনের অন্যতম একটি স্তম্ভ। এমন স্তম্ভ আমি, যে আমাকে অস্বীকার করবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই ওয়াজিব। ইসলাম ও কুফরের মাঝে বিভাজক দেয়াল আমি। আল্লাহ তাআলা সমস্ত ইবাদাতের ওপর আমাকে প্রাধান্য দান করেছেন। আপনি কি মনে করেন যে, অন্তরে ধারণ না করে শুধু উঠাবসা করে আর মুখে মুখে আমার আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিলেই আমার হক আদায় হয়ে যাবে? অন্তঃসারহীন প্রলাপের মতো 'মনের সাথে সংযোগ'বিহীন কিছু আয়াত ও দুআর কি আদৌ কোনো মানে আছে আল্লাহর কাছে?

" আমি আপনার অন্তরের খোরাক। আপনার অন্তর যখন আল্লাহ তাআলার যিক্‌র, মা'রিফাত ও মুহাব্বাতের খোরাক থেকে বঞ্চিত হতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে তা পরিণত হয় শুকনো মরুতে। আর শুষ্ক অন্তরে বইতে শুরু করে প্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রণার লু হাওয়া। যার ফলে অন্তরের অবাধ্যতা ও কলুষতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্তরের অনুগামী হিসেবে দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এর বিরূপ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের সোজা পথটি আপনার জন্য হয়ে আসে সংকুচিত। আপনি চেষ্টা করলেও দেহ-মন বাধ সাধে। ইহজগতে যখন মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে আসে, এরপরে অন্তরের জন্য জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়া ছাড়া সংশোধনের আর কোনো পথ থাকে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"ধ্বংস তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ স্মরণের ব্যাপারে আরও শক্ত হয়ে গেছে; তারা আছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।"[২৬৬]

এখনো সময় ফুরিয়ে যায়নি। আমাকে বুকে টেনে নিন। অন্যান্য কাজের তুলনায় আমার ব্যাপারে সর্বোচ্চ যত্নবান হোন। সব ছেড়ে আগে আমার পেছনে মেহনত করুন।

" আপনার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার দুটি অবস্থার একটি হলাম আমি। অবশ্য

[২৬৬] সূরা যুমার, ...

https://t.me/Islamics_pdf_distributor

দুটি হলো—১. সালাত এবং ২. কিয়ামাত। অতএব, আপনার রবের সামনে দাঁড়ানো আপনি যদি প্রথমটিকে অর্থাৎ আমাকে উত্তমরূপে আদায় করেন, তবে আমি আপনার দ্বিতীয় উপস্থিতিকে সহজ করে দেবো। আর যদি তা না করেন তাহলে কী হবে তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমলে আনা জরুরি

আপনি যতক্ষণে বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় এসে পৌঁছেছেন, আশা করি ততক্ষণে বইটি আপনার জন্য একটি দিশা এনে দিয়েছে। সালাতের জন্য সময় দেবার একটা উদগ্র বাসনা এবং একই সাথে 'কী করতে হবে' তার একটি নকশাও আপনি পেয়ে গেছেন আশা করি।

এবার আপনি নিজেকে সম্বোধন করে বলুন

- ☑ বইটি যখন পড়ে শেষ করব, ঠিক সেই মুহূর্তটি থেকে আমার কাছে সালাতের আবেদন হবে অন্যরকম। সম্পূর্ণ ভিন্ন।
- ☑ অন্তরে বইটির প্রভাব থাকবে বিরাজমান। তৈরি হবে এক আনচান ভাব, থাকবে আল্লাহর ভয়। জন্ম নেবে নতুন করে পথ চলার প্রত্যয়।
- ☑ আর শুরু করব ঠিক এখন, এই মুহূর্ত থেকেই।

মনে রাখবেন, বইটিতে আপনি যা কিছু পড়েছেন তা যদি বাস্তবে আমল করার চেষ্টা না করেন, তবে বইয়ের কথা বইয়েই থেকে যাবে। আপনার কোনো লাভ পৌঁছাতে বইটি ব্যর্থ হবে, যদি আপনার নিজের চেষ্টা না থাকে। তাই প্রিয় ভাই ও বোন আমার, এখুনি আমল শুরু করে দিন। দ্রুত নেমে পড়ুন কাজে। সাবধান! অলস মস্তিষ্কের ফাঁদে পা দেবেন না। কাজে না নেমেই আশা ও নিরাশার দোলাচলে দুলতে থাকা অপদার্থের দলে যোগ দেবেন না। নিজের জীবনটাকে অপচয় করবেন না। এখানে প্রতিটি লাইন আপনাকে আপনার আসল ঠিকানার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একটি বইয়ের পাঠকদের আপনি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারেন। যেমন, নজর বুলানো পাঠক, একচোখা পাঠক, অন্ধ পাঠক এবং ক্ষীণদৃষ্টির পাঠক—এরাই শুধু চোখের দেখা পাঠক। গভীর উপলব্ধি নিয়ে পড়া পাঠক নয়। নামে পাঠক, বাস্তবে নয়। তবে এর চেয়ে মারাত্মক আরেকটি পাঠক শ্রেণী আছে। তারা হলো, পুরো বই পাঠ করেও যারা আমলের দিকে পা বাড়ায় না। এদের চেয়ে কপালপোড়া আর কে হতে পারে? যদিও এর কিছু কারণ রয়েছে। হয়তো কোনো গুনাহের কারণে আমলের পথে তোরণ তার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। যে কারণে সে দয়ালু রবের দয়া ও অনুগ্রহ লাভে

ব্যর্থ হচ্ছে। কিংবা হতে পারে বইটি সে অন্য দশটি বইয়ের মতোই গভীর চিন্তাভাবনা ছাড়া তাড়াহুড়া করে পড়ে শেষ করেছে। যে কারণে বইয়ের পাঠ শেষ হলেও অন্তরে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। পাঠক! আপনি নিজেই আবার তাদের একজন নন তো?

প্রিয় ভাই ও বোন আমার, আপনার কি এখনো আল্লাহর সামনে ভীত ও বিনীত হওয়ার সময় আসেনি? অথচ কাফির-মুশরিকরাও একদিন তাঁর সামনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থরথর করে কাঁপবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা! সেদিন এই ভয়ের কোনো মূল্য থাকবে না। অবনত মস্তকে হাজির হওয়ার কোনো উপকারিতা পাওয়া যাবে না। আর সেই দিনটি হলো কিয়ামাতের দিন। যেদিন সকল অবাধ্য ও দুরাচার কাফিরের দলকে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। সেদিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

"সেদিন তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, অপমান লাঞ্ছনা তাদের ওপর চেপে বসবে।"[২০৫]

তবে এত তাড়াতাড়ি নিরাশ হওয়া যাবে না। যতদিন দেহে প্রাণ আছে, ততদিন আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ আছে। যেমনটি আলি ইবনু আবী তালিব رضي الله عنه বলেছেন উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে,

"(দুটি কাজ ব্যতীত) মানুষের বাকি জীবনের আসলে কোনোই মূল্য নেই। এই (বাকি বৃথা) সময়ে সে কেবল অতীতে যা খুইয়েছে, তা পাওয়ার চেষ্টা করে। আর মৃতকে (জীবন থেকে যা হারিয়ে গেছে তাকে) জীবিত করে (আবার ফিরিয়ে আনে)।"[২০৬]

বইটির ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, যতবারই বইটি আমার নিজের পড়া হয়েছে, ততবারই অন্তরে এর বিরাট প্রভাব পড়েছে। ব্যাপক উপকার অনুভব করেছি। তাই বইটি বারবার পড়ুন। এতে আপনার দ্বিগুণ ফায়দা হবে। যতবারই পাঠ করবেন আপনার নতুন কিছু একটা অর্জন হবে। নিজেকে যাচাই করার সুযোগ পাবেন কষ্টিপাথরে। বারবার পাঠ করলে এর অর্থ ও মর্ম অন্তরে জায়গা করে নেবে। আর সালাতে তা বাস্তবায়ন করাও সহজ হবে। পাশাপাশি আপনার মন-মগজে শয়তান যে গোলকধাঁধা ফেঁদে বসে আছে, তা চুরমার হয়ে যাবে। বিবেক সচেতন হবে, আর ফলশ্রুতিতে অন্তরে নেমে আসবে আল্লাহ প্রতি ভয় ও বিনয়ের ঝর্ণা। বইটির

[২০৫] সূরা কলাম, ৬৮ : ৪৩।

[২০৬] মুহাম্মাদ সাইদ রমাদান বুতী, শরহুল হিকামিল আতাইয়্যাহ, ১১২; তবে ইবনু কুদামা ও ইমাম গাযালী নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনাটি উমর -এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার ইবনু আব্বাস -এর বাণী হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

একটি কপি সবসময় আপনার ব্যক্তিগত পাঠাগারে সংরক্ষণ করুন। কোনোভাবেই তা হাতছাড়া করবেন না। যেন কখনো সালাতে কোনোরকম শিথিলতা টের পেলেই আবার একবার ভালো করে পাঠ করে চাঙা হওয়া যায়।

অঙ্গীকার

এবার চলুন আমরা হাতে হাত রেখে আল্লাহ তাআলার সাথে নতুন করে অঙ্গীকার করি যে, এখন থেকে তিনি যেভাবে পছন্দ করেন, ঠিক সেভাবে সালাত আদায় করব। ঠিকভাবে সালাত আদায়ের লক্ষ্যে বক্ষ্যমাণ বইটির প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেবো। বইটির প্রতিটি বর্ণ যেন কিয়ামাতের দিন আমাদের পক্ষে সাক্ষী হয়। বইয়ের শব্দগুলো যেন কাগজের বন্দিশালা হতে মুক্ত হয়ে (আমলের ডানায় চড়ে) আসমানে পাখা মেলে। নিষ্প্রাণ ছত্র হতে উঠে এসে বাক্যগুলি যেন হয়ে উঠে দুর্দান্ত চালিকাশক্তি, প্রেরণার মশাল। এক পা এক পা করে সোপানে চড়ার আশায় বুক বেঁধে অন্তর যেন লুটিয়ে পড়ে আরশের গায়ে।

আল্লাহ তাআলার দয়া ও ক্ষমার ভিখারি
ড. খালিদ আবু শাদী

يبض الله وجهه و وقاه حسرة الفوت يوم أن يلقاه
أسكن الله من قال آمين جنة الفردوس و استجاب دعاه

রোজ হাশরে রবের দুয়ারে মর্ম বেদনা দূর হয়ে যাক
রবের দয়ায় চেহারা জুড়ে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে থাক,
দুআয় যারা বলছে 'আমীন', তাদেরও শখ পূর্ণ হোক
ফিরদাউসের ঠিকানা তার চিরস্থায়ী আবাস হোক।

https://t.me/Islamic_books_as_pdf